উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২ ভাদ্র ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 19 August 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 92

রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি সুকান্তর

▸▸ পাঁচের পাতায়

বাংলাদেশের স্বাভাবিক বন্ধু ভারত

▸▸ সাতের পাতায়

সুপ্রিম হস্তক্ষেপ

স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন ৩ বিচারপতির বেঞ্চে আরজি কর-মামলার শুনানি হবে। বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি ছাড়া রয়েছেন বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্র।

▸▸ বিস্তারিত সাতের পাতায়

রাজভবনের পরামর্শ

মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালগুলিতে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছে রাজভবন। রবিবার রাজভবনের তরফে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের এক্স হ্যান্ডেল থেকে পাঠানো এক টুইটে এই কথা বলা হয়েছে।

▸▸ বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

টার্গেট চিকিৎসক

কলকাতার পর রাতে মুম্বইয়ের এক হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে রোগী ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। মহারাষ্ট্র অ্যাসোসিয়েশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টরস জানিয়েছে, নিরাপত্তাহীনতার প্রমাণ এই ঘটনা।

▸▸ বিস্তারিত সাতের পাতায়

ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে নামলেন তিন বড় ক্লাবের সমর্থকরা। ডার্বি বাতিলের পর মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা নির্যাতনের ন্যায়বিচার চেয়ে যে মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন, তাতে সাড়া দেয় মহমেডান গ্যালারিও। ফের মহিলারা রাত দখল কর্মসূচি করলেন শিলিগুড়িতে। এদিকে, কোচবিহারে নারীদের আন্দোলনকেই কটাক্ষ করলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ দমাতে সক্রিয় লালবাজার।

আরজি কর : পরিস্থিতি ক্রমশ বেলাগাম

মোজামুজি

ডাক্তারদের আন্দোলনে দায়িত্বজ্ঞান না থাকলে মুশকিল

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়েই যে বিক্ষোভ আন্দোলনগুলি সংগঠিত হয়েছে, হচ্ছেও তাতে অনেকটা রাজনৈতিক রং লাগলেও এটা অস্বীকার করা যায় না, অনেক ক্ষেত্রেই এখনও পর্যন্ত এই বিক্ষোভ কিন্তু অরাজনৈতিক। নাগরিক সমাজের বিক্ষোভ। বিশেষ করে স্বাধীনতা দিবসের মধ্যরাতে সারারাজ্য 'মেয়েদের রাত দখলের' যে আন্দোলনটি দেখেছে তা এককথায় অভূতপূর্ব।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
হার্ট অ্যাটাক
স্ট্রোক
অ্যাক্সিডেন্ট
বার্ন
রাতে বা দিনে ভরসা ডিসানে
এমার্জেন্সিতে ফোন করুন
90 5171 5171

এই রাজ্যের বিগত পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই ধরনের বিক্ষোভ আগে কখনও দেখা যায়নি। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকভাবে ডাকা একটি বিক্ষোভ কীভাবে সারারাজ্যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে- এটি তার একটি নিদর্শন। যদিও সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এই বিক্ষোভটিতে কিছু রাজনীতির কারবারি নিজেদের মতো করে উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে খুব সফল হতে পারেননি। সমস্ত শ্রেণির মহিলারা এই আন্দোলনটিকে নিজেদের আন্দোলন মনে করেছেন এবং দলমতনির্বিশেষে তাঁরা পথে নেমেছেন।

যদিও শাসকদলের কিছু অপরিণামদর্শী নেতা এবং সমর্থক সমাজমাধ্যমে মহিলাদের এই রাত দখলের আন্দোলনকে নানাবিধ ব্যঙ্গবিদ্রূপ করছেন। সেটা করে তাঁরা নিজেদের সংগঠনকেই মানুষের কাছে আরও খাটো করা ব্যতীত আর কিছুই করছেন না।

তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলনে অবশ্য ইতিমধ্যেই রাজনীতির রং লেগে গিয়েছে। সংকীর্ণ রাজনীতির কারবারিরা তাদের চরিত্র অনুযায়ী মূল ইস্যু থেকে আন্দোলনটির অভিমুখ ঘুরিয়ে দিয়ে নিজেদের মতো তাকে পরিচালনার চেষ্টা করছেন। অপরাধীর শাস্তির দাবিটি পিছনে চলে গিয়ে এখন প্রধান হয়ে উঠছে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি।

রাজনীতির কারবারিদের প্রসঙ্গটি বাদ দিয়েও বলা যায়, আরজি করের চিকিৎসকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে সমস্ত শ্রেণির মানুষের ভিতরে যে ক্ষোভের আঁচটি পাওয়া গিয়েছে, তা কিন্তু রাজ্যের শাসকের পক্ষেও একটি সতর্কবার্তা।

এরপর দশের পাতায়

শিলিগুড়িতে আবার 'রাত দখল' প্রতিবাদী মহিলাদের। রবিবার শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

ময়দানের গর্জন

সায়ন গুপ্ত

কলকাতা, ১৮ অগাস্ট : 'ঘটি-বাঙাল একটাই স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর।'

সকাল থেকেই কলকাতাজুড়ে প্রবল বৃষ্টি। তা উপেক্ষা করে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে জড়ো হওয়া অগণিত জনতার দেওয়া এই স্লোগানে কাঁপছিল সল্টলেক চত্বর। শুধু ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের সমর্থকরাই নয়, জমায়েতে ছিলেন জনা পঞ্চাশ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সমর্থকও। এতদিন আরজি কর কাণ্ডের ন্যায়বিচার চেয়ে গোটা দেশ যেভাবে প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিল, এবার ঠিক একইভাবে সোচ্চার হলেন বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা।

রবিবাসরীয় ডুরান্ড কাপের ডার্বিকে প্রতিবাদের মঞ্চ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন সমর্থকরা। কিন্তু পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না বলে বাঙালির আবেগের ম্যাচ বাতিল করা হয়। সেই নিয়ে সমর্থকদের মনে ক্ষোভ ছিলই। ঠিক হয়, ম্যাচ না হলেও প্রতিবাদ হবে। পরিকল্পনা ছিল যুবভারতীর ভিআইপি গেট থেকে শান্তিপূর্ণ মিছিল করার। কিন্তু পুলিশি আগ্রাসনের মুখে পড়ে পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত উত্তাল হয়ে ওঠে।

দুপুর সাড়ে ৩টে থেকেই স্টেডিয়াম চত্বরে ভিড় জমতে শুরু করে। সেই চত্বরে স্টেডিয়ামমুখী জনতাকে ঢুকতে বাধা দেওয়ার জন্য ইএম বাইপাস সংযোগকারী সমস্ত রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি সীমান্তে নাকা চেকিংয়ের ঢঙে এলাকার পথচলতি মানুষদের ধরে জিজ্ঞাসাবাদও করতে দেখা যায় পুলিশকর্মীদের। সেই নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেদ করে চারটের মধ্যে প্রায় তিনশো সমর্থক স্টেডিয়ামের ৩ নম্বর গেটের সামনে ভিড় জমান। কিন্তু হঠাৎই পুলিশের লাঠিচার্জ। জমায়েত ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

কিন্তু আন্দোলনকারীরা দফায় দফায় জমায়েত করতে থাকেন। এবার হয় সল্টলেক স্টেডিয়াম মেট্রো স্টেশনের সামনে। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানের চিৎকারে কান পাতা দায়। খোলা হল বিশাল প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা, 'দুই গ্যালারির হোক এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর'। আবার দেশের নারী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মেলে ধরা একটি পোস্টারে লেখা, 'রাত পোহালেই পুরুষরা ধর্ষকামী হয়, আজ আমার উমা নিজের দেশে সুরক্ষিত নয়।'

কিন্তু ফের লাঠিচার্জে সেই প্ল্যাকার্ড, পোস্টার বেশিক্ষণ মেলে রাখা গেল না। প্রাণ বাঁচতে দৌড়ে কয়েকজন নিকটবর্তী শপিং মলে আশ্রয় নেন। পুলিশি ধাওয়ায় হিমসিম খান সাংবাদিকরাও। প্রতিবাদকারীদের মধ্যে যাঁরা ধরা পড়েন, তাঁদের পুলিশ ভ্যানে তোলা হয়। ভ্যান থেকে আটক হওয়া এক প্রতিবাদী চিৎকার করে বলতে থাকেন, এরপর দশের পাতায়

সরব তিন প্রধানের সমর্থকরা। রবিবার যুবভারতী সংলগ্ন এলাকায়।

শহরে ফের রাত দখল

ভাস্কর বাগচী ও সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : একটি ব্যানারে লেখা 'অ্যাম আই নেক্সট?' ব্যানারটি ধরে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' আওয়াজ তুলে পথ চলছেন একদল তরুণী। আরজি করের ঘটনা যে ঘরের মেয়েদের কতটা আতঙ্কিত করে তুলেছে, তা বোঝাতে এই ব্যানারটি যথেষ্ট।

নির্যাতিতার প্রতীকী ছবি। তার ওপর কালো হরফে লেখা, 'এরপর কে?' এমনই এক প্ল্যাকার্ড হাতে পথ চলছিলেন এক তরুণী। 'এরপর কে বলতে অর্থাৎ' প্রশ্ন শেষ করতে না দিয়ে তিনি বললেন, 'দোষীর কঠোর শাস্তি না হলে এই বাংলায় থামবে না আরজি কর কাণ্ড। পার্ক স্ট্রিট থেকে কামদুনি, একের পর এক ঘটনা তো ঘটেই চলেছে।'

সুর যেন বেঁধে দিয়েছিলেন ওই তরুণীরা। তাই শুরু থেকে শেষ, 'মেয়েরা রাতের দখল নাও'য়ের স্বর ছিল, 'জাস্টিস ফর আরজি কর'। সময় যত গড়িয়েছে, গর্জে উঠেছে কণ্ঠস্বর। ডাক্তারি পড়ুয়া থেকে আটপৌরে গৃহবধূ, দাবি একটাই- বিচার চাই। আট মাসের কন্যাসন্তানকে নিয়ে পথ চলছিলেন হাকিমপাড়ার পম্পা ঘোষ। 'নিজের এবং মেয়ের সুরক্ষার প্রশ্নে রাতের রাস্তায়', বললেন তিনি। ১৮ মাসের মেয়েকে নিয়ে মেয়েদের রাতের দখলে হাজির হয়েছিলেন শক্তিগড়ের দেবজিৎ রায়। তিনিও স্পষ্ট করে দিলেন, নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় পথে নেমেছেন।

> এমন আয়োজনে শামিল না হয়ে কি ঘরে বসে থাকা যায়? রাতে গাড়ি পেতে সমস্যা হবে, তাই দাদাকে নিয়ে এসেছি।
>
> **কণিকা মিত্র**
> *পড়ুয়া, শিবমন্দির*

একটা সময় কত মেয়ে রবিবার রাতের রাস্তার দখল নেবে, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। ১৪-র পর ১৮ অগাস্ট, পাঁচদিনের মধ্যে দু'বার একই ধরনের প্রতিবাদের ডাক দেওয়াতেই এমন সংশয়। রাত ৯টা নাগাদ বাঘা যতীন পার্ক এবং সংলগ্ন এলাকায় এক-দু'ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে থাকায় সংশয় আরও গাঢ় হতে থাকে। কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের রাতে যেখানে শেষ হয়েছিল, সেখান থেকেই যেন এদিন রাতের দখল শুরু।

সেদিনের মতো এদিনও শুধু কালো মাথার ভিড়। শয়ে-শয়ে মানুষ যেন আগামীর পথ হাঁটতে চাইছেন। ওইদিনের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়া অনেককে যেমন এদিন দেখা যায়নি, তেমনই এদিন অনেক নতুন মুখ দেখা গিয়েছে। প্রকৃতিও সদয়। বৃষ্টি আর হয়নি। বাঘা যতীন পার্ক থেকে শুরু হয়ে কাছারি রোড, বিধান রোড, কলেজপাড়া হয়ে পদযাত্রা নির্বিঘ্নেই শেষ হয়েছে বাঘা যতীন পার্কে।

শহর তো বটেই, শহরতলি থেকেও প্রচুর মহিলা রাতের রাস্তা দখলে পথ হাঁটেন। শিবমন্দির আঠারোখাই থেকে এসেছিলেন কণিকা মিত্র। একটি বেসরকারি কলেজের ছাত্রী কণিকা বললেন, 'এমন আয়োজনে শামিল না হয়ে ঘরে বসে থাকা যায়। রাতে গাড়ি পেতে সমস্যা হবে, তাই দাদাকে নিয়ে এসেছি।' এমন দিনে ঘরে বসে থাকা যায় না, এরপর দশের পাতায়

সুখেন্দুকে লালবাজারে ডাক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ অগাস্ট : শান্তনু সেনের পর তৃণমূলে আরেক বিদ্রোহী সুখেন্দুশেখর রায়। আরজি কর মেডিকেলের ঘটনায় বিরূপ মন্তব্য করায় ইতিমধ্যে মুখপাত্রের পদ খোয়াতে হয়েছে শান্তনুকে। রাজ্যসভা সদস্য সুখেন্দুকে পুলিশি তলবের মুখে পড়তে হল। তাঁর 'অপরাধ', তিনি চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের পাশাপাশি কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে সিবিআই হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের দাবি তুলেছেন।

শনিবার গভীর রাতে এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর দীর্ঘ পোস্টটি প্রকাশ্যে আসার পর রবিবার তৃণমূলের পক্ষ থেকেও সমালোচনা করা হয় প্রকাশ্যে। তাঁর পোস্টের পালটা তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ লেখেন, এই ধরনের মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক। কলকাতার পুলিশ কমিশনার যথেষ্ট ভালো কাজ করেছেন। একজন সিনিয়ার নেতার কাছে এ ধরনের মন্তব্য আশা করা যায় না।

শুধু সুখেন্দুশেখর নন, আরজি করের ঘটনা নিয়ে সমালোচনা করায় লালবাজারে ডাক পড়েছে দুই পরিচিত চিকিৎসক কুণাল সরকার ও সুবর্ণ গোস্বামীর। প্রথমজন কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতাল পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয়জন সরকারি চিকিৎসক। বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়কেও ডেকে পাঠিয়েছে কলকাতা পুলিশ। তিনজনকেই রবিবার লালবাজারে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু রবিবার কেউ যাননি।

কুণাল জানিয়েছেন, কলকাতার বাইরে আছেন। ফেরার পর ভাববেন বলে জানিয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

দ্বিতীয় পর্বে লক্ষ্যে স্থির মোহনারা

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : রাত দখলের লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্বে শহরের সাধারণ মানুষকে এক ছাদের তলায় আনার জন্য উদ্যোক্তারা তৈরি করেছেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। আর সেই গ্রুপে ঢুকে পড়েছেন কিছু তরুণ। তারা গ্রুপে অশ্লীল মেসেজ ছড়াচ্ছেন। শুধু তাই নয়, গ্রুপ থেকে বের করে দেওয়ার পর মহিলা এডমিনদের মধ্যে কয়েকজনকে হোয়াটসঅ্যাপ কল করে অশ্লীল কথাবার্তা পাঠাচ্ছেন। যৌন সম্পর্কের প্রস্তাবও দিচ্ছেন।

গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়ির মেয়েরা যখন রাস্তায় নেমে নিজেদের নিরাপত্তার দাবিতে দ্বিতীয়বারের জন্য লড়াইয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন, ঠিক তখনই সেই সম্পর্কিত গ্রুপের মধ্যে ঢুকেই এক শ্রেণির তরুণের এমন কার্যকলাপ অবাক করছে শহরের শুভবুদ্ধির মানুষকে। অনেকেই শুনে বলছেন, 'এ আমরা কোথায় বাস করছি?' এমনকি এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন রকম ফোন এসেছে উদ্যোক্তাদের কাছে। যেখানে বার্তা দেওয়া হয়েছে, 'সাবধান! ঝামেলা হতে পারে।' আর এসবের মধ্যেই কোথাও কী চলেছে রাত দখলের লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্ব ভেস্তে দেওয়ার পরিকল্পনা? লড়াইয়ের মানসিকতার মধ্যে ভয় দেখানোর চেষ্টা? এ প্রশ্নও ঘুরছে।

সারাদিন ধরে এ ধরনের নানা 'প্রতিবন্ধকতা' এলেও নিজেদের প্রস্তুতির কাজেই ব্যস্ত থাকলেন 'লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার'-এর তেরোজন এডমিন সহ হাজারেরও বেশি গ্রুপ সদস্য। আরজি কর ঘটনায় এখনও বিচার পাননি ধর্ষিতা নিহত সেই মহিলা চিকিৎসক। এখনও গোটা রাজ্যের সাধারণ মানুষ সরব রয়েছে

এরপর দশের পাতায়

কুকথায় বর্ণময় মন্ত্রী উদয়ন

কোচবিহার ব্যুরো

দিনহাটা, ১৮ অগাস্ট : মহিলাদের আন্দোলনকে কটাক্ষ করে ফের বিতর্কে জড়ালেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। ইদানীংকালে উদয়নের মন্তব্য প্রতিদিনই বিতর্ক তৈরি করছে। রবিবার অবশ্য আগের সব কিছু নজির তিনি ভেঙে দিলেন। শনিবার কোচবিহার সাগরদিঘির পাড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে তিনি আরজি কর কাণ্ডে আন্দোলনকে তীব্রভাবে বিঁধেছিলেন। রবিবারও সেই ঘটনার অ্যাকশন রিপ্লে।

আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে তৃণমূলের ব্যানারে এদিন দুপুরে দিনহাটার আবুতারা ও রাতে দিনহাটা পাঁচমাথার মোড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদয়ন বলেন, 'মদ খেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। জুয়ায় হেরে কাউকে কাউকে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিতে দেখেছি। মদের ঠেক আর জুয়ার ঠেক ভাঙার জন্য গ্রামের মহিলাদের ঝাঁটা হাতে আন্দোলন করতে দেখেছি। কিন্তু মদের ঠেক ভাঙার জন্য কোনওদিন জিনস পরা মহিলা কিংবা বয়েজকাট চুলের মহিলা দেখিনি। কারণ এই আন্দোলনে 'আবেগ' নেই। তাছাড়া, এই আন্দোলন গরিব মানুষের আন্দোলন।' আরজি কর কাণ্ডে আন্দোলনকারীদের খোঁটা মেরে তাঁর বক্তব্য, 'আমরা শহরের মানুষ তাই কেন ওই আন্দোলন করব? আমরা সেই সমস্ত আন্দোলনই করব যা টিভিতে দেখাবে, ইংরেজি খবরের কাগজে ছবি প্রকাশিত হবে।'

> গ্রামের মহিলাদের ঝাঁটা হাতে আন্দোলন করতে দেখেছি। কিন্তু মদের ঠেক ভাঙার জন্য কোনওদিন জিনস পরা মহিলা কিংবা বয়েজকাট চুলের মহিলা দেখিনি। কারণ এই আন্দোলনে 'আবেগ' নেই।
>
> **উদয়ন গুহ**
> *উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী*

তাঁর খোঁটা-পর্ব এখানেই শেষ হয়নি। উদয়ন বলেন, 'আমরা মানুষ বাঁচাতে নয়, মানুষ মারা যাওয়ার পর আন্দোলন করব। জীবিত মানুষ যাতে না মারা যায় সেজন্য আমরা কোনও আন্দোলনই করব না!' আন্দোলনকারীদের বিঁধে তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে এসেছেন। কেউ কেউ ভাবছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পদত্যাগ করে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেবেন। তা হবে না। আরজি কর ইস্যুতে কেউ কেউ যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আন্দোলন করছেন সেই মাটি খুঁড়ে তাদের কবরে পাঠিয়ে তারপর তিনি অন্য রাজ্যে যাবেন।'

উদয়নের এহেন মন্তব্যের পর স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক শোরগোল ছড়িয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এদিনের কর্মসূচিতে শামিল একজনের মন্তব্য, 'আরজি করের ঘটনায় রাস্তায় নামা মহিলাদের প্রতিবাদ আন্দোলনকে উনি যে ভাষায় কটাক্ষ করছেন তা কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না।' বিজেপির কোচবিহার জেলা সম্পাদক বিরাজ বসুর বক্তব্য, 'উদয়ন গুহ যে মহিলাদের সম্মান করতে জানেন না, তা ওঁর কথাতেই পরিষ্কার।'

চুরির কাজে লাগানো হচ্ছে নাবালকদের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : ভিনরাজ্যের নাবালকদের অপরাধমূলক কাজে লাগিয়ে শহর শিলিগুড়িতে একটি দুষ্কৃতীচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এভাবে নাবালকদের কাজে লাগিয়ে চক্রটি প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগার করছে। সম্প্রতি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কাছে এমনই তথ্য প্রকট হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই চক্রের সদস্য হিসেবে নাবালকদের বিহার-ঝাড়খণ্ড থেকে শহরে নিয়ে আসা হয়েছে। শিলিগুড়ির রাস্তাঘাটই তাদের বাসস্থান। এই নাবালকদের কাজ বলতে, মোবাইল ফোন চুরি। চক্রের চাঁই (মিডিয়েটর) পরে তাদের কাছ থেকে মোবাইলগুলি নিয়ে গিয়ে বিক্রি করছে। বিহার থেকেই শিলিগুড়িতে এই চক্রটি অপারেট করা হচ্ছে বলে তদন্তকারীদের অনুমান।

পুলিশ ইতিমধ্যেই ওই মিডিয়েটরের খোঁজ শুরু করেছে। যদিও চক্রের ওই চাঁই সম্পর্কে বিশেষ কোনও তথ্যই পুলিশের কাছে না থাকায় বিভিন্ন সূত্রের ব্যবহার করা হচ্ছে। নাবালকদের ধরপাকড়ে আইনের বেশকিছু নিয়ম রয়েছে। এই নিয়মকে কাজে লাগিয়েই চক্রটি নাবালকদের ব্যবহার করছে বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশকর্তাদের কথায়, অনেক সময় মোবাইল পাওয়া গেলেও যাঁর মোবাইল ফোন তিনি অভিযোগ করতে চাইছেন না। আবার অভিযোগ করলেও ওই নাবালকদের দার্জিলিংয়ের জুভেনাইল কোর্টে নিয়ে যেতে হচ্ছে। যদিও সেখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের জামিন হয়ে যাচ্ছে। এরপর তাদের হোমে নিয়ে এসে রাখতে হচ্ছে। যদিও এক-দুটি হিয়ারিংয়ের পরেই পরিবার এসে তাদের নিয়ে যাচ্ছে। এরপর অবস্থা ফের যে-কে-সেই।

আইনের ফাঁকে

- জুভেনাইল অ্যাক্টের সুযোগ নিয়ে নাবালকদের বিহার-ঝাড়খণ্ড থেকে আনা হচ্ছে
- শিলিগুড়িতে এদের মূলত মোবাইল ফোন চুরির কাজে লাগানো হচ্ছে
- বিহার থেকেই শিলিগুড়িতে একটি চক্র এই অপারেশন চালাচ্ছে বলে ধারণা

বিষয়টা নিয়ে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অলোক ধাড়ার বক্তব্য, 'আসলে এই দুষ্কৃতীরা আইনের ফাঁক বের করে ফেলেছে। নাবালকদের অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। নাবালকরা যে জুভেনাইল অ্যাক্টের আওতায় ছাড়া পেয়ে যাবে তা এরা বুঝে গিয়েছে। আসলে এই চক্রের পিছনে যারা মাথা, তাদের ধরা না গেলে কোনওদিনই এই সমস্যা মিটবে না।' চক্রের পিছনে যারা রয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে বলে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, মোবাইল চুরির অভিযোগে এক নাবালককে স্থানীয়রা জংশন এলাকায় ধরেছেন বলে সম্প্রতি প্রধাননগর থানার পুলিশের কাছে খবর আসে। এরপর পুলিশ গিয়ে ওই নাবালককে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। মোবাইলটি মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। যদিও ওই নাবালককে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পুলিশের আধিকারিকদের চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, ওই নাবালক ঝাড়খণ্ড থেকে এসে গত কয়েকমাস ধরে শহর শিলিগুড়িতেই রয়েছে। এই চক্রে আরও আটজন নাবালকও রয়েছে। বিহার থেকে এই চক্রটিকে চালনা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, আলিপুরদুয়ারেও এ ধরনেরই একটি চক্র সক্রিয় হয়েছিল। যদিও সেই চক্রে ব্যবহার হওয়া নাবালকরা স্থানীয় ছিল। শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে নাবালকরা অবশ্য বাইরের। রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, ভিড় এলাকায় এই চক্রটি সক্রিয়। শহর শিলিগুড়িতে ইতিমধ্যেই বেশকিছু ঘটনায় এগজস্ট ফ্যানের ফোকর গলে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এসব ক্ষেত্রেও এই নাবালকদের ব্যবহার করা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখার দাবি জোরালো হয়েছে।

আমার উত্তরবঙ্গ

সাত সকালে শিলিগুড়ি থেকে স্পষ্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা।

শরতের শুরুতে ঘুমন্ত বুদ্ধের দেখা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : ভাদ্রের প্রথম দিনই শিলিগুড়ি থেকে দেখা মিলল কাঞ্চনজঙ্ঘার। সাতসকালে সূর্যের ছটায় যেন জেগে উঠেছিল 'ঘুমন্ত বুদ্ধ'। রবিবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উড়ালপুল, ইস্টার্ন বাইপাস সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে মরশুমের প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন হয়েছে। তবে বাংলা ক্যালেন্ডার মোতাবেক এদিন থেকে শরৎকাল শুরু হলেও বেলা গড়াতেই বেড়েছে রোদের তেজ। এর জেরে নাজেহাল হতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। যদিও স্বস্তির কথা শুনিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, নিম্নচাপের প্রভাবে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গজুড়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে সোমবারও। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর সৃষ্ট হওয়া নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে উত্তরবঙ্গেও। বঙ্গোপসাগরের থেকে জলীয় বাষ্পের জোগানে এখানেও কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বৃষ্টি হলে তাপমাত্রার হেরফের হবে।' তবে বৃষ্টি বেশিদিন স্থায়ী হবে না। ফলে এখনই দূর হচ্ছে না গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি।

প্রবীণদের কথায়, 'এ তো ভাদ্রের তাল পাকা গরম!' এদিন সকালে মেঘমুক্ত আকাশে কিছু সময়ের জন্য জেগে উঠেছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা। ভাদ্রের শুরুতে কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন সেভাবে ঘটে না, যেমনটা এবার ঘটল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উড়ালপুলে দাঁড়িয়ে শ্বেতশুভ্র পর্বতশৃঙ্গ দেখতে দেখতে একজন বললেন, 'ঘুমন্ত বুদ্ধকে দেখে রোদের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।'

শনিবার সন্ধ্যা-রাতে শিলিগুড়িতে ৩৬.৪ ও চম্পাসারিতে ৫০.২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। তবে বৃষ্টি হলেও রবিবার ভ্যাপসা গরম থেকে রেহাই মেলেনি। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলা শহরগুলিতে যথেষ্ট তাপ অনুভূত হয়েছে। এদিন বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত ৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হওয়ার পরেও দার্জিলিংয়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৩.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। জলপাইগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তবে অন্তত দু'দিন গরম থেকে রেহাই পাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। সোমবার কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। মঙ্গলবার প্রায় প্রতিটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে।

লক্ষ্মীদের সুবিধায় 'কোপ'

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : মহিলাদের প্রতিবাদের জেরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা কি ফিরিয়ে নিতে চায় তৃণমূল। জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটের এক তৃণমূল নেতার সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট দেখে সেই প্রশ্ন উঠেছে। ওই পোস্টে একটি ফর্ম দেওয়া রয়েছে যাতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আবেদন করা যাবে।

আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদে যাঁরা মিছিলে শামিল হয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ওই পোস্টে ক্ষোভপ্রকাশ করা হয়েছে। পোস্টটি রয়েছে তৃণমূল নেতা গোপাল চক্রবর্তীর নামে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা নিতে চাই না- এই মর্মে ওই ফর্মে বয়ান লেখার জায়গা রয়েছে।

উপভোক্তার নাম, মোবাইল নম্বর, ঠিকানা, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, আধার কার্ড নম্বর, ব্যাংকের বিস্তারিত তথ্য দিয়ে ওই ফর্মে স্বাক্ষর করার জায়গা রাখা হয়েছে। গোপালের ওই পোস্টে যেখানে মহিলারা প্রতিবাদে শামিল হচ্ছেন, সেখানে ক্যাম্প করে এই ফর্ম পূরণ করানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই পোস্টের সঙ্গে দলের সম্পর্ক অস্বীকার করছে তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি মহুয়া গোপের বক্তব্য, 'এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে বিভিন্ন ধরনের পোস্ট করছেন। এ বিষয়ে দলের তরফে কিছু বলা হয়নি। এটা সরকারি প্রকল্প। দলের বলার কিছু নেই।'

এ বিষয়ে গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা রাজ্যের অধিকাংশ মহিলাই নিয়েছেন। এখন তারাই বিদ্রোহ করছেন। তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রয়োজন নেই।'

পোস্টটির খবর শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন। সরকারি প্রকল্প নিয়ে যাঁরা এ ধরনের পোস্ট করেছেন, তাঁদের চিহ্নিত করা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন। জেলা শাসকের মতে, 'এ ধরনের পোস্ট করা আইনবিরুদ্ধ। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

তৃণমূলের জেলা সভাপতি ছাড়াও ওই পোস্টে আরও অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, এ বিষয়ে দল কিছু ঘোষণা করেনি। প্রশাসন থেকেও কিছু বলা হয়নি। কার্যত প্রকল্পের সুবিধা ফিরিয়ে নেওয়ার এই পোস্ট নিয়ে এখন দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে।

শাসক নেতার পোস্ট

সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই বিতর্কিত ফর্ম।

> লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা রাজ্যের অধিকাংশ মহিলাই নিয়েছেন। এখন তাঁরাই বিদ্রোহ করছেন। তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রয়োজন নেই।
>
> -গোপাল চক্রবর্তী তৃণমূল নেতা

অস্বস্তিতে ক্ষুদ্র চা চাষিরা

জলপাইগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র চা বাগানগুলির কাঁচা চা পাতার দাম কেজিতে ১২ টাকা বাড়লেও স্বস্তিতে নেই ৫০ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষি। তাঁরা এবার চা শ্রমিকদের বোনাসের বদলে অনুদানের প্রস্তাব করেছে। গত বছরের অগাস্টে কাঁচা পাতা ১৬ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে। এখন তার দাম ২৮ টাকা।

খেয়ালি আবহাওয়া ও কীটনাশক প্রয়োগে নিষেধাজ্ঞার জেরে চায়ের উৎপাদন ৩০ শতাংশ কমেছে। এর জেরে চাহিদা বাড়ায় দামও বেড়েছে।

চা শিল্পের এই সংকট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংগঠনও। সর্বভারতীয় ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'গত মার্চ থেকে জুন ক্ষুদ্র চা বাগানে কার্যত কোনও ফলন ছিল না। জুলাইয়েও ফলন কম। এ মাসেও আশানুরূপ নয়। এখন কেজি প্রতি চায়ের উৎপাদন খরচ ৩০ টাকা। কাঁচা চা পাতার দাম বাড়লেও ক্ষুদ্র চা চাষিদের আর্থিক ক্ষতি হবে। গত ক'বছরে আবহাওয়ার ব্যাপক বদলের ওপর জুলাই, অগাস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবরের উৎপাদন নির্ভরশীল। পুজোর আগে বোনাসের দাবি উঠবে। কাঁচা পাতা তোলায় টি বোর্ডের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এবার বোর্ড ৩০ নভেম্বর কাঁচা পাতা তোলার শেষ দিন নির্দিষ্ট করেছে।'

জ্যোতিষ

বৈদিক জ্যোতিষ শ্রী কৌশিক প্রতি ইং মাসের ৮-১৪ সিটি সেন্টার এবং ১৫-২১ হিলকার্ট রোড রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স. M - 7719371978.

বিভ্রান্তিমুক্ত জ্যোতিষ পরামর্শ। জ্যোতিষ শ্রীপ্রাণেশ চন্দ্র ঘোষ। M.A. Jyotish 1st Class (IGNOU), বিখ্যাত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। Certificate No. 52342, Mob : 9547813494. (C/110794)

অ্যাফিডেভিট

আমি চম্পা মণ্ডল, পিতা-স্বর্গীয় পরিমল মণ্ডল, বয়স-৩০ বছর, সাং-গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি, ৭৩৫২১২ গত ১২/০৮/২৪ তারিখ জলপাইগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট বলে বৃষ্টি মণ্ডল নামে পরিচিত হলাম। (C/112148)

কর্মখালি

ডাইরেক্ট কোম্পানিতে ছেলে চাই গার্ড/সুপারভাইজার/কারখানার হেল্পার। বেতন 11,500/-+PF, ESI. M :-8653710700. (C/112153)

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয়- 10-18000/- থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/111018)

শিলিগুড়িতে রেডিমেড ও থান কাপড়ের দোকানে সেলসম্যান চাই। প্রিন্স টেক্সটাইল, শিলিগুড়ি। (M) 9883082047. (C/113261)

রাখিপূর্ণিমায় ব্যতিক্রমী প্রয়াস পড়ুয়া ও পরিবেশপ্রেমীদের

২৫ ফুটের গাছে পড়ুয়াদের বন্ধন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৮ অগাস্ট : ২৫ ফুট দৈর্ঘ্যের বিশালাকার রাখি তৈরি করছে কোচবিহারের তল্লিগুড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। তবে ওই রাখি কোনও মানুষকে পরানোর জন্য বা কোথাও ঝুলিয়ে রাখার জন্য নয়। গাছ বাঁচানোর লক্ষ্যে স্কুলের পড়ুয়ারা নিজের হাতে এই রাখি তৈরি করছে। রবিবার বিকেলে স্কুলে পড়ুয়ারা সকলেই ব্যস্ত রাখি বানাতে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৌশিক ভট্টাচার্য জানান, তাঁদের বিদ্যালয় চত্বরে একটা বিশালাকার এবং প্রাচীন তল্লি গাছ রয়েছে। রাখিপূর্ণিমার শুভদিনে তাই সেই গাছটিকে বাঁচানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন তাঁরা। বললেন, 'স্কুলের শিক্ষকদের সহযোগিতায় পড়ুয়ারা নিজেদের হাতে তৈরি করছে ২৫ ফুট দৈর্ঘ্যের রাখি। সেই রাখি পরিয়ে পড়ুয়ারা গাছ বাঁচাও কর্মসূচির ডাক দেবে।'

চারদিকে যেভাবে দূষণ ছড়াছে তাতে দিন-দিন পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এরই ফল। এসবের হাত থেকে প্রকৃতিকে বাঁচাতে এবং স্বাভাবিক রাখতে গাছের কোনও বিকল্প নেই। সবুজ গাছই পারে প্রকৃতিকে এই চরম বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে। তাই গাছ বাঁচানো প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে সবার মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পড়ুয়ারা এই রাখি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে।

এদিকে, এতবড় রাখি বানাতে রবিবারও ব্যস্ত ছিল দীপ ঘোষ, অংশু দাস, অর্কদীপ দাস ও আরও অনেকে। তাদের মধ্যে দীপের কথায়, 'মানুষকে পড়ানোর জন্য রাখি তো সবাই তৈরি করে। কিন্তু গাছকে পড়ানোর জন্য তো আর কেউ রাখি তৈরি করে না। আমরা ব্যতিক্রম হিসাবে গাছকে পড়ানোর জন্য এই রাখি তৈরি করছি।'

স্কুলের অন্য পড়ুয়া তিথি ঘোষ, শর্মিষ্ঠা দাস এবং সহেলি কার্জিদের মুখেও একই কথা শোনা গেল। শর্মিষ্ঠার কথায়, 'রাখি তো সবাই নিজেদের প্রিয়জনকে পড়ায়। সেক্ষেত্রে গাছের থেকে আপন বলতে মানুষের আর কেউ নেই। কারণ গাছই মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে।' তার সংযোজন, 'আমাদের স্কুলে যে বড় তল্লি গাছটি রয়েছে, তার হাওয়া এবং ছায়া প্রচণ্ড গরম থেকে আমাদের আগলে রাখে। তাই সোমবার রাখিপূর্ণিমার দিন ওই গাছটাকে আমরা রাখি পরাব বলে ভেবেছি।'

> মানুষকে পরানোর জন্য রাখি তো সবাই তৈরি করে। কিন্তু গাছকে পরানোর জন্য তো আর কেউ রাখি তৈরি করে না। আমরা ব্যতিক্রম হিসাবে গাছকে পরানোর জন্য এই রাখি তৈরি করছি।
>
> -দীপ ঘোষ পড়ুয়া

গরুমারার কুনকি হাতিদের রাখি পরানো হয়। রবিবার। -সংবাদচিত্র

হাতিদের রক্ষার শপথ রামশাই মেদলা ক্যাম্পে

অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : সবাই রাখি পরবে, তারাই বা বাদ যায় কেন? তারাও রাখি পরবে। হাতি বলে কি তারা রাখি পরতে পারবে না? রাখিপূর্ণিমার আগের দিন মাহুতের সাহায্যে হাতিদের রাখি পরিয়ে তাদের বাঁচানোর শপথ নিলেন পড়ুয়ারা এবং পরিবেশপ্রেমীরা। রবিবার ময়নাগুড়ির ব্লকের রামশাই মেদলা ক্যাম্পের পাঁচ কুনকি হাতিকে রাখি পরানো হয়।

পরিবেশপ্রেমী অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'গত সাত বছর ধরে রাখিপূর্ণিমায় এই দিনটা আমরা এভাবেই উদযাপন করছি। বন দপ্তরের সহযোগিতায় এদিন এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা হাতি রক্ষার শপথ নিয়েছি।' চারদিকে যেভাবে হাতি-মানুষ সংঘাত বেড়ে চলছে এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনায় হাতিদের মৃত্যু ঘটছে, সেটা যথেষ্ট চিন্তার। অনির্বাণের কথায়, 'সম্প্রতি ঝাড়গ্রামে হাতির সঙ্গে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনা ইতিমধ্যে সাড়া ফেলেছে। হাতির গায়ে আগুনের গোলা ছুড়ে মারার মতো নিষ্ঠুর ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। তাই এদিন রাখি পরিয়ে হাতি রক্ষার অঙ্গীকার করলাম আমরা।'

রাখির অনুষ্ঠানের আগে রামশাই ক্যাম্পের পাঁচ কুনকি হাতিকে এদিন দুপুরে স্নানের পর রূপচর্চা করানো হয়েছিল। তারপর শিলাবতী, আমনা, রামী, অরণ্য এবং রাজাকে নিয়ে যাওয়া হয় কালীপুর ইকো ভিলেজে। সেখানে মাহুতদের সাহায্যে তাদের রাখি পরাল সেজুতি নন্দী, সুপ্তিকা পোদ্দার, অনন্যা মজুমদাররা। পড়ুয়া সেজুতি নন্দী বলল, 'প্রথমবার এই ধরনের কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছি। হাতিদের জন্য এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়ায় আমরা খুশি। হাতিদের বাঁচানোর পাশাপাশি হাতি-মানুষ সংঘাত থামুক, সেটাই চাই।'

অনুষ্ঠানের পর 'লাঞ্চের' মেনুতে ছিল কুনকিদের প্রিয় খাবার। হাতিদের পাশাপাশি এদিন মাহুত, পাতাওয়ালা সহ বনকর্মীদেরও রাখি পরিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে পরিবেশপ্রেমীদের সঙ্গে ছিলেন গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দে প্রমুখ। বন দপ্তরের আধিকারিকরা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

NOTICE

I, Sri Prodip Kumar Ghosh, Advocate, Siliguri do hereby inform to all that I have filed a Suit being Title Suit No. 37 of 2016, before the Ld. Civil Judge, Junior Division Siliguri on behalf of Sri Dulal Chandra Saha, Son of Late Sudhir Kumar Saha, resident of Syed Mustaba Ali Road, Hakimpara, Post Office and Police Station Siliguri, District Darjeeling, against 1) Sri Subrata Saha @ Kala, Son of Late Chhana Saha, resident of Hakimpara, Near J.T.S. Club, Siliguri, 2) Sujit Saha @ Munna, Son of Late Gopal Saha, resident of Masterda Lane, Ward No. 14, Ashrampara, Siliguri, 3) Smt. Mousumi Kundu, Wife of Sri Tapash Kundu, resident of Masterda Lane, Ward No. 14, Ashrampara, Siliguri, 4) Smt. Srabani Dutta, wife of Sri Pintu Dutta, resident of Ashrampara, Near Akash Hospital, Siliguri, which is still pending before the Ld. Court. in respect of the below scheduled land, All that piece or parcel of land measuring 0.13 acres, Plot No. 9841, J.L. 110 (88), within Siliguri Municipal Corporation, Masterda Lane, Ashrampara, Mouza Siliguri, District Darjeeling. The said Land is butted and bounded as follows: North : Ata Maya Limbu now land of Matilal Dutta, South : Siliguri Municipal Corporation Road, East : Sandhya Rani Das now land of Dinesh Saha, West : Siliguri Municipal Corporation Road. This is for information of all.

Sd/- Prodip Ghosh
Advocate

আজ টিভিতে

রাঁধুনিতে দেবজ্যোতি সাহা এবং জ্যোতির্ময়ী সাহা রাঁধবেন আলু-মুরগির ঝোল। **আকাশ আটে** দুপুর ১.৩০ মিনিটে

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস, রাত ৯.৩০ আকাশে সুপারস্টার

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ গুপ্তধনের সন্ধানে, দুপুর ১.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, বিকেল ৪.০০ দাদাঠাকুর, সন্ধ্যা ৭.০০ বন্ধন, রাত ১০.০০ লে হালুয়া লে

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ রাখীপূর্ণিমা, বিকেল ৪.০০ আনন্দ আশ্রম, সন্ধ্যা ৭.১০ কেলোর কীর্তি, রাত ১০.২০ সহজপাঠের গপ্পো

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সব্যসাচী

জলসা মুভিজে রাত ১০.২০ মিনিটে **সহজপাঠের গপ্পো**

মম দুপুর ২.২৪ মিনিটে **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে**

অতীতের স্মৃতি কি ফিরে পাবে গৌরী? **হরগৌরী পাইস হোটেল-** ১ ঘণ্টার মহাপর্ব রাত ১০টায় **স্টার জলসায়**

ক্যারাটেতে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৮ অগাস্ট : 'মেয়েকে আত্মরক্ষার পাঠ শেখান। রুটি গোল বানাতে পরে শেখালেও চলবে।' আরজি কর কাণ্ডের প্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এধরনের মন্তব্যে ছেয়ে গিয়েছে। বারবার উঠে আসছে মহিলাদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা। সেই কথা মাথায় রেখেই এবার ক্যারাটের প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করল পানিঝোরা গ্রামের সোনিয়া মারাক, অমৃতা মারাকরা।

এই পানিঝোরার আরেকটি পরিচয়ও রয়েছে। এ রাজ্যের মধ্যে প্রথম বক্সা পাহাড়ের এই গ্রামটিকেই গড়ে তোলা হচ্ছে বইগ্রাম হিসেবে। নারী সুরক্ষা নিয়ে বর্তমানে রাজ্যজুড়ে চলছে অসন্তোষ। ঘরের মেয়ের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে পথে নেমেছেন রাজ্যবাসী। এই আবহে পানিঝোরায় আপনকথা নামক একটি সংগঠনের উদ্যোগে রবিবার থেকে শুরু হয়েছে এই ক্যারাটে প্রশিক্ষণের পাঠ। আয়োজক সংস্থার পার্থ সাহা জানান, প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে তাদের আত্মরক্ষার প্রাথমিক পাঠের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মেয়েদের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ পানিঝোরায়। রবিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

পানিঝোরার সোনিয়া মারাক, অমৃতা মারাক, দীপিকা ওরাওঁ, রিয়া মারাকরা আত্মরক্ষার পাঠ নিতে শুরু করেছে। ক্যারাটে প্রশিক্ষক সপ্তপর্ণী চক্রবর্তীর কথায়, 'গ্রামের মেয়েরা বিয়ার হাগ, চোক হোল্ড, স্ট্রিট ফাইট সহ থ্রেট সিচুয়েশনে কীভাবে নিজেদের বাঁচাবে তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।'

রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতন বেড়ে চলায় অনেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। ভয়ে বাড়ির বাইরে বেরোতে দু'বার ভাবছেন কেউ কেউ। সেই ভয়কে জয় করতে সবার প্রথমে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে শিখতে হবে। তাই শুধু বইপড়া নয়। এর সঙ্গে গ্রামের মেয়েদের মানসিক ও শারীরিকভাবে শক্তিশালী করতে প্রয়োজন আত্মরক্ষার কৌশল আয়ত্ত করা। আর তাহলেই ঘৃণ্যতম ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। সেই কথা মাথায় রেখে পানিঝরাতে মেয়েরা প্রতি মাসে ২ দিন সেলফ ডিফেন্স শিখবে।

দশম শ্রেণির পড়ুয়া সোনিয়ার কথায়, 'সেলফ ডিফেন্স শেখাটা খুবই জরুরি। পথে বিপদে পড়লে নিজেদের রক্ষা করতে পারব।' একই কথা বলেছে অমৃতাও। তার কথায়, 'রাজ্যজুড়ে মেয়েরা যেভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। সেটা খুবই দুঃখজনক। তাই এদিন থেকে সেলফ ডিফেন্সের নানা টেকনিক শেখা শুরু করলাম।'

মেয়েদের এই আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণকে সাধুবাদ জানিয়েছে অভিভাবক মহল। পারুল মিঞ্জ, রাখি ছেত্রী বলেন, মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। আমরা চাই এলাকার সকল মেয়ের এই কৌশল শিখে নেওয়া উচিত।

কী শিখবে মেয়েরা

- বিয়ার হাগ
- চোক হোল্ড
- স্ট্রিট ফাইট
- থ্রেট সিচুয়েশন হ্যান্ডেল

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু অর্থ ধার করতে হবে। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা মিটবে। **বৃষ :** অতিরিক্ত চাইতে যাবেন না। কোনও চেনা ব্যক্তি আপনাকে কৌশলে ঠকাতে পারে। **মিথুন :** দূরের কোনও প্রিয়জনের সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় দুর্ভোগ। **কর্কট :** আজ দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ হবে। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। **সিংহ :** অফিসের কোনও জটিল কাজ সম্পূর্ণ করে প্রশংসা পাবেন। সর্দি, জ্বরে ভোগান্তি। **কন্যা :** বিদেশে যাওয়ার জটিলতা কাটায় আনন্দ। নতুন ব্যবসা আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত। **তুলা :** ছেলের পরীক্ষার ফলে বড় সাফল্য আসায় আনন্দ। পাওনা আদায় হবে। **বৃশ্চিক :** ভাইয়ের সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে মনোমালিন্য। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝবেন। **ধনু :** বাড়ি সংস্কারে নেমে পড়শির সঙ্গে বিবাদ। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে তৃপ্তি। **মকর :** শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠা থাকবে। প্রেমের সঙ্গীকে আজ ভুল বুঝতে পারেন। **কুম্ভ :** নতুন অফিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। চোখের অসুখে দুর্ভোগ। **মীন :** পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। সংসারে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২ ভাদ্র, ১৪৩১, ভাঃ ২৮ শ্রাবণ, ১৯ অগাস্ট ২০২৪, ২ ভাদ্, সংবৎ ১৫ শ্রাবণ সুদি, ১৪ শফর। সূঃ উঃ ৫।১৭, অঃ ৬।৫। সোমবার, পূর্ণিমা রাত্রি ১২।৪৪। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ৯।৩। সৌভাগ্যযোগ প্রাতঃ ৬।৫ পরে শোভনযোগ রাত্রি ৩।২৮। বিষ্টিকরণ দিবা ১।৪০ গতে ববকরণ রাত্রি ১২।৪৪ গতে বালবকরণ। জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৯।৩ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৮।২৭ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-বায়ুকোণে, রাত্রি ১২।৪৪ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৬।৫৩ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ২।৫৩ গতে ৪।২৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৭ গতে ১১।৪১ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৯।৮ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, রাত্রি ১২।৪৪ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ১২।২৮ গতে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) সাধভক্ষণ নামকরণ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। (অতিরিক্ত বিবাহ-সন্ধ্যা ৬।৫ গতে রাত্রি ৭।৩১ মধ্যে কুম্ভলগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্বিবাহ)। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রাবণী পূর্ণিমার উপবাস ও নিশিপালন। পার্বণশ্রাদ্ধ। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। পূর্বাহ্ন ৯।৩৩ মধ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের গন্ধর্বানুষ্ঠিত ঝুলনযাত্রা সমাপন। রাত্রিতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রাদিদেববিহিত ঝুলনযাত্রা সমাপন। প্রদোষে সন্ধ্যা ৬।৫ গতে রাত্রি ৭।৪১ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। পূর্বাহ্ন মধ্যে রাখীবন্ধন ও গোস্বামিমতে ঋষিতর্পণ। গোস্বামিমতে শ্রীশ্রীবলদেবের জন্ম ও জলযাত্রা এবং পূজা। রাত্রি ১২।৪৪ মধ্যে শ্রাবণীপূর্ণিমা বিহিত স্নানদানাদি। রাখীপূর্ণিমা, সৌভাগ্য পূর্ণিমা, ঝুলন পূর্ণিমা। শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ঝুলনযাত্রা সমাপন। দেওঘরে বৈদ্যনাথধামে ও শ্রীশ্রীতারকেশ্বরধামে শ্রাবণী মেলার সমাপ্তি। শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীশ্রী (১০৮) স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের আবির্ভাব উৎসব। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১১।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৯ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।১০ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।১৪ গতে ৪।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নির্যাতিতার ন্যায়বিচার চেয়ে পথে সব রাজনৈতিক দল ● মহিলা চিকিৎসকদের সুরক্ষায় গুচ্ছ নির্দেশ রাজ্যের

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইল বামেরা

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার বিকেলে শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করল বিভিন্ন বামপন্থী গণসংগঠন। মিছিল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তোলা হয়েছে। এদিন বাঘা যতীন পার্ক থেকে মিছিল শুরু হয়। অংশ নেন ডিওয়াইএফআই, এসএফআই, এবিটিএ, মহিলা সমিতি এবং সিটু'র নেতা-কর্মীরা। হিলকার্ট রোড হয়ে মহাত্মা গান্ধি মোড়ে গিয়ে শেষ হয় মিছিল।

সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকার প্রমুখ উপস্থিত থাকলেও মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। আঁটোসাঁটো পুলিশ প্রহরার মধ্যে দিয়ে মিছিল যখন হাসমি চক পার করছে, তখন দেখা যায় সেখানে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। যদিও হাসমি চকে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন থাকায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

এসএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক অঙ্কিত দে বলেন, 'ধর্ষক ও খুনিদের আড়াল করার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। সেই চক্রান্ত আমরা বানচাল করব। পুলিশ আমাদের আন্দোলনকে আটকানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু রাজ্যজুড়ে এই লড়াই চলবে।'

মিছিলে এসেছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি জানাচ্ছি। গোটা দেশ আরজি কর হাসপাতালের পাশবিক ঘটনায় গর্জে উঠেছে।' এদিন মিছিলে সিপিএম নেতা মুন্সি নুরুল ইসলাম, শরদিন্দু চক্রবর্তী, দিলীপ সিং সহ অনেক বাম নেতাকে দেখা গিয়েছে।

ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার তৃণমূল

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৮ অগাস্ট : তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার মতোই শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকা এবং উত্তর দিনাজপুরে এই কর্মসূচি পালন করে শাসকদল।

এদিন দলের খড়িবাড়ি ব্লক কমিটির তরফে ভারত-নেপাল সীমান্তে পানিট্যাঙ্কি বাজারে সভা মঞ্চ তৈরি করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। মঞ্চ থেকে সিবিআই তদন্ত দ্রুত শেষ করে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি ওঠে। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলে, জানিয়েছেন শাসকদলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ।

তৃণমূলের নকশালবাড়ি ব্লক-২'এর নেতা-কর্মীরা পানিঘাটা মোড় সংলগ্ন এলাকায় একই দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ রায়, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সহ অন্যরা। বাগডোগরার বিহার মোড়ে নকশালবাড়ি ব্লক-১ কমিটির তরফে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তোলা হয়েছে। বিক্ষোভের মঞ্চ থেকে ন্যায়বিচারের দাবি জানানোর পাশাপাশি বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগও তোলা হয়। বক্তব্য রাখেন তৃণমূলের নকশালবাড়ি ব্লক-১' এর সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী, প্রবীর রায় ছাড়াও তিন অঞ্চলের সভাপতিরা। সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলে।

ফাঁসিদেওয়া থানা মোড়ে শাসকদলের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ১ ব্লক কমিটি এবং বিধাননগর বাজারে ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে অবস্থান বিক্ষোভ চলে। দলের স্থানীয় নেতৃত্ব জানিয়েছেন, আরজি করের ঘটনায় দোষীদের ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে। ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ১ ব্লক সভাপতি মহম্মদ আখতার আলি, মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আইনুল হকরা ছিলেন সেখানে।

ফাঁসিদেওয়া থানা মোড়ে বিক্ষোভ।

বিধাননগরে প্রতিবাদে পরিবেশিত হয় একটি পথনাটক। ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ ব্লক সভাপতি কাজল ঘোষ, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ ব্লক সভাপতি শীতম পাল সহ অন্যরা সেখানে উপস্থিত হন।

ইসলামপুর টার্মিনাসে বিক্ষোভ অবস্থানে শামিল হন তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুরের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন, জেলা যুব সভাপতি কৌশিক গুন এবং ইসলামপুর টাউন তৃণমূল সভাপতি গঙ্গেশ দে সরকার সহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব। শহরে বিধায়ক করিম চৌধুরীর নেতৃত্বে আরেকটি মিছিল হয়। চোপড়া বিডিও অফিস চত্বরে মঞ্চ বেঁধে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ব্লক নেতাদের পাশাপাশি বিধায়ক হামিদুল রহমানও উপস্থিত হয়েছিলেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চের সামনে পথনাটক। হাসমি চকে রবিবার। ছবি : সূত্রধর

বিক্ষোভ-মঞ্চে গৌতমের গান

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : আরজি করের ঘটনায় দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং ফাঁসির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল তৃণমূল কংগ্রেসের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটিও। তিনটি শহর কমিটির তরফে এই আয়োজন করা হয়। সেখানে বক্তারা তরুণী চিকিৎসকের হত্যায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে ফাঁসির দাবি জানানোর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে মহিলাদের উপর নির্যাতন হচ্ছে, সেই প্রসঙ্গও টানেন। তিনটি বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নিলেও ভাষণ দেননি গৌতম দেব। 'উই শ্যাল ওভারকাম...' গেয়ে মঞ্চ ছেড়েছেন মেয়র।

রাজ্যজুড়ে এদিন শাসকদল অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছিল। শিলিগুড়ির শহর ব্লক-১'এর জংশনে, শহর ব্লক-২'এর ভেনাস মোড়ে এবং শহর ব্লক-৩'এর কর্মসূচি পালিত হয় সেবক রোডের ইসকন মোড় এলাকায়। তিনটি জায়গাতেই নেতা-নেত্রীরা মঞ্চ বেঁধে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছিলেন।

সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী

> রাজ্য পুলিশ খুব ভালোভাবেই তদন্ত করছিল। রাজ্য পুলিশের হাতে মামলা থাকলে হয়তো রবিবারের মধ্যেই কিনারা হয়ে যেত। কিন্তু সিবিআই তদন্তভার পাওয়ার পর কেটে গিয়েছে কয়েকদিন। নতুন কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।
>
> **পাপিয়া ঘোষ** *তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী*

পাপিয়া ঘোষ দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে ফাঁসির দাবিতে সরব হন। পাশাপাশি তিনি আন্দোলনরত চিকিৎসকদের উপরে চাপ বাড়ানোরও কৌশল নিয়েছিলেন। পাপিয়ার কথায়, 'হাসপাতালগুলিতে মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন না। অনেক জায়গায় চিকিৎসার অভাবে মানুষ মারা গিয়েছেন বলে আমাদের কাছে খবর রয়েছে। আমরা চাই চিকিৎসকরা নিজেদের কর্তব্য পালন করুন। নিজের কাজে ফিরুন।'

পাপিয়ার দাবি, 'রাজ্য পুলিশ খুব ভালোভাবেই তদন্ত করছিল। তদন্ত শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই একজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। রাজ্য পুলিশের হাতে মামলা থাকলে হয়তো রবিবারের মধ্যেই কিনারা হয়ে যেত। কিন্তু সিবিআই তদন্তভার পাওয়ার পর কেটে গিয়েছে কয়েকদিন। এখনও নতুন আর কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। সিবিআই এর আগেও একাধিক মামলার দায়িত্ব পেয়েছে। কয়টা মামলার নিষ্পত্তি করেছে?'

অবস্থান বিক্ষোভগুলিতে গৌতম দেব, দলের জেলা চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী, মুখপাত্র বেদব্রত দত্ত, রামভজন মাহাতো, মানিক দে, দুলাল দত্ত সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

রাতে একা ডিউটি নয়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : রাতে হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকদের ডিউটি দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয় মাথায় রাখার নির্দেশ দিল স্বাস্থ্য দপ্তর। প্রতিটি বিভাগে পুরুষ এবং মহিলা চিকিৎসকের অনুপাত যাতে ঠিক থাকে, সেদিকে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ওয়ার্ডে ডক্টরস রুম, উপযুক্ত শৌচালয় রয়েছে কি না ডিউটি দেওয়ার আগে সেটাও দেখতে হবে। রবিবার রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। সেখানেই তিনি এই নির্দেশ দিয়েছেন।

সিনিয়ার, জুনিয়ার ডাক্তারদের পালা করে দিনরাত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সহ বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ডিউটি করতে হয়। মেডিকেলে মেডিসিন, প্রসূতি, অর্থোপেডিক, চক্ষু, ইএনটি, পেডিয়াট্রিক সহ বিভিন্ন বিভাগে পৃথক ডিউটি রোস্টার তৈরি হয়। সেখানে দিন এবং রাতে কোন দিন কারা ডিউটি করবেন, তা নির্দিষ্ট করা থাকে। কিন্তু আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার রাতে তরুণী চিকিৎসক অন্য পুরুষ চিকিৎসকদের সঙ্গে চেস্ট মেডিসিন বিভাগে ডিউটিতে ছিলেন। পরে তিনি একাই সেমিনার রুমে ঘুমোতে যান বলে পুলিশের দাবি। চিকিৎসক মহল মনে করছে, একাধিক মহিলা চিকিৎসক একসঙ্গে থাকলে হয়তো এই ঘটনা আটকানো যেত।

এদিকে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও রাতে ডিউটির ক্ষেত্রে সবসময় যে মহিলা এবং পুরুষ চিকিৎসকদের সমানুপাতে ডিউটি দেওয়া হয় তেমনটা নয়। অন্য হাসপাতালের মতো এখানেও চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। ডিউটি রোস্টার তৈরি হয় চিকিৎসকের সংখ্যা দেখেই। অনেক সময়েই পুরুষ-মহিলা সমানুপাতে ডিউটি দেওয়া সম্ভব হয় না বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর।

এই অবস্থায় রবিবার সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য ভবন থেকে রাজ্যের প্রতিটি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এবং হাসপাতালের সুপারের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব। বৈঠকে রাজ্য সরকারের নতুন প্রকল্প 'রাত্তিরের সাথী' নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কোন হাসপাতালের কী প্রয়োজন, সেসব জেনে নেন স্বাস্থ্যসচিব। এরপরই তিনি রাতে মহিলা চিকিৎসকদের ডিউটি দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি নিয়ম মানার নির্দেশ দিয়েছেন।

নিরাপত্তার স্বার্থে

- প্রতিটি বিভাগে পুরুষ এবং মহিলা চিকিৎসকের অনুপাত ঠিক রাখতে নজর
- ওয়ার্ডে ডক্টরস রুম, উপযুক্ত শৌচালয় রয়েছে কি না, ডিউটি দেওয়ার আগে দেখতে হবে
- কোনও বিভাগে অনুপাত না মিললে সেই রাতে মহিলা চিকিৎসককে ডিউটি নয়
- 'রাত্তিরের সাথী' প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কোন হাসপাতালের কী প্রয়োজন, সেসব জেনে নেন স্বাস্থ্যসচিব

একজন মহিলাকে কোনও বিভাগে রাতে ডিউটি দেওয়া যাবে না। পুরুষ ও মহিলা চিকিৎসকদের সমানুপাতে ডিউটি দিতে হবে। কোনও বিভাগে অনুপাত না মিললে সেই রাতে মহিলা চিকিৎসককে ডিউটি দেওয়া যাবে না। যে সমস্ত বিভাগে চিকিৎসকদের জন্য পৃথক কক্ষ, শৌচালয় নেই, সেখানে দ্রুত ব্যবস্থা করার নির্দেশ। কোনও বিভাগে এই সমস্যা থাকলে সেখানে রাতে মহিলা চিকিৎসক, তিনি সিনিয়ার হোন বা পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি) অথবা ইন্টার্ন, রাতে ডিউটি দেওয়া যাবে না।

দোষীদের শাস্তির দাবিতে বামফ্রন্টের মিছিল। হিলকার্ট রোডে রবিবার। ছবি : সূত্রধর

সড়কের বেহাল দশা, মুখ ঢেকে যায় ধুলোয়

চোপড়া, ১৮ অগাস্ট : ধুলোয় ঢাকছে জাতীয় সড়কের দু'পাশের দোকানপাট আর ঘরবাড়ি। অতিষ্ঠ চোপড়াবাসী। স্থানীয়দের অভিযোগ, বর্ষায় জাতীয় সড়কের একাধিক অংশে পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছে। যার ফলে এই দশা। সম্প্রতি বালি-পাথর দিয়ে গর্তগুলো ভরাট করা হয়। এখন রাত-দিন সেই ধুলো উড়ছে।

বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি ঠিক থাকে। অন্যসময় গাড়ি চলাচল করলেই সমস্যা বাড়ে। ডোক ব্রিজ লাগোয়া সুভাষনগর থেকে চোপড়া বিডিও অফিস পর্যন্ত এই পরিস্থিতি। সড়কের দু'পাশে বসবাসকারীরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন।

সুভাষনগরের বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী বিকাশ অধিকারীর কথায়, 'জাতীয় সড়কের গর্ত ভরাটের জন্য কয়েকদিন আগে শুধু বালি-পাথর ফেলা হয়েছে। সমস্যা বাড়ছে ধুলোর কারণে। এলাকায় শিশু এবং প্রবীণদের নানা অসুখ দেখা দিচ্ছে।' জাতীয় সড়কে দুই পাশের ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, 'গাড়ির চাকায় লেগে পাথর ছিটকে জখম হচ্ছেন অনেকেই।'

সোনাপুর মহানন্দা ব্রিজ থেকে চোপড়ার দলুয়া পর্যন্ত রাস্তার ধারে বিভিন্ন জায়গায় কোথাও ব্যবসায়ীরা, কোথাও আবার স্থানীয়দের একাংশ বালি স্তূপ করে

চোপড়া

রাখার কারণেও একই সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের কথায়, কয়েকদিন আগে পর্যন্ত জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গা খানাখন্দে ভরে যায়। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ আপাতত শুধু বালি-পাথর ফেলে দায় সেরেছে।

সেই অবস্থায় এখন রাস্তায় গাড়ি চললেই ধুলোয় ভরে যাচ্ছে গোটা এলাকা।

চোপড়া বাসস্টপ সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী ইরশাদ আলমের কথায়, 'আমরা দিনভর থাকছি এখানে। বুঝতে পারছি, মানুষের কত কষ্ট হচ্ছে। রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে ফুটপাথে চলাচল করতে হয়।' আব্দুর রজ্জাক নামে এক পড়ুয়া বলছিল, 'এখন তো মাস্ক ছাড়া চলাই বিপদ।'

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান অবশ্য দাবি করেছেন, 'জাতীয় সড়কে কমবেশি ধুলো থাকবে, সেটা স্বাভাবিক। তবে বর্তমানে যে পরিস্থিতি, তাতে বাসস্টপ এলাকায় ধুলোর ঠেলায় মানুষ যাতায়াত করতেই ভয় পাচ্ছেন।' বিডিও সমীর মণ্ডল এপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন, সড়ক মেরামত শুরু হয়েছে। আশা করা যায়, খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটবে।

লরি চুরিতে ধৃত ২

ফাঁসিদেওয়া, ১৮ অগাস্ট : লিউসিপাকরি বাজার থেকে আলুবোঝাই লরি চুরির ঘটনায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃত তাপস বর্মন এবং কৃষ্ণা বর্মন খড়িবাড়ির বাসিন্দা। রবিবার পুলিশ অভিযুক্তদের অধিকারী বাসস্ট্যান্ড থেকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গিয়েছে, ১৩ অগাস্ট চুরির ঘটনাটি ঘটে। ধৃতদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়। এদিন তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছিল। ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। যদিও এখনও পর্যন্ত চুরি যাওয়া লরি উদ্ধার হয়নি। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

কাহাটায় নতুন ট্রান্সফর্মার

ইসলামপুর, ১৮ অগাস্ট : রবিবার চাকুলিয়া ব্লকের কাহাটা এলাকায় আধুনিক পাওয়ার ট্রান্সফর্মার বসাল বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। ইসলামপুর ডিভিশনের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার সমীর চৌধুরী জানালেন, আগে ওই এলাকায় কম ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফর্মার ছিল। এদিন তার দ্বিগুণ ক্ষমতার ট্রান্সফর্মার বসানো হয়েছে। এরফলে ১২ হাজার গ্রাহক উপকৃত হবেন। এই এলাকায় ভোল্টেজ নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যা ছিল। এরপর থেকে সেই সমস্যাও থাকবে না বলেই আশা প্রকাশ করেন তিনি।

আটক তরুণ

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : এক নাবালিকাকে প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠল মাটিগাড়া থানা এলাকায়। নয় বছর বয়সি ওই নাবালিকার বাবার অভিযোগ, 'মেয়ে সন্ধ্যায় দোকানে গিয়েছিল। সেসময় এক তরুণ এসে তার হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাকে চকোলেট, মিষ্টি খাওয়ানোর প্রলোভন দেখায়।' অভিযুক্তকে আটক করেন স্থানীয়রাই। পরে মাটিগাড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাকে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

রক্তদান শিবির

বাগডোগরা, ১৮ অগাস্ট : রবিবার শিবমন্দির মেডিকেল মোড়ে একটি ওষুধের দোকানের উদ্যোগে রক্তদান ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবির থেকে ২৫ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত রক্ত শিলিগুড়ি তরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়। এছাড়াও মোট ১৭০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে এদিন।

গ্রেপ্তার চার মদ্যপ

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : ফের সেবক রোডে মদ্যপদের দৌরাত্ম্য। অভিযুক্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। পরে অবশ্য তাদের পিআর বন্ডে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে সেবক রোডে একটি বারের সামনে আচমকা মদ্যপদের মধ্যে বচসা শুরু হয়েছিল। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ভক্তিনগর থানার পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে ওই চারজনকে।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাসে সেবক রোডে পাব-বারকে কেন্দ্র করে রাস্তায় মদ্যপদের ঝামেলার একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। ভাঙচুর হয়েছে গাড়িও। ফের ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করল। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বললেন, 'যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকে নজর রয়েছে আমাদের।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা বেবি দত্ত - কে 22.06.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 96L 49816 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে আমাদের এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার পথ দেখিয়েছে। প্রতিটি মানুষের জীবনে অর্থিক স্থিতিশীলতাই হল আসল শক্তি যা আমাদের জীবনকে আরও মসৃণ এবং অর্থবহ করে তোলে। ডিয়ার লটারি সর্বত্র বেশ কিছু সংখ্যক কোটিপতি তৈরী করার জন্য সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে ইউনিয়ন

রাজ্যে প্রথম জলপাইগুড়িতে

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : রাজ্যের শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের হাত ধরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আসতে চলেছেন। নতুন ইউনিয়ন তৈরির প্রস্তুতিতে শনিবার বেলাকোবায় এক সভায় রাজগঞ্জ এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার সংঘ ও মহাসংঘের নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যে এই প্রথম এমন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর আগে জলপাইগুড়ি জেলা থেকেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ব্লক লেভেল ট্রেনার(বিএলটি)-দের ইউনিয়ন তৈরি হয়েছিল, যা পরে রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি তপন দে বলেন, 'অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের শ্রমিক, স্কুলের রাঁধুনি সহ অনেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাননি। ইউনিয়নে থাকলে, এই সমস্ত সুবিধা পেতে তাঁদের সুবিধা হবে।'

তবে বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে সমালোচনাও শুরু হয়েছে। বিজেপির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'জোর করে মিছিলে লোক নিয়ে যাওয়ার জন্য ইউনিয়ন তৈরি করা হচ্ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের এভাবে রাজনীতিতে আনা যায় না।'

সিপিএমের শাখা সংগঠন মহিলা সমিতিও নিন্দা করেছে। সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক রিনা সরকারের বক্তব্য, 'স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের আগেও জোর করে মিটিং, মিছিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' যদিও বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের শ্রমিক নেতা তপনের যুক্তি, 'গ্রামবাংলার মা-বোনেরা মনে করেন স্বনির্ভর গোষ্ঠী মানে শুধু ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া এবং পরিশোধ করা। এর বাইরেও আরও অনেক সামাজিক পরিষেবা তাঁরা পেতে পারেন।'

রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপালি দে সরকার বলেন, 'ইউনিয়নের সদস্যদের থেকে খুব সামান্য চাঁদা নেওয়া হবে। তা দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি হবে। এছাড়া সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন কাজে বিনিয়োগ করে গোষ্ঠীর সদস্যদের পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।'

শনিবারের সভায় রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, তৃণমূল নেত্রী সবাণী ধাড়া, লতিকা রায় প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন।

ইউনিয়ন তৈরির প্রস্তুতি সভায় তৃণমূল নেতৃত্ব। বেলাকোবায়।

> অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের শ্রমিক, স্কুলের রাঁধুনি সহ অনেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাননি। ইউনিয়নে থাকলে, এই সমস্ত সুবিধা পেতে তাঁদের সুবিধা হবে।
>
> **তপন দে**
> আইএনটিটিইউসি'র জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি

আজ রাখিপূর্ণিমা। বিধান মার্কেটে রাখি দেখছেন এক ক্রেতা। ছবি : সূত্রধর

নাবালিকা হাসপাতালেই

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : ফুলবাড়িতে গণধর্ষণে নির্যাতিতা নাবালিকার শারীরিক অবস্থা এখন আগের চেয়ে ভালো। রবিবার তার দিদি বলেন, 'হাসপাতালে বোনের বেশকিছু শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে। তবে এখনও রিপোর্ট পাইনি।' রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে নাবালিকার পরিবার।

ওই ঘটনায় এ পর্যন্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আদালতের নির্দেশে একজনকে হেপাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বাকি তিনজন নাবালক বলে তাদের জলপাইগুড়ির একটি হোমে রাখা হয়েছে।

বেহাল বহুতলের ছাদে হোর্ডিং

দুর্ঘটনার আশঙ্কা শহরে, পুরনিগমের কাছে পদক্ষেপ দাবি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : শ্যাওলা আর আগাছায় ভরে গিয়েছে দোতলা বাড়িটি। বাড়ির দেওয়াল বেয়ে উঠেছে বড় বড় গাছ। কার্যত পরিত্যক্ত বাড়িতে কেউ বসবাস না করলেও নীচতলায় রয়েছে ছোট একটি গোডাউন। শহরের একেবারে মাঝামাঝি এলাকায় থাকা সংশ্লিষ্ট বাড়িটি শেষ কবে সংস্কার করা হয়েছিল তা আশপাশের কেউ সেভাবে মনে করে বলতে পারছেন না। বাড়ির স্বাস্থ্য যে ভালো নয়, সেই কথাই জানাচ্ছেন এলাকাবাসী। কিন্তু সেই বাড়ির ছাদেই বিরাট লোহার কাঠামো তৈরি করা হয়েছে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংয়ের জন্য ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

উড়ালপুল হয়ে হাসমি চকের দিকে নামার সময় হাতের বাঁ দিকে আলুপট্টিতে এমনটাই দেখা যাচ্ছে। বেহাল বাড়ির ছাদে ভারী ভারী হোর্ডিং থাকলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। শিলিগুড়ি শহরে এমন অনেক বহুতলের ছাদেই হোর্ডিং লাগানোর জন্য ভারী লোহার কাঠামো তৈরি করা রয়েছে। আলুপট্টির দোতলা বিল্ডিংটি বহু পুরোনো, বলছেন স্থানীয়রা। তাঁদের একাংশের কথায়, 'বিজ্ঞাপন লাগানোর জন্য ব্যবহৃত লোহার কাঠামোগুলির ওজন কয়েকশো কেজি। কার্যত পরিত্যক্ত এমন বহুতলের ওপর ভারী কাঠামো থাকলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে যায়। বিশেষ করে ভূমিকম্প কিংবা ঝড়ে এগুলি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণে যেখানে হোর্ডিং লাগানো হচ্ছে, সেই বহুতলগুলোর স্বাস্থ্য যাচাই করে নেওয়া উচিত।'

> এমন বিল্ডিং থেকে থাকলে সেখানে হোর্ডিং লাগানো কতটা নিরাপদ, সেটা আমরা দেখব। এরকম বহুতলে হোর্ডিং লাগানোর অনুমতি কবে দেওয়া হয়েছিল, সেটাও দেখার বিষয়। যে এজেন্সির মাধ্যমে হোর্ডিং দেওয়া হচ্ছে, তাদের সঙ্গেও আমাদের কর্মীরা কথা বলবেন।
>
> **রাজেশপ্রসাদ শা** মেয়র পারিষদ, শিলিগুড়ি পুরনিগম

শুধু আলুপট্টি নয়, খালপাড়া ও মহাবীরস্থান এলাকায় এমন বেশ কিছু বহুতল রয়েছে, যেগুলির স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ রাজেশপ্রসাদ শা বলছেন, 'এমন বিল্ডিং থেকে থাকলে সেখানে হোর্ডিং লাগানো কতটা নিরাপদ, সেটা আমরা দেখব। এরকম বহুতলে হোর্ডিং লাগানোর অনুমতি কবে দেওয়া হয়েছিল, সেটাও দেখার বিষয়। যে এজেন্সির মাধ্যমে হোর্ডিং দেওয়া হচ্ছে, তাদের সঙ্গেও আমাদের কর্মীরা কথা বলবে।'

শহরের বিভিন্ন অংশে লাগানো বেআইনি হোর্ডিংয়ের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি পুরনিগম পদক্ষেপ করছে। হকার্স কর্নার ও নিবেদিতা মার্কেটের ওপর অবৈধভাবে লাগানো সমস্ত হোর্ডিংয়ের কাঠামো পুরকর্মীরা খুলে দিয়েছেন। সেখানে বহুতলের ছাদ থেকে হোর্ডিং খোলার বিষয়ে পুরনিগম কী করে, সেটাই দেখার।

আলুপট্টির এই বেহাল বহুতলে হোর্ডিং ঘিরে বিতর্ক দানা বাঁধছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অপরূপ।। গুলমাকে ক্যামেরাবন্দি করেছেন শীতলকুচির বিধান বর্মন।

মাটিকুন্ডায় রাস্তা নির্মাণ থমকে

টেন্ডার হলেও কাজ শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৮ অগাস্ট : প্রায় এক বছর আগে টেন্ডার হলেও আজও শুরু হয়নি রাস্তার কাজ। ইসলামপুর থেকে মাটিকুন্ডা পর্যন্ত ওই রাস্তাটির বেহাল দশার কারণে ভোগান্তির শেষ নেই স্থানীয় বাসিন্দাদের। এর জেরে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। নতুন করে রাস্তা নির্মাণের দাবিতে রবিবার মাটিকুন্ডা বাজারে মিছিল করেন গ্রামবাসীরা। 'সরকারি আধিকারিক এবং স্থানীয় নেতাদের সন্ধান চাই' এমন পোস্টার বানিয়ে এদিন মিছিল করেন তাঁরা। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। বাসিন্দাদের হুঁশিয়ারি, দ্রুত কাজ শুরু না হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। তবে পূর্ত দপ্তরের আশ্বাস, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি কাজ শুরু হতে পারে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আট বছর বেহাল হয়ে পড়েছিল ইসলামপুর থেকে পাটাগোড়া পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার রাস্তা। প্রায় এক বছর আগে দুই ভাগে কাজের টেন্ডার হয়। পাটাগোড়া থেকে তেলকানি পর্যন্ত সাড়ে ৬ কিলোমিটার রাস্তার কাজ প্রায় শেষ। কিন্তু মাটিকুন্ডা থেকে ইসলামপুর পর্যন্ত সাড়ে ৭ কিলোমিটার রাস্তার কাজ আজও শুরু হয়নি। সেটি বড় বড় গর্তে ভরে গিয়েছে। যার জেরে প্রায় প্রতিদিনই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। টেন্ডার হলেও আজও কাজ শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ জমছে এলাকায়। দ্রুত রাস্তা নির্মাণের দাবিতে এদিন মাটিকুন্ডায় মিছিল করেন বাসিন্দারা।

> মাটিকুন্ডা-ইসলামপুর রাস্তা বেহাল। বাসে চেপে স্কুল পড়ুয়ারা এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন ইসলামপুরে যায়। যা পরিস্থিতি যে কোনও সময় বাস উলটে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রায়ই এই রাস্তায় চলতে গিয়ে উলটে যাচ্ছে টোটো। আমরা এই ভোগান্তি থেকে মুক্তি চাই।
>
> **সাদ্দাম হোসেন** বাসিন্দা

সাদ্দাম হোসেন নামে এক আন্দোলনকারী বললেন, 'মাটিকুন্ডা-ইসলামপুর রাস্তা বেহাল। বাসে চেপে স্কুল পড়ুয়ারা এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন ইসলামপুরে যায়। যা পরিস্থিতি যে কোনও সময় বাস উলটে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রায়ই এই রাস্তায় চলতে গিয়ে উলটে যাচ্ছে টোটো। আমরা এই ভোগান্তি থেকে মুক্তি চাই।' স্থানীয় বাসিন্দা শেখ শাহজাহানের কথায়, 'আট বছর ধরে রাস্তাটির শোচনীয় অবস্থা। এক বছর আগে টেন্ডার হওয়া সত্ত্বেও কাজ শুরু হয়নি। কী কারণে কাজ বন্ধ রয়েছে, তা জানা নেই। এখন শুধু মেরামত হচ্ছে। কিন্তু আমরা সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই।' এবিষয়ে পূর্ত দপ্তরের (রোডস) অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সোমনাথ ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'এই সাড়ে ৭ কিলোমিটার রাস্তার কাজের টেন্ডার হয়ে থাকলেও বর্ষার কারণে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হচ্ছে না। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে কাজ শুরু করা হবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঝেমধ্যে মেরামত করা হচ্ছে।'

সরকারি অনুমতি আছে কি না, প্রশ্ন উঠছে

বিজনবাড়িতে স্কাইওয়াক ও সেতু

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : সিংতাম চা বাগানের সঙ্গে বিজনবাড়ির সড়ক যোগাযোগের জন্য নতুন সেতু তৈরি করে দিলেন অজয় এডওয়ার্ড। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর সদস্য অজয়ের দাবি, 'এডওয়ার্ড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বলোয়াবাস খোলার উপরে নির্মিত হয়েছে সেতু এবং স্কাইওয়াকটি যার ফলে সিংতাম, চুংথুংয়ের সঙ্গে বিজনবাড়ি এবং দার্জিলিংয়ের সড়ক যোগাযোগ সহজ হবে অনেকটাই।'

যদিও প্রশ্ন উঠছে, বেসরকারি উদ্যোগে তৈরি এই সেতু কিংবা স্কাইওয়াকে দুর্ঘটনা ঘটলে, তার দায় কে নেবে? প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে এগুলোর নির্মাণ হয়েছে কি না, উঠেছে সেই প্রশ্নও। অজয় অবশ্য বলেছেন, 'প্রয়োজনীয় ইঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেই সেতু তৈরি হয়েছে।'

গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মার কথায়, 'এই সেতু এবং স্কাইওয়াক কীভাবে তৈরি হল, জানি না। এখানে কোনওরকম দুর্ঘটনা ঘটলে, তার দায় কে নেবে? আমরা পুরো বিষয়টি দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে জানাচ্ছি। দুর্ঘটনার দায় তো প্রশাসনের উপরেই আসবে। তাই প্রশাসনের তরফে যাতে বিষয়টি দেখে নেওয়া হয়, সেজন্য জানানো হচ্ছে।'

দার্জিলিংয়ের পুলবাজার-বিজনবাড়ি ব্লকের অধীনে সিংতাম চা বাগান এবং চুংথুং চা বাগান। বাগানগুলির অধিকাংশ গ্রামের সঙ্গে দার্জিলিংয়ের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ছিল না। যার ফলে সেখানকার বাসিন্দাদের অনেকটা ঘুরপথে পৌঁছাতে হত দার্জিলিং। সমস্যা মেটাতে বলোয়াবাস খোলার ওপরে একটি সেতু নির্মাণের দাবি ওঠে।

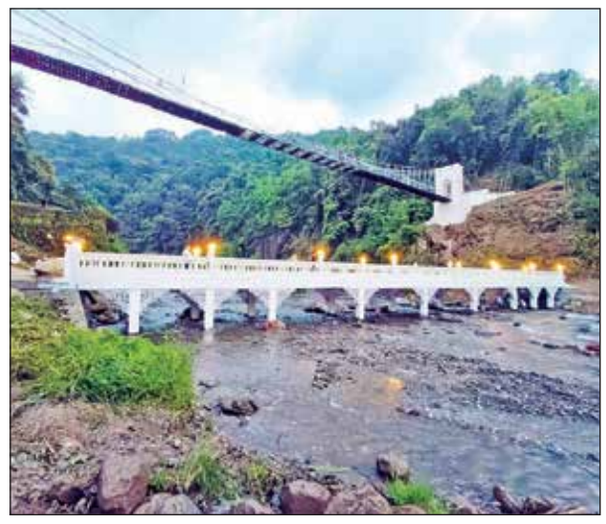

নতুন সেতুতে সিংতামের সঙ্গে জুড়ল দার্জিলিং। ছবি : মৃণাল রানা

নেপথ্য কাহিনী

- সিংতাম ও চুংথুং বাগানের অধিকাংশ গ্রামের সঙ্গে দার্জিলিংয়ের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ছিল না
- অনেকটা ঘুরপথে যাতায়াত করতে হত বাসিন্দাদের
- বলোয়াবাস খোলার ওপরে সেতু নির্মাণের দাবি ওঠে
- জিটিএ ভোটে সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে জয়ী হামরো পার্টির প্রতিনিধি
- সেসময়ই সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত অজয়ের

২০০৪ সালে তৎকালীন সাংসদ এসপি লেপচা সেতু তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন বিজনবাড়ির সিপিএম নেতা কেবি ওয়াত্তার। তবে তৎকালীন দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি) সেই কাজে আগ্রহ না দেখানোয় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন হয়নি।

পরবর্তীতে পাহাড়ে দফায় দফায় আন্দোলনের জেরে কোনও সাংসদ, বিধায়ক বা জিটিএ বোর্ড এব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি। বিগত জিটিএ ভোটে ওই এলাকা থেকে জয়ী হন হামরো পার্টির প্রতিনিধি। সেসময়ই সেখানে সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন দলের সভাপতি অজয়।

মূলত তাঁর উদ্যোগে এডওয়ার্ড ফাউন্ডেশন চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে বলোয়াবাস খোলার উপরে সেতু তৈরির উদ্যোগ নেয়। শুধু সড়কসেতুই নয়, পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে স্কাইওয়াকও তৈরি হয়েছে। রবিবার অজয় এডওয়ার্ডের পাশাপাশি কংগ্রেস নেতা মুনীশ তামাংয়ের উপস্থিতিতে এই প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে।

স্কাইওয়াকে একসঙ্গে ১০ জনের বেশি পর্যটক যাতে না ওঠেন, সেই আবেদন জানিয়েছেন অজয়। তবে সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে তৈরি সেতু এবং স্কাইওয়াকে দুর্ঘটনা ঘটলে, তার দায় কে নেবে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে পাহাড়ে।

অবস্থান বিক্ষোভ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৮ অগাস্ট : আরজি কর মেডিকেল কলেজের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদের কর্মসূচি অনুযায়ী রবিবার ফুলবাড়ি বাজারে অবস্থান বিক্ষোভ করেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। অবস্থান মঞ্চ থেকে দোষীদের শাস্তির দাবি জানানো হয়। শ্রমিক নেতা সুকান্ত কর, দলের ফুলবাড়ি-২ অঞ্চল সভাপতি রবিউল করিম (বকুল) সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, বাগডোগরাতেও এদিন আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মোমবাতি মিছিল হয়েছে। মসজিদপাড়া, এয়ারপোর্ট সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা এর উদ্যোক্তা। পাশাপাশি, সদর চোপড়ায় এদিন রাতে মশাল মিছিল করেন স্থানীয় মহিলারা।

স্বাস্থ্য শিবির

নকশালবাড়ি ও শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : রবিবার নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের মিটিং হলে এই শিবিরের আয়োজন হয়েছিল। এই শিবিরে ১৬৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। অন্যদিকে, কবি সুকান্ত নাগরিক কমিটির ব্যবস্থাপনায় রবিবার পূর্বাচল ক্লাবে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

প্রতিবাদ ঠেকাতে ব্যারিকেড

সৌরভ দেব ও অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : ধর্ষণ করে চিকিৎসককে খুনের ঘটনায় জলপাইগুড়ি ক্রমশই উত্তপ্ত হচ্ছে। শনিবারের পর রবিবারও জলপাইগুড়ি সরজেন্দ্রদেব রায়কত কলাকেন্দ্রে সরকারি গানের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি ওঠে। মিছিল ঢোকার মুহূর্তে এক মহিলা তাঁর মেয়েকে নিয়ে টাউন ক্লাবের ব্যাডমিন্টন কোচিং সেন্টারে ঢুকতে গেলে পুলিশ তাঁকে আটকে দেয়। ওই মহিলা পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়ান।

প্রতিবাদ মিছিলে কোনও দলীয় পতাকা দেখা না গেলেও তাতে জলপাইগুড়ি জেলার কংগ্রেস, সিপিএম ও ফরওয়ার্ড ব্লকের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের দেখা গিয়েছে। মহিলারা সন্ধ্যায় শহরের রাস্তায় একটি প্রতিবাদ মিছিল করেন। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাবের সমর্থকরা আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে একটি মিছিল করেন। মিছিলে শামিল দেবব্রত ভট্টাচার্যের মতো অনেকেই আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সরব হন। চিত্রশিল্পীদের একাংশ ক্যানভাসে ছবি এঁকে শিল্পীরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। চিত্রশিল্পী সুশান্ত ধরের মতো অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহিলাদের একাংশ এদিন দুপুরে শহরের সমাজপাড়ায় শাঁখ বাজিয়ে 'সুরক্ষার শঙ্খনাদ' নামে একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি করেন। যেখানে বিজেপির মহিলা মোর্চার কয়েকজন নেত্রীকে দেখা গিয়েছে। মিছিল যাতে কলাকেন্দ্রে ঢুকতে না পারে তার জন্য টাউন ক্লাবের মোড়ে ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছিল। রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের সামনে থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। যাঁরা মিছিলে শামিল হয়েছিলেন, মোবাইল ফোনের আলো জ্বেলে তাঁদের 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানে মুখরিত হতে দেখা যায়। মিছিলটি দিনবাজার, প্রভাত মোড় হয়ে কদমতলায় শেষ হয়। ২৪ অগাস্ট জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের সামনে থেকে আরও একটি মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে।

অগ্নিকন্যা। একদল পুলিশের সামনে সোচ্চার। রবিবার জলপাইগুড়িতে।

শনিবার কলাকেন্দ্রে সরকারি আয়োজনে গানের অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ জানাতে যাওয়া আটজনকে পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছিল। পরে পুলিশ ওই চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, নাট্যকারদের ছেড়ে দেয়। ওই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এদিন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের জেলা হাসপাতাল বিভাগের সামনে থেকে মিছিলের ডাক দেন। অরাজনৈতিক মিছিল বলে দাবি করা হলেও সেখানে জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত, কাউন্সিলার অম্লান মুন্সি, সিপিএম নেতা জিয়াউর আলম, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা গোবিন্দ রায়কে দেখা গিয়েছে। পুলিশ টাউন ক্লাব মোড়ে মিছিল আটকে দিলে সেখানে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বচসা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে স্লোগানের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সাহিত্যিক সৌভিক কুন্ডা বলেন, 'বর্তমানে আরজি কর নিয়ে রাজ্যের যা পরিস্থিতি তাতে কেউ যন্ত্রণা থেকে হয়তো মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছিলেন। কিন্তু আমাদের দাবি ছিল জলসা নয়, বিচার চাই।' অনুষ্ঠানে শামিল শিল্পী রূপঙ্কর বাগচী বললেন, 'গান গাইতে এসেছিলাম। কেউ প্রতিবাদ করতেই পারেন। তবে আমরাও দোষীদের শাস্তি চাই।'

সরকারি প্রকল্পে প্রতারণার হদিস

ইসলামপুর, ১৮ অগাস্ট : ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসনের তদন্তে কৃষকবন্ধু ডেথ বেনিফিট (কেবিডিবি) প্রকল্পে ৬০ লক্ষেরও বেশি টাকার প্রতারণার হদিস মিলেছে। প্রশাসনের তদন্ত রিপোর্টে ইসলামপুর ব্লকের একাধিক পঞ্চায়েত প্রধানের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি, কৃষি দপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের উপভোক্তাদের অর্থ অনুমোদনের দায়িত্বে থাকা কর্মী-আধিকারিকদের যোগসাজশের বিষয়ও উঠে এসেছে। প্রশাসনের তদন্তে শুধুমাত্র ইসলামপুর ব্লকেই ৬০ লক্ষাধিক টাকার দুর্নীতির বিষয়টি উঠে এসেছে। ফলে প্রশাসনিক কর্তারা মহকুমার অন্যান্য ব্লককেও তদন্তের আওতায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কৃষি দপ্তরকে কেন্দ্র করে চলা এই চক্রের বিষয়টি ইসলামপুরের মহকুমা শাসক স্বীকার করেছেন।

মহকুমা শাসক মহম্মদ আব্দুল শাহিদ বলেন, 'সরকারি প্রকল্পে জালিয়াতিতে যুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। দ্রুত দোষীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হবে।' এই প্রসঙ্গে ইসলামপুর মহকুমা কৃষি আধিকারিক শ্রীকান্ত সিনহাকে ফোনে ধরতেই তিনি বলেন, 'আমি কোনও কথা বলব না। আপনি জেলার উপ কৃষি অধিকর্তার (প্রশাসন) সঙ্গে কথা বলুন' বলে ফোন কেটে দেন। অন্যদিকে, উপ কৃষি অধিকর্তা প্রিয়নাথ দাসকে রবিবার দিনভর ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁর মোবাইল 'সুইচ অফ' বলেছে।

মাস চারেক আগে কেবিডিবি প্রকল্পে ইসলামপুর কৃষি দপ্তরে দালালরাজ নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হয়। তৎকালীন উপ কৃষি অধিকর্তা দালালরাজের কথা স্বীকার করে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন। এদিন মহকুমা শাসক বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাকে কেবিডিবি প্রকল্প নিয়ে তদন্ত করতে বলেছিল। তদন্তে নেমে ডেথ সার্টিফিকেট, প্রধানের ভূমিকা সহ প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা দপ্তরের অনেকের পরিকল্পিত দুর্নীতির বিষয়টি উঠে এসেছে।'

কর্মী সম্মেলন

খড়িবাড়ি, ১৮ অগাস্ট : খড়িবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হলঘরে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের খড়িবাড়ি ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার। মিড-ডে মিল কর্মীদের ১০ মাসের পরিবর্তে ১২ মাসের সাম্মানিক দেওয়া, পড়ুয়াদের মাথাপিছু খাদ্যের বরাদ্দ বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবি নিয়ে আলোচনা হয় এদিন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক জয় লোধ, মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের জেলা কনভেনার সুপ্রীতি পাল প্রমুখ। সম্মেলন থেকে নয়া কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ২

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : চুরির সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার ২ তরুণ। রবিবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। বিচারক দুজনকেই জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে নিউ জলপাইগুড়ি থানা সূত্রে খবর। গত শুক্রবার রাতে ফুলবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিপাড়ার একটি নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে বেশ কিছু সামগ্রী চুরি যায় বলে অভিযোগ। শনিবার বাড়ির মালিক পুলিশকে অভিযোগ জানান। তদন্তে নেমে সেদিন ভোররাতে ফুলবাড়ির জটিয়াকালী থেকে সুজন দাস ও মহম্মদ রাজীব নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। উদ্ধার হয় চুরি

মদনের হুঁশিয়ারি

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিলে বেরিয়ে হুঁশিয়ারি দিলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। আর একটা আরজি কর হলে ধোলাই হবে পেটাই হবে, বললেন মদন।

ভাঙচুর

১৫ বছরের এক নাবালকের মৃত্যুতে এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ারের পাঁচতলায় ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ। রোগীর পরিজনের হাতে আক্রান্ত জুনিয়ার চিকিৎসক। আটক তিনজন।

সুভাষগ্রামে বিক্ষোভ

ট্রেন বাতিল ও ভিড়ে ঠাসা লোকাল থেকে মহিলার পড়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে তুমুল বিক্ষোভ চলে সুভাষগ্রাম স্টেশনে। জিআরপির আশ্বাসে অবরোধ তোলেন বিক্ষোভকারীরা।

পদ্মের আবেদন

সোমবার ধর্নার অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছে বঙ্গ বিজেপি। ২০ থেকে ২৩ অগাস্ট পর্যন্ত ধর্না চলার কথা। প্রতিদিনের ধর্নায় থাকবেন সাংসদ, বিধায়করা।

চিকিৎসা করাতে এসে বিপাকে ভিনরাজ্যবাসী ও বাংলাদেশিরা

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের জেরে দেশজুড়ে ব্যাহত চিকিৎসা পরিষেবা। আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসক পড়ুয়ারা। কর্মবিরতি পালন করছেন তাঁরা। বেশিরভাগ সরকারি হাসপাতালে জরুরি পরিষেবা চালু থাকলেও বন্ধ রাখা হয়েছে বহির্বিভাগ। তবে চিকিৎসকদের আন্দোলন শুধুমাত্র সরকারি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই, প্রভাব পড়েছে বেসরকারি হাসপাতালগুলিতেও। কলকাতায় প্রতিনিয়ত চিকিৎসা করাতে আসেন ভিনরাজ্য ও বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ। বিপাকে পড়েছেন তাঁরাও। চিকিৎসকরা প্রতিবাদ কর্মসূচিতে রয়েছেন, ফলে কলকাতায় এসেও চিকিৎসা করাতে পারছেন না বহু নাগরিক। এমতাবস্থায় পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে তা নিয়েই সংশয়ে রয়েছেন তাঁরা। সম্প্রতি বাংলাদেশের সংস্কার আন্দোলনের জেরে এপার বাংলায় অনেকেই চিকিৎসা করাতে আসতে পারেননি। আবার নিজেদের দেশে ফিরতেও নাকাল হতে হয়েছে। এরই মধ্যে আরজি করের ঘটনা পুনরায় চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে ওপার বাংলা ও ভিনরাজ্যের চিকিৎসাপ্রার্থীদের কাছে।

কলকাতার বাইপাস সংলগ্ন বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে বাংলাদেশ সহ ত্রিপুরা, অসম, মণিপুর থেকে চিকিৎসা করাতে আসেন বহু মানুষ। তিলোত্তমা এখন আন্দোলনের আবহে উত্তাল। এই পরিস্থিতিতে এখানে এসে তাঁরা জানতে পারছেন, চিকিৎসকরা পরিষেবা দেবেন কি না তা ঠিক নেই। খুলনা জেলার মার্জিনা খাতুন বলেন, 'আমি ও আমার দিদি গত পরশু ভারতে এসেছি ডাক্তার দেখাব বলে। কিন্তু সেদিন হাসপাতালে গিয়ে শুনলাম ডাক্তার বসেননি। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এখানে একজন চিকিৎসকের মৃত্যুর জন্য প্রতিবাদ করছেন ডাক্তাররা। সোমবার যদি ডাক্তার বসেন তাহলে দেখাতে পারব।'

> বড্ড সমস্যায় পড়েছি। আমাদের দেশে আন্দোলনের জন্য মাসখানেক ধরে বাবাকে চোখ দেখানোর জন্য নিয়ে আসতে পারিনি। এখন ওখানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে এসে দেখছি ডাক্তাররা বসছেন না।
>
> **রেজাউল,** *ভুক্তভোগী*

দিনাজপুর থেকে ২০ বছরের রেজাউল বাবা সানোয়ারকে নিয়ে এপার বাংলায় এসেছেন। তিনি বললেন, 'বড্ড সমস্যায় পড়েছি। আমাদের দেশে আন্দোলনের জন্য মাসখানেক ধরে বাবাকে চোখ দেখানোর জন্য নিয়ে আসতে পারিনি। এখন ওখানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু এখানে এসে দেখছি ডাক্তাররা বসছেন না।'

সিনিয়ার ডাক্তাররা কেউ কেউ বসছেন। অনেক সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েও পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানালেন রীতা বেগম। তাঁর বক্তব্য, 'আমি রাজশাহি থেকে গত ১০ তারিখ এখানে এসেছি। তখন থেকেই শুনছি চিকিৎসকরা কর্মবিরতি পালন করছেন। সিনিয়ার কিছু ডাক্তার রয়েছেন। এর মাঝে একদিন ছেলেকে দেখাতে পেরেছিলাম। আমি কবে দেখাতে পারব জানি না।'

মণিপুর থেকে আসা আয়ুং ঘিসিং বললেন, 'আমি স্বামীর সঙ্গে আজই এখানে এসেছি। কাল আদৌ ডাক্তার পাব কি না দেখি।' ত্রিপুরার সমরেন্দ্র দেববর্মা বলেন, 'গোটা দেশজুড়েই আন্দোলন চলছে। ভেবেছিলাম ডাক্তার দেখিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ফিরে যাব। কিন্তু এখনও ডাক্তার দেখাতেই পারিনি। ডাক্তাররা ঈশ্বরের স্বরূপ। তাঁরা যদি পরিষেবা না দেন, আমরা কোথায় যাব?'

অব্যাহত প্রতিবাদ। বিচার চেয়ে রাজপথে বিক্ষোভে শামিল ডাক্তারি পড়ুয়া সহ ডাক্তাররা। রবিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী এবং পিটিআই

হাসপাতালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রস্তাব

কলকাতা, ১৮ অগাস্ট : মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালগুলিতে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছে রাজভবন। সম্প্রতি আরজি কর কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য প্রশাসনকে এই পরামর্শ দিয়েছে রাজভবন। রবিবার রাজভবনের তরফে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের এক্স হ্যান্ডেল থেকে পাঠানো এক টুইটে এই কথা বলা হয়েছে।

আরজি কর কাণ্ডের জেরে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সারা দেশের চিকিৎসকরা তাঁদের কাজের জায়গার নিরাপত্তার দাবিতে সরব হয়েছেন। প্রতিবাদে সরব হয়ে রাস্তায় নেমেছেন এই রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তার ও কর্মীরা। সম্প্রতি কেন্দ্রের নির্দেশে আরজি কর পরিদর্শন করেছেন জাতীয় মেডিকেল কমিশনের প্রতিনিধিরা। রাজ্যের হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজগুলির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রের কাছে তাঁরা একগুচ্ছ সুপারিশ করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন মাধ্যমে রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা সংক্রান্ত

রাজভবনের এক্স হ্যান্ডেলে মত

বিষয় নিয়ে রাজভবন নিজস্ব সূত্রে যা জেনেছে, তার প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারকে বেশ কয়েকদফা পরামর্শ দিয়েছে রাজভবন। এদিন কলকাতা সংলগ্ন কেন্দ্রীয় সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের কর্তাদের সঙ্গে এক ভিডিও কনফারেন্সে কর্তৃপক্ষকে আশ্বস্ত করে সে কথা জানিয়েছে রাজভবন। সেই সূত্রেই অবিলম্বে রাজ্যের মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সিআইএসএফ-এর হাতে দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। রাজভবনের ওই বার্তায় আরও বলা হয়েছে, রাজ্যের মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালগুলির চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেখানে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী (স্পেশাল প্রোটেকশন ফোর্স) গড়ে তোলা দরকার।

এছাড়াও হাসপাতাল ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে নিরাপত্তার স্বার্থে কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ করার জন্য রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে রাজভবন। ১৪ অগাস্ট রাতে হামলা ও ভাঙচুরের পর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আরজি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়নের দাবি তুলেছিলেন। এদিন রাজভবনের বার্তায় বিজেপি-রাজভবন যোগ আরও স্পষ্ট হল বলে দাবি করেছে তৃণমূল।

প্রতিবাদে পথে টলিউড

কলকাতা, ১৮ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডে বিচার চেয়ে রবিবার জুনিয়ার ডাক্তারদের বিক্ষোভে অবরুদ্ধ হল শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়। এদিন টলিউডের শিল্পীরাও প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হন। বৃষ্টি সত্ত্বেও শামিল হন তাঁরা।

এদিন দুপুরে কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টর্স ফ্রন্ট'। বৃষ্টি উপেক্ষা করে ছাতা মাথায় বিক্ষোভে শামিল হন তাঁরা। মিছিল থেকে স্লোগান দেওয়া হয় 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। মিছিলের ব্যানারে লেখা ছিল, 'আমার দিদির ন্যায়-বিচার, ছিনিয়ে নিতে শ্যামবাজার'। তাঁদের বক্তব্য, বিচার না পাওয়া পর্যন্ত প্রতিবাদ চলবেই। ঝড়, বৃষ্টি বা কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

বৃষ্টির মধ্যেই আরজি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলালেন টলিউড শিল্পীরা। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, রাজ চক্রবর্তী, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, পাওলি দাম, চূর্ণি গঙ্গোপাধ্যায়, ঐন্দ্রিলা সেন, রূপাঞ্জনা, ইমন চক্রবর্তী, জিতু কামাল, শিবপ্রসাদ সহ টলিউডের একঝাঁক তারকা মিছিলে যোগ দেন। অভিনেতা শাশ্বত বলেন, 'সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা যায় না। সারা বিশ্ব যা চাইছে আমরাও তাই চাইছি।' উল্লেখ্য, এদিন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের মা বুলা গঙ্গোপাধ্যায় প্রয়াত হন। মায়ের শেষকৃত্য সেরেই বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন তিনি।

প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলালেন আবির সহ অন্যরা। রবিবার কলকাতায়।

মোহন-ইস্ট সমর্থকদের ওপর লাঠিচার্জের জের

একসুরে নিন্দা বিরোধীদের

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৮ অগাস্ট : রবিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সামনে ডার্বি বাতিল নিয়ে ক্ষুব্ধ মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের বিক্ষোভ জমায়েতের ডাক ঘিরে রীতিমতো ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে। ময়দানের অপর প্রধান মহমেডান সমর্থকরাও এদিন ওই বিক্ষোভে যোগ দেন। বিক্ষোভে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে আওয়াজ ওঠে 'দুই দলেরই এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর'। বিকাল সাড়ে ৪টে থেকে এই নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সল্টলেক স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকা। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের হঠাতে লাঠিচার্জ করে। এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা।

সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'মানুষ ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ। তারা একটা স্ফুলিঙ্গ খুঁজছিল। আরজি করের ঘটনায় সেই স্ফুলিঙ্গ খুঁজে পেয়েছে তারা। তাই এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ।' তিনি বলেন, 'মনে রাখতে হবে ডার্বি একটা আবেগের বিষয়। সেই ম্যাচ বাতিল হলে স্বাভাবিক কারণেই দুই দলের সমর্থকরা ক্ষুব্ধ হবেন। এছাড়া পৃথিবীর সব মাঠেই এই ধরনের বিক্ষোভ দেখানো হয়। ফুটবল বিশ্বকাপের সময় প্যালেস্তাইনের ওপর হামলা নিয়ে প্রতিবাদ-পোস্টার দেখা গিয়েছিল। এখানে সমর্থকরা আরজি করের ডাক্তারের মৃত্যু নিয়ে বিচার চেয়েছিল। এতে অপরাধ কোথায়? শাসকদলও বিচার চাইছে। মনে রাখতে হবে, পুলিশ যত লাঠিচার্জ করবে, ততই সংঘবদ্ধ হবে জনগণ। সরকার এটা বোকামো করছে।' আরজি করের ঘটনার বিচার চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীও যে রাস্তায় নেমেছেন, তার উল্লেখ করে বিকাশবাবু প্রশ্ন তোলেন, 'কার কাছে বিচার চাইছেন তিনি?'

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীও বলেন, 'সরকার এত বেশি অপরাধ ও ভুল করছে যে তা ধরা পড়ে যাচ্ছে। সেটা বুঝতে পেরে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। স্তব্ধ করা যায় না। রাজ্যে যা হচ্ছে, তা জরুরি অবস্থা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'প্রতিবাদের ডার্বি করে বাতিল/মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী করলে হাসিল? উঠিয়েছো লাঠি একবার যবে, দেখবে কেমন খেলা হবে! ইলিশ-চিংড়ি বেঁধেছে জোট/মমতা পুলিশ এবার ফোট...।'

বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ও এভাবে ডার্বি বাতিল ও তিন প্রধানের সমর্থকদের ওপর লাঠিচার্জের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, নিজেরা বিচারের জন্য রাস্তায় নামছেন, অথচ সাধারণ মানুষ বিচার চাইতে গেলে বাধা দিচ্ছেন। একই ক্ষেত্রে পৃথক ফল কেন? আরজি করের ঘটনায় দোষীদের ফাঁসি চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রাকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর মতে, প্রতিবাদের নামে নাটক করছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূলের 'শেষ সময়ের ঘণ্টা বেজে গিয়েছে।'

তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার অবশ্য এভাবে ফুটবলকে সমর্থনের নামে রাজনৈতিক স্লোগান দেওয়াকে 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'যখন কোথাও কোনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে না, তখন সারা পৃথিবীতেই বড় জমায়েত করতে দেওয়া হয় না। আসল কথা হল এর আড়ালে ষড়যন্ত্র আছে। একটা ডার্বি বন্ধ করা হয়েছে। তার মানে সমস্ত ম্যাচ বন্ধ করা হয়নি। সত্যিকারের ফুটবল সমর্থক হলে তা নিয়ে রাজনীতি করত না।'

> সরকার এত বেশি অপরাধ ও ভুল করছে যে তা ধরা পড়ে যাচ্ছে। সেটা বুঝতে পেরে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে।
>
> **সুজন চক্রবর্তী**
> সিপিএম নেতা

> প্রতিবাদের ডার্বি করে বাতিল/মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী করলে হাসিল? উঠিয়েছ লাঠি একবার যবে, দেখবে কেমন খেলা হবে!
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**
> বিজেপি নেতা

> একটা ডার্বি বন্ধ করা হয়েছে। তার মানে সব ম্যাচ বন্ধ করা হয়নি। সত্যি ফুটবল সমর্থক হলে রাজনীতি করত না।
>
> **জয়প্রকাশ মজুমদার**
> তৃণমূল নেতা

ফের রাষ্ট্রপতি শাসন দাবি সুকান্তর

কলকাতা, ১৮ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ২২ অগাস্ট স্বাস্থ্যভবন অভিযান করবে বিজেপি। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার দলের এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে আরজি কর কাণ্ডের জেরে রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে ফের রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারির দাবি করলেন সুকান্ত।

সুকান্ত বলেন, 'যদি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুলিশ রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ বলে মেনে নেন, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কেন্দ্রের শরণাপন্ন হওয়া। আমরা রাজ্যপালকে অনুরোধ করব, রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারির জন্য তিনি যেন সুপারিশ করেন।'

আরজি কর কাণ্ডে পুলিশ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করে বিধানসভায় প্রতীকী ধর্নার দিনেই বিরোধী দলনেতা জানিয়েছিলেন, রাখিবন্ধনের পরেই মমতার পদত্যাগ দাবি করে নবান্ন, স্বাস্থ্যভবন ও রাজভবন যাবেন বিধায়করা। কিন্তু ইতিমধ্যে আরজি কর ইস্যুতে সমাজের সব প্রান্ত থেকে যেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তা মাথায় রেখে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াতে শুধু বিধায়করা নন, বিজেপি দলগতভাবে স্বাস্থ্যভবন অভিযানের সিদ্ধান্ত নিল। এদিন আরজি কর ইস্যুকে সামনে রেখে দলের একগুচ্ছ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন সুকান্ত। সেই ঘোষণা অনুসারে আগামী ২০ অগাস্ট ধর্নায় বসবেন বিধায়করা, ২১ অগাস্ট ধর্নামঞ্চে থাকবেন দলের ১২ সাংসদ। ২২ অগাস্ট দলের সেল ও মোর্চার ধর্না। কর্মসূচির সঙ্গেই সেদিন স্বাস্থ্যভবন ঘেরাও করবে বিজেপি। ২৩ অগাস্ট বিজেপি মহিলা মোর্চার ধর্না। দর্না কর্মসূচির অনুমোদন না মেলায় সোমবার আদালতে যাচ্ছে বিজেপি।

রাখিবন্ধনকে আজ হাতিয়ার বিজেপির

কলকাতা, ১৮ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডে এবার রাখিবন্ধন হাতিয়ার বিজেপির। রাখিবন্ধনের দিন কুণাল সরকার সহ রাজ্যের প্রতিবাদীদের হাতে রাখি বেঁধে প্রতিবাদ জানাবে বিজেপির মহিলা মোর্চা। আরজি কর কাণ্ডে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে কলকাতা পুলিশের লালবাজারে তলব করা নিয়েও রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতের পথেই হাঁটল বিজেপি।

আরজি করে মৃতার পরিচয় নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের পোস্টের জেরে তাঁকে রবিবার লালবাজারে তলব করেছিল কলকাতা পুলিশ। কিন্তু দলের সিদ্ধান্ত মেনে এদিন লালবাজারে যাননি লকেট। এদিন এই প্রসঙ্গে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'লকেট বা কেউই রাজ্যের পুলিশের তলবে যাবেন না। যে পুলিশ একটা ধর্ষককে গ্রেপ্তার করতে পারে না, সেই পুলিশের নোটিশে আমাদের কোনও নেতা লালবাজারে যাবেন না।' এদিন শুধু লকেট চট্টোপাধ্যায়ই নন, তৃণমূলের রাজ্যসভার সুখেন্দুশেখর রায়-কেও তলব করেছিল লালবাজার। তৃণমূলের সাংসদকে লালবাজারে তলব করা নিয়ে এদিন কটাক্ষ করেছে বিজেপিও। লকেটের তলব প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, উনি তো কিছুই করেননি তবু তাঁকে তলব করা হল কেন? বিজেপির মতে, রাজনৈতিক কারণেই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই এই কাজ করছে পুলিশ। ধর্ষিতার পরিচয় ছবি দিয়ে সামাজিকমাধ্যমে অনেকটা একইভাবে পোস্ট করেছিলেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রসঙ্গ তুলে সুকান্ত বলেন, 'আইনত তো রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা চক্রবর্তীদের আগে তলব করা উচিত ছিল। তবে পুলিশের এই তলবে আমরা ভয় পাই না। লকেটও ভয় পাচ্ছে না।' এরপরেই আরজি করের প্রতিবাদে কুণাল সরকার সহ প্রতিবাদী ডাক্তারদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

আন্দোলনকারীরা আন্দোলনকে গতিশীল ও প্রাণবন্ত রাখতে প্রতিদিনই নিত্যনতুন কৌশল রচনা করে চলেছেন। সেই আঙ্গিকেই সোমবার নারী সুরক্ষা ইস্যুতে রাখিবন্ধনের দিন প্রতিবাদের ধরনে বদল আনল বিজেপি। সুকান্ত নিজেই জানিয়েছেন, রাখি বন্ধনের দিন কলকাতার ১৫টি জায়গায় বিজেপির মহিলারা প্রতিবাদী মানুষের হাতে রাখি বাঁধবেন। সূত্রের খবর, ডক্টর কুণাল সরকারের মতো প্রতিবাদী সেলিব্রিটিদের হাতে রাখি বাঁধার উদ্যোগ নিয়েছেন লকেট।

ব্লকে ব্লকে ধর্নায় তৃণমূল

কলকাতা, ১৮ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডে অস্বস্তিতে পড়েছে শাসক শিবির। বিরোধীদের আন্দোলনের জেরে ক্রমাগত প্রশ্নের মুখে তৃণমূল কংগ্রেস। পালটা এই ঘটনায় বাম-বিজেপির কারসাজির অভিযোগ তুলে কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে শাসকদলের আরজি কর কাণ্ডে দোষীর শাস্তি ও বাম-বিজেপির চক্রান্ত ব্যর্থ করার দাবিতে কর্মসূচি। রবিবারও উত্তর থেকে দক্ষিণের সমস্ত জেলার ৩৪৫টি ব্লকে অবস্থান বিক্ষোভ করেন শাসকদলের নেতা-কর্মীরা।

এদিন খিদিরপুরে ধর্না অবস্থানে নেতৃত্ব দেন পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তাঁর চেতলার বাড়ির সামনে মেয়ে প্রিয়দর্শিনী হাকিমকে নিয়েও ধর্নায় বসতে দেখা যায় তাঁকে। কলকাতা পুরসভার সামনে বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় শামিল ছিলেন ধর্না কর্মসূচিতে। আসানসোলে মন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে অবস্থান বিক্ষোভ চলে। বরানগরের কর্মসূচিতে ছিলেন বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূল কর্মীরা। আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগের নেতৃত্বে সমাবেশ হয়। চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারও ধর্নায় অংশ নেন। উলুবেড়িয়া উত্তরে বিধায়ক নির্মল মাজি ধর্নায় নেতৃত্ব দেন। শ্রীরামপুরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ধর্না চলে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপিতে তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি, ব্লক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধানদের নিয়ে কর্মসূচি চলে।

মঙ্গলবার পর্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া

কলকাতা, ১৮ অগাস্ট : রবিবার ভোররাত থেকে প্রবল বৃষ্টিতে ভাসল দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অঝোরে বৃষ্টিপাতের ফলে জনজীবন বেশ খানিকটা ব্যাহত হয়। বহু জায়গায় জমে যায় জল। মঙ্গলবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়া দপ্তর আগেই জানিয়েছিল, রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হবে।

এদিন হুগলি, হাওড়া, কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমান জেলায় অতিভারী বৃষ্টিপাত হয়। যার জেরে সকাল থেকেই জনজীবন বেশ খানিকটা ব্যাহত হয়। বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া থাকায় সমস্যা বেড়েছে। তবে রবিবার ছুটির দিন থাকায় নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তি কিছুটা কম হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কোথাও কোথাও ১১ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে। সোম ও মঙ্গলবার একই পরিস্থিতি থাকবে। এদিন অবিরাম বৃষ্টিপাত ও ঝোড়ো হাওয়ায় উত্তাল ছিল সমুদ্র। মৎস্যজীবীদের তাই আগেই মাছ ধরতে যেতে বারণ করেছিল আবহাওয়া দপ্তর। তবে এই ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া ইলিশ মাছ ধরার ক্ষেত্রে আদর্শ। বৃষ্টিপাতের ফলে অবশ্য নীচু জায়গাগুলিতে জল জমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়।

আন্দোলন দমনে জেরবার শাসকদল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৮ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন মোকাবিলায় বিভিন্ন ঘটনায় একের পর সরকার ও পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন উঠে গিয়েছে রাজ্য প্রশাসনে। এর প্রভাব পড়েছে শাসকদল তৃণমূলের অন্দরেও। দলীয় নেতৃত্বের একাংশের প্রশ্ন, 'কোথাও কোনও ভুল হচ্ছে না তো?' 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান বন্ধ করতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা ও পদক্ষেপের খেসারত ভবিষ্যতে দলকে চোকাতে হবে না তো? রবিবার দলের অন্দরের খবর, এ ধরনের নানান প্রশ্নে এখন জেরবার দল। দলের ওপরতলা থেকে নীচুতলা পর্যন্ত সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে দলের নেতাদের সন্তানরাও রীতিমতো উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরজি করের ঘটনা নিয়ে দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে সরকার ও প্রশাসনের বিভিন্ন ভূমিকা নিয়ে কড়া সমালোচনায় সরব হয়েছেন। যা নিয়ে দলেই এখন রীতিমতো জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের এই পরিস্থিতিতেও অভিষেকের চোখে লাগার মতো নিষ্ক্রিয়তা দলকে একাধিক প্রশ্নের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে।

জানা গিয়েছে, সামগ্রিক এই পরিস্থিতি নিয়ে বিচলিত মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এই ব্যাপারে বারবার এদিনও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে নবান্নে শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গেও। দলে তাঁর ঘনিষ্ঠ শীর্ষ কয়েকজন নেতার সঙ্গেও তাঁর আলোচনা হয়েছে। অভিষেকের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর একদফা কথা হলেও বিস্তারিত খবর গোপন রাখা হয়েছে। সূত্রের খবর, দু'একজনের মধ্যে আলোচনা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। অভিষেকও এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে নীরবই থেকে গিয়েছেন। এ পর্যন্ত তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে কিছু পোস্টও করেননি তিনি। সব কিছুই এখন চাপ বাড়াচ্ছে দলনেত্রী ও দলের।

এদিন যুবভারতী স্টেডিয়ামে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ডার্বি বন্ধ করা নিয়েও তৃণমূলের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে এই ম্যাচ বন্ধে সরকার ও প্রশাসনের ভূমিকা আবার সমালোচিত হয়েছে দলের একাংশের কাছে। এই নিয়ে বিকালে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দলের অনেকেই। আরজি কর কাণ্ড মোকাবিলায় রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে এখন জোর চর্চা শাসকদলে। প্রশ্ন উঠেছে, এভাবে চলতে থাকলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে না তো?

নাগাড়ে বৃষ্টিতে নাজেহাল। রবিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

সোমবার, ২ ভাদ্র ১৪৩১, ১৯ অগাস্ট ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৯২ সংখ্যা

প্রশ্ন বহু, উত্তর কম

আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদ আন্দোলনের ঢেউ দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছে বিদেশে। আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক চিকিৎসক মহল। ঘটনার পরতে-পরতে যেন রহস্য। একজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বটে, কিন্তু দশদিন পরেও পুরো ঘটনাটা রহস্যাবৃত। কেন চিকিৎসককে খুন করা হল, খুনি একজন না বেশি, হাসপাতাল থেকে পরিবারকে কেন আত্মহত্যার কথা বলা হয়েছিল, ময়নাতদন্তে কেন এত অসংগতি, তড়িঘড়ি দাহ কেন করা হল, ঘটনাস্থল সেমিনার হল হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ কেন অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করল ইত্যাদি অজস্র প্রশ্ন উঠেছে।

আবার স্বাধীনতা দিবসের প্রাকমুহূর্তে মহিলাদের 'রাত দখল' কর্মসূচি চলাকালীন ব্যারিকেড ভেঙে ঢুকে আরজি করে তাণ্ডব চালাল কারা? এই প্রশ্নে রাজনীতি যত, তত স্পষ্ট উত্তর নেই। তবে তাণ্ডবকারীদের মুখে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান শোনা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশে বিজেপি-সিপিএম এই তাণ্ডব চালিয়েছে।

পালটা তৃণমূলের ওপরে দায় চাপিয়েছে বিরোধীরা। প্রশ্ন ওঠে, বিজেপি-সিপিএম প্রমাণ লোপাট করতে চাইবে কেন? এটা ঠিক যে, মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক পদক্ষেপ ও মন্তব্য নিয়ে রাজ্য রাজনীতি এখন উত্তপ্ত। তবে সেখানেও নানা প্রশ্ন উঠছে। যেমন, নিহত চিকিৎসকের বাড়ি কলকাতার এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী কেন ঘটনার পরদিনই সেখানে গেলেন না? কেন প্রথমেই তিনি সিবিআইয়ের হাতে তদন্তভার তুলে দিলেন না? ঘটনার ৪/৫ দিন পর কেন মুখ্যমন্ত্রী তদন্তের জন্য পুলিশকে আরও সাতদিন সময় দিলেন? শেষমেশ হাইকোর্টের সিবিআই নির্দেশে মুখ পুড়ল মুখ্যমন্ত্রীর।

আরজি কর মেডিকেলের ঘটনাটি বাহান্ন বছর আগে মুম্বইয়ের পারেলে কিঙ্গ এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপাতালে নার্স অরুণা শানবাগকে ধর্ষণের স্মৃতি উসকে দিয়েছে। হাসপাতালের মধ্যে গলায় কুকুরের চেন বেঁধে অরুণাকে ধর্ষণ করেছিল এক ওয়ার্ড বয়। চেনটা গলায় এমনভাবে চেপে বসে যে, আট ঘণ্টা রক্ত পৌঁছায়নি অরুণার মস্তিষ্কে। পরদিন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তাঁকে। তারপর দীর্ঘ ৪২ বছর কোমায় ছিলেন তিনি।

তাঁর নিষ্কৃতি-মৃত্যু চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন সাংবাদিক পিঙ্কি বিরানি। বিরোধিতা করেছিলেন সেই হাসপাতালের নার্স-চিকিৎসকরা। তাঁরা অরুণার সেবাযত্নে কোনও ত্রুটি রাখেননি। সুপ্রিম কোর্ট আর্জির যৌক্তিকতা স্বীকার করেও নার্স-ডাক্তারদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। ২০১৫ সালে মারা যান অরুণা। ২০১৮ সালে নিষ্কৃতি-মৃত্যু আইনি স্বীকৃতি পায় ভারতে।

ভারতে মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের যৌন নিগ্রহ নিরন্তর ঘটে চলেছে। যেমন আরজি করের পর সামনে এসেছে উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুরে এক নার্সকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা। ২০১২ সালে দিল্লিতে নির্ভয়াকে ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদ আন্দোলনের জেরে টলমল হয়ে গিয়েছিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের কংগ্রেস সরকার। বাংলায় এবার ভীষণ চাপে সরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং পুলিশমন্ত্রীও বটে। ফলে যাবতীয় সমালোচনা, নিন্দা, ধিক্কারের নিশানা এখন তিনিই।

তিনি দোষীর ফাঁসি চাইছেন, ন্যায়বিচার চেয়ে পদযাত্রা করেছেন যেমন ঠিক, তেমনই ঠিক যে তাঁর সরকারের ৪২ জন ডাক্তারকে বদলির নির্দেশদান। যদিও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তা রক্ষায় 'রাত্তিরের সাথী' কর্মসূচি চালু করেছে তাঁর সরকার। তবে বাংলায় ধর্ষণের বিভিন্ন ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে সবসময়েই বিতর্ক হয়েছে- সে এক্সাইড মোড়ের ঘটনা হোক বা হাঁসখালির। বরং মানুষ তাঁর কথায় যে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না এসব ব্যাপারে, তা এখন স্পষ্ট। অথচ বাংলার স্বার্থে সেই বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনা বিশেষ জরুরি।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

-ভগবান

উত্তরবঙ্গেও ওয়েনাডের বরফ-ঠান্ডা ভয়

অবৈজ্ঞানিকভাবে মাটি কাটা। অপরিকল্পিত উন্নয়ন। বনচ্ছেদন। ওয়েনাডের ভূস্খলনের সব কারণ রয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ে।

বিমল দেবনাথ

সম্প্রতি কেরলের ওয়েনাডে ঘটে গিয়েছে ভূমিধসজনিত বীভৎস বিপর্যয়। আহত, নিহত ও নিখোঁজ হয়েছেন বহু মানুষ। ভূস্খলনের কান্না সময়ের ফাঁকে ফাঁকে স্মৃতিকে বিবশ করছে এখনও। আকাশে কালো মেঘ প্রখর সূর্যকে ঢেকে দিলে মনে জেগে ওঠে ভূস্খলনের বরফ-ঠান্ডা ভয়। রাজ্যের শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে অবিভক্ত দার্জিলিং জেলার শিবালিক পাহাড়ের অংশ। শিবালিক হিমালয়ের বহির্ভাগ। এখানে ভূস্খলনের লিখিত ইতিহাস আছে ১৮৯৯ সাল থেকে। সেই সময় মারা গিয়েছিল ৭২ জন মানুষ!

সেই যে শুরু, চলছে এখন পর্যন্ত। ভূস্খলনে দার্জিলিং পাহাড়ে মারা গিয়েছেন অনেক মানুষ। ধ্বংস হয়েছে সম্পত্তি। ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় ভূস্খলনের ঘটনা দিন-দিন বাড়ছে। কারণ বৃষ্টিপাতের অনিয়ম ও পরিমাণের হেরফের। এইজন্য স্বল্প সময়ে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয়। অনেকে বলে মেঘভাঙা বৃষ্টি। এই ধরনের বৃষ্টিপাতের পেছনে আছে বিশ্ব উষ্ণায়ন। বিশ্ব উষ্ণায়নের জনক অপ্রয়োজনীয় শিল্পায়ন, অপরিকল্পিত উন্নয়ন, জিবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো ও বনচ্ছেদন।

ভূস্খলন হল পাহাড়ি এলাকার একটা সাধরণ ভূতাত্ত্বিক বিপত্তি। পাহাড়ে বৃষ্টি দ্বারা প্ররোচিত ভূস্খলন জল, ভূসংস্থান, ভূতত্ত্ব, মাটি ও বনচ্ছেদনের মিলিত ক্রিয়া। ভূস্খলনের কারণ মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বন্যা বা খননের জন্য মাটির ঢালের বুনিয়াদে ক্ষয় এবং ভূমিকম্প। দেখা গিয়েছে বন থাকলে ভূস্খলন অনেক কম হয়। কারণ গাছে শিকড় জালিকা মাটি ধরে রাখে ও বৃষ্টির জলের স্রোত কম করে দেয়। এছাড়া অতিরিক্ত গোচারণ, রাস্তা, ঘরবাড়ি, বাঁধ বানানোর জন্য অবৈজ্ঞানিকভাবে মাটি কাটা, মাটি ভর্তি করা এবং অপরিকল্পিত ও অবাধ উন্নয়নও বনচ্ছেদনের সঙ্গে ভূস্খলনের অন্যতম কারণ। ভূমিধসের কারণগুলো থাকলে যে কোনও মুহূর্তে আমাদের জীবনেও নেমে আসতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা। দার্জিলিং এখন আর মরশুমি পর্যটনের মধ্যে সীমিত নয়। মানুষ শুধু শরৎ, শীতে নয় বর্ষাতেও পাহাড়ে ঘুরতে যায়। বর্ষায় সবুজ পাহাড়ের বুকে সফেন জলে পুষ্ট চঞ্চল ঝরনা, ঝোরা যেন জীবনের গান গায়! পাহাড়ে ভূস্খলনে শুধু পাহাড়ের মানুষ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় না, দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় আমার আপনার আত্মীয়, প্রতিবেশী। সঙ্গে আছে আশঙ্কার দোসর পূর্ব হিমালয়ের ভুটান পাহাড়। সেখানকার ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ডুয়ার্সের অনেক মানুষ।

বিশ্বের সর্বোচ্চ ভূমিধসের ঝুঁকির চারটা দেশের মধ্যে ভারত একটা। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিপর্যয় প্রশমনের কৌশল এবং বিপর্যয় জনিত মহামারিবিদ্যা গবেষণাকেন্দ্র অনুসারে মৃত্যুর সংখ্যার বিচারে ভূস্খলন প্রথম দশটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করে। ভারতের ভূভাগের ১২.৬ শতাংশ ভূস্খলনপ্রবণ। মোট ভূস্খলন এলাকা ৪.২০ লক্ষ বর্গকিমি'র মধ্যে ১.৮০ লক্ষ বর্গকিমি অবস্থিত অবিভক্ত দার্জিলিং সহ উত্তর-পূর্ব হিমালয়ে। হিমালয় পর্বতমালা ও পশ্চিমঘাট পর্বতে ভূস্খলন সাধারণত বর্ষাকালে হয়। কারণ এই দুই অঞ্চলের পাহাড়ের গড়নের ধরন ও অত্যধিক বৃষ্টিপাত। উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রতি বছর অনেক ভূস্খলন হলেও আর্থসামাজিক সূচককে তেমনভাবে প্রভাবিত করেনি। কারণ বেশিরভাগ ভূস্খলন পাতলা বসতি এলাকা বা ফাঁকা জায়গায় ঘটেছে এবং বনের ঘনত্ব বেশি।

পাহাড়ে বড় বা ছোট শহর এলাকায় ভূস্খলন হলে যে কী অবস্থা হবে ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

ভারতের ল্যান্ডস্লাইড অ্যাটলাস-২০২৩ থেকে জানা ভূস্খলনের সংবেদনশীলতা ব্যবস্থাপনা মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলপ্রদেশের জন্য। উপগ্রহের সাহায্য নিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে ভূস্খলনের বর্ণনামূলক মানচিত্র এবং আর্থসামাজিক সূচক মানচিত্র। উপগ্রহ ব্যবহার করে মাটির এক মিলিমিটার স্থান চ্যুতিকেও মাপা হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণকে ধরে নিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে ভূস্খলনের অগ্রিম সর্তীকরণ ব্যবস্থা।

ওয়েনাডের যে এলাকায় ভূস্খলন হয়েছে সেখানে গত ১৪ বৎসরে ১১ শতাংশ বন ধ্বংস হয়েছে। পর্যটন বেড়েছে ৮ গুণ। আয়বৃদ্ধির জন্য চাষ হত একই ধরনের- এক গাছ বা একই ধরনের শস্যের। ভারতের ১৭টা রাজ্য ও ২টা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভূমিধসের ঝুঁকি সম্পর্কিত আর্থসামাজিক সূচকগুলোর ভিত্তিতে ১৪৭টা জেলাকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই তালিকায় ওয়েনাড ১৩ নম্বরে এবং অবিভক্ত দার্জিলিং ৩৫ নম্বরে। সল্টলেক, কলকাতায় এই বছর জুলাই মাসে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ধরিত্রী ক্যাম্পাসে ভূমিধস পূর্বাভাস কেন্দ্র- ন্যাশনাল ল্যান্ডস্লাইড ফোরকাস্টিং সেন্টার স্থাপিত হয়। চালু করা হয় ভূসংকেত ওয়েব পোর্টাল এবং ভূস্খলন সম্পর্কিত একটা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। এর মাধ্যমে জনগণ ভূস্খলনের আগাম বার্তা জানতে পারবে এবং ভূস্খলনের নানা তথ্য সগ্রহ করা যাবে।

ওয়েনাড ৩ নম্বর ভূকম্পীয় এলাকায় অবস্থিত এবং দার্জিলিং ৪ নম্বরে। ফলত দার্জিলিং পাহাড়ে ভূকম্প হবে তীব্রতর।

ওয়েনাড ৩ নম্বর ভূকম্পীয় এলাকায়, দার্জিলিং ৪ নম্বরে। দার্জিলিং পাহাড়ে ভূকম্প হবে তীব্রতর। দার্জিলিংয়ে ভূস্খলনের ভয় দ্বিগুণ। দার্জিলিংয়ের জনঘনত্ব ওয়েনাডের থেকে বেশি। দুই এলাকায় বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ও বনের পরিমাণ প্রায় সমান। ওয়েনাডে ভূস্খলনের আগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ৬% বৃষ্টি হয় যেটা মোটামুটি ৩০০ মিমি। বর্ষায় দার্জিলিংয়ে মাসে গড়ে ৬৬০ মিমি বৃষ্টি হয়।

দার্জিলিংয়ের ভূস্খলনের ভয়ও দ্বিগুণ। দার্জিলিংয়ের জনসংখ্যার ঘনত্ব ওয়েনাডের থেকে বেশি। ওয়েনাডে ও দার্জিলিংয়ের বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ও বনের পরিমাণ প্রায় সমান। ওয়েনাডে ভূস্খলনের আগে ৩০ জুলাই ২০২৪, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ৬% বৃষ্টি হয় যেটা মোটামুটি ৩০০ মিমি। বর্ষা মরশুমে দার্জিলিংয়ে মাসে গড়ে ৬৬০ মিমি বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টিপাত যদি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঘনবসতি এলাকায় হয় তাহলে কী ভয়ংকর প্রলয় ঘটবে তা সহজে অনুমান করা যায়।

সাম্প্রতিক কালে দার্জিলিং পাহাড়ের ছোট ও বড় শহর এলাকায় বাড়ছে কংক্রিটের জঙ্গল। গ্রাম ও বনবস্তিতে হোমস্টের নামে অপরিকল্পিতভাবে চলছে পর্যটন কর্মকাণ্ড। প্রাকৃতিক কারণে বুজে আসা নদীখাতে ঘর-বাড়ি গড়ে ওঠার জন্য বাড়ছে অনেক মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা। পাহাড়ের ঢালে মাটি উন্মুক্ত করে অপরিকল্পিত, অবাধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নড়বড়ে করে দিচ্ছে ঢালের বুনিয়াদ। ফাটিয়ে দিচ্ছে পাহাড়ের বুকের পাথরকে। কে জানে সেই ফাঁকে কত জল জমে জমে, জল কত বড় যম হয়ে উঠছে! সঙ্গে জুটেছে কষ্টের দোসর ভুটান পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে খননকার্য ও শিল্প। সেখানকার ভূস্খলন ও শিল্প বর্জ্য বর্ষার জলের সঙ্গে ধেয়ে এসে প্লাবিত করছে ডুয়ার্সের বিস্তৃত অঞ্চল। জনজীবন বিপর্যস্ত করছে গয়েরকাটা থেকে কালচিনি পর্যন্ত। নষ্ট হচ্ছে চা বাগান এবং জলপাইগুড়ি, জলদাপাড়া ও বক্সার শত শত হেক্টর সংরক্ষিত বন। এখানকার ভূমিধস এখন শুধুমাত্র জাতীয় নয় আন্তর্জাতিক বিষয়। সত্বর রাজ্যের উত্তরের পাহাড়ি এলাকা ও পাহাড়ের পাদদেশের ডুয়ার্স ও তরাইকে এক ল্যান্ডস্কেপে রেখে ল্যান্ডস্লাইড অ্যাটলাসে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। সচেতনতামূলক আলোচনায় মানুষকে ভূসংকেত ওয়েব পোর্টাল এবং ভূস্খলনের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে অবহিত করা। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা দরকার ভুটান পাহাড়ের ভূস্খলনের সমস্যা। সঠিকভাবে প্রণয়ন করা উচিত। ভূস্খলন প্রশমনের কাজগুলো যেমন- নড়বড়ে পাহাড়ের ঢালকে স্থিতিশীলকরণ, সঠিক সমোন্নত-রেখা বরাবর নালা বানানো, পরিকল্পিতভাবে জমি ব্যবহার, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করা, বনচ্ছেদন বন্ধ করা, বনসৃজন করা, অত্যধিক গোচারণ ও বনে আগুন লাগানো বন্ধ করা এবং সর্বোপরি জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। না হলে যে কোনও মুহূর্তে শমন নেমে আসতে পারে আমাদের জীবনে।

(লেখক প্রাক্তন বনকর্তা। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯০৮

উস্তাদ আবদুল রশিদ খানের জন্ম ১৯০৮ সালে আজকের দিনে।

১৯৯৩

১৯৯৩ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা উৎপল দত্ত।

আলোচিত

মদ, জুয়ার ঠেক ভাঙতে গ্রামের মহিলাদের আন্দোলন দেখেছি। কিন্তু ওই আন্দোলনে জিনস পরা কিংবা বব কাট চুলের মহিলা দেখিনি। কারণ, ওটা গরিবের আন্দোলন। আমরা যে আন্দোলন করব, সেটা টিভিতে দেখাবে।

- উদয়ন গুহ

ভাইরাল/১

এক ফুল বিক্রেতার ছেলে মায়ের কাছে আইফোন চেয়েছিল। কিন্তু তাঁর পক্ষে কেনা অসম্ভব বলে জানান মা। ছেলেটি তিনদিন ধরে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেয়। অবশেষে ছেলের একগুঁয়েমির কাছে হার মানেন মা। সমস্ত অর্থ দিয়ে ছেলেকে ফোন কিনে দেন। ছেলের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ নেটদুনিয়া।

ভাইরাল/২

তাল গাছে বাজ পড়ার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ঝড়ের গতিতে মাথা দোলাচ্ছে গাছটি। হঠাৎ বিকট শব্দে পড়ল বাজ। আলোর ঝলকানি ছাড়া গাছটির কিছু দেখা যাচ্ছে না। সেই মুহূর্তের ভিডিও ক্যামেরাবন্দি হয়েছে।

জনমন জনমত

মানসিকতা সেই তিমিরেই

সমাজে আজ মনুষ্যত্বের বড়ই অভাব। চারপাশে শুধু হিংস্র নেকড়েরা আত্মতুষ্টির জন্য দলবেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিম্নবিত্তদের যাঁরা প্রকৃতই খেটেখাওয়া মানুষ তাঁরা শোষিত হচ্ছেন উচ্চবিত্তদের বিলাসিতায়। কিছু মানুষের হাহাকার শোনা যায় খিদের জ্বালায়। অন্যদিকে কিছু মানুষের বাড়ির উচ্ছিষ্টাংশ যা পুরসভার বর্জ্য। উচ্চবিত্তরা জাঁকজমকে এতটাই ব্যস্ত যে তাঁদের কাছে খিদের আগুন পায়ের তলার পাপোশের তুল্য।

স্বাধীনতার অভাব আরও প্রকট হয় যখন মেয়েদের সম্মানহানির ঘটনাগুলো ভেসে ওঠে চোখের সামনে। যুগের পর যুগ বদলালেও কিছু মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেনি। মধ্যরাতে রাস্তায় কোনও অমানবিক ছেলে থাকলে তার হয়তো সময়ের কোনও দাম নেই, আর কোনও মেয়ে কাজের উদ্দেশ্যে বেরোলে তাঁর স্ত্রীসত্তার উপর কালো দাগ বসাতে কিছু লোক দু'বার ভাবে না। শুধুমাত্র অবিবাহিত নারীরা নয়, আজ বিবাহিত নারীরাও পাশবিক পুরুষত্বের হাতে নির্যাতিত।

যারা মাটির তৈরি সেই নির্জীব দেবীকে ভক্তি করে, তাঁর চরণে ফুল দেয়, তাদের উদ্দেশে বলছি, এসব করে কী হবে যদি ঘরের লক্ষ্মীর শরীরেই নির্যাতনের কলঙ্ক লেগে থাকে?

১৯৪৭ সালে শুধু আমাদের দেশটাই স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, মানুষের চিন্তাভাবনা আজও স্বাধীনতালাভ করেছে কি? প্রশ্ন থেকে যায়, কিন্তু জবাব খুঁজে পাওয়া যায় না।

সায়নী দত্ত, আনন্দনগর, ময়নাগুড়ি।

কোথায় নিরাপত্তা

সম্প্রতি ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করলাম আমরা। অথচ ভারতমাতার ৭৮তম বয়সেও এদেশের কন্যারা সুরক্ষিত নয়। তাই বানতলা থেকে কামদুনি, সন্দেশখালি থেকে আরজি কর এই চিত্রের কোনও পরিবর্তন নেই। যুগ বদলায়, শাসক বদলায়, বদলায় না মানসিকতা। বদলায় না অত্যাচার। তাই নির্ভয়া থেকে আরজি কর- বিচারের বাণী আজও কেঁদে চলেছে যেন সাদা অ্যাপ্রনে মুখ ঢেকে।

নারী আজও নিরাপদ নয়, স্বাধীন নয়, মুক্ত নয়। প্রতিবাদে নারী যখন পথে, সেই রাতেও প্রত্যন্ত কোনও স্থানে চলেছে দুষ্কৃতী তাণ্ডব। চলেছে ঘরের কোনায় নারীর প্রতি অবিচার। অর্থাৎ নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠকে রোধ করার আধিপত্যবাদী চেষ্টা। ৭৭ বছর আগে দীর্ঘ লড়াই ও বলিদানের মাধ্যমে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারলেও আজও নারী পায়নি তার স্বাধীনতা। আজও মা দুর্গা পরাজিত হয় অসুরের হাতে। আজও বিচার চেয়ে নারী পথে নামে। এই লজ্জা কার? এটাই কি স্বাধীনতা? আজও কন্যা ঘরের বাইরে বের হলে হতভাগ্য বাবার মনে প্রশ্ন জাগে, মেয়েটা সুস্থভাবে ঘরে ফিরবে তো? হায় রে স্বাধীনতা।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সংগীতশিল্পে এআই প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ

সমালোচকরা মনে করছেন, এআই সৃষ্ট সংগীতে মানবসৃষ্ট কাজগুলির আবেগের গভীরতা এবং মৌলিকতার অভাব প্রকট!

অজন্তা সিনহা

আমাদের কৈশোরে আমরা প্রথম 'কণ্ঠী শিল্পী' কথাটা শুনি। হেমন্ত কণ্ঠী, মান্না কণ্ঠী, কিশোর কণ্ঠী, লতা কণ্ঠী, রফি কণ্ঠী, আশা কণ্ঠী, শ্যামল কণ্ঠী ইত্যাদি। সেই সময় প্রচুর জলসা হত। জনপ্রিয়তার নিরিখে শিল্পীদের গান গাইবার রেট নির্ধারিত হত।

এখনকার তুলনায় সে টাকা যত কমই হোক, জলসার আয়োজকদের সবাই সেই অঙ্কের টাকা জোগাড় করে উঠতে পারতেন না। বিশেষত মুম্বইয়ের শিল্পীরা ছিলেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। আর এই সূত্রেই আমরা মঞ্চে পেলাম 'কণ্ঠী শিল্পী'-দের। তাঁদের স্ট্যাটাস যা-ই হোক, প্রতিভা, গুণ, দক্ষতায় তাঁরাও কিন্তু ফেলনা ছিলেন না।

এই 'কণ্ঠী শিল্পী'-দের ব্যাপারটা কিছুটা ব্যাকফুটে যেতেই শর্টকাটে বাজিমাত করতে বাজারে এসে গেল রিমেক-রিমিক্স! বাংলা ও হিন্দি গানের স্বর্ণযুগের শিল্পীদের হিট ও কালজয়ী গানগুলি নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের দিয়ে গাইয়ে বেশ একচোট ব্যবসা করে নিল একাধিক মিউজিক কোম্পানি!

এবার সেই সুবিধাবাদের বাজারে এসে গেল AI (Artificial intelligence) অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এই মুহূর্তে বিষয়টি একেবারে বিতর্কের চূড়ান্ত পর্যায়ে। পক্ষে-বিপক্ষে মতামতের লড়াই চলছে। বিষয়টা ঠিক কী, এই প্রেক্ষিতে জেনে নেওয়া যাক। AI প্রযুক্তির সাহায্যে নামী ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর গলা নকল করে তার যথেচ্ছ ব্যবহার করছে একদল অসাধু মানুষ ও প্রতিষ্ঠান। বলা বাহুল্য এতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সেই শিল্পী! যে কাজটি তাঁর পেশাদারিভাবে করার কথা, সেটি একটি কৃত্রিম ও তাঁরই নকল (যান্ত্রিক) কণ্ঠ সেরে ফেলছে সহজেই। ব্যাপারটা অনেকটা কপি-পেস্ট (copy/paste) করার মতো। এই কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে আবহসংগীত থেকে বিজ্ঞাপন চিত্র সর্বত্র।

শিল্পীদের আর্থিক নিরাপত্তার দিকটা ছাড়াও এই বিষয়টি যে চরম অনৈতিক, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সম্প্রতি AI থেকে নিজের আওয়াজকে বাঁচাতে

কুমার শানু থেকে অরিজিৎ সিং অনেক শিল্পী আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। শেষ খবর এই, আদালত অরিজিতের আবেদনে সাড়া দিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের রায়-অরিজিতের কণ্ঠ সহ কোনও কিছুই কোনও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, বিজ্ঞাপন সহ কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। বাণিজ্যিক কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থে- কোনওভাবেই লঙ্ঘন করা যাবে না একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের অধিকার।

সংগীতশিল্পে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) প্রয়োগে অসাধু প্রক্রিয়া প্রসঙ্গের পাশাপাশি উঠে এসেছে আরও কিছু কথা। সমালোচকরা মনে করছেন, AI সৃষ্ট সংগীতে মানবসৃষ্ট কাজগুলির আবেগের গভীরতা এবং মৌলিকতার অভাব প্রকট! এই প্রয়োগে প্রবল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বেন শিল্পীরা, যার প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে না মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিও। সৃজনশীলতা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পাবে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

অন্যদিকে, এর সমর্থকরা মনে করেন, AI একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে নানাভাবে। এই প্রযুক্তি সৃজনশীলতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, নতুনভাবে সুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে। উৎপাদন (প্রোডাকশন/প্রযোজনা) ও পরিবেশন (পারফরমেন্স) করার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, AI অতীত সংগীতশিল্পীদের স্টাইল সংরক্ষণে সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও AI বিপুল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে এবং নতুন সৃষ্টিশীল ধারণা দিতে পারে।

আদতে কীভাবে এর প্রয়োগ হবে, তার ওপরেই নির্ভর করছে AI-এর প্রভাব সম্পর্কিত মূল্যায়নের বিষয়টি। এটা বলা যায়, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে মানব শিল্পকলার সংরক্ষণকে ভারসাম্যপূর্ণ করা এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। খেয়াল রাখতে হবে, AI সৃজনশীলতাকে সম্পূর্ণ করার পরিবর্তে তা কমিয়ে না দেয়।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। প্রবন্ধকার)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯১৫

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। জলতেষ্টা পেয়েছে অথবা ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ৪। দিনের প্রথম বিক্রি ৫। মিঁয়ার বৌ, অথবা তাসের ফোঁটার রানি ৭। জলের মতো ট্যালটেলে ৮। অসুস্থ ব্যক্তি যিনি বিছানা নিয়েছেন ৯। মুশকিল বা দিগদারি ১১। ময়ূরের পাখা ১৩। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি দিয়ে মাপা সময় ১৪। ঈশ্বরের নামে শপথ ১৫। হুঁকোর দণ্ড।

উপর-নীচ : ১। কাঁচা মাংস, যা এখনও রান্না করা হয়নি ২। দুর্যোধনের দাদু ৩। এখনও ঠিক হয়নি ৬। থেমে যাওয়া ৯। খুব তাড়াতাড়ি, দ্রুতবেগে বা চটপট ১০। হাতে মোটেও পয়সা নেই ১১। মৃতদেহ ঢাকার কাপড় ১২। জমির কাঁচা দলিল।

সমাধান ■ ৩৯১৪

পাশাপাশি : ১। লম্বোদর ৩। চাপিলা ৫। পাচনবাড়ি ৭। রকম ৯। দমকা ১১। কালাকানুন ১৪। কাঠিম ১৫। তিমিঙ্গিল।

উপর-নীচ : ১। লঙ্কেশ্বর ২। রণপা ৩। চালান ৪। লাকড়ি ৬। বাদাম ৮। কমলা ১০। কায়ফল ১১। কালিকা ১২। কালাম ১৩। নবতি।

বিন্দুবিসর্গ

দেশজুড়ে একের পর এক ধর্ষণ, নারী নির্যাতন

নয়াদিল্লি, ১৮ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে উত্তাল গোটা দেশ। মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তার দাবিতে চলা বিক্ষোভ, প্রতিবাদের মধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্ষণ, খুন, নারী নিগ্রহের খবর আসছে। পশ্চিমবঙ্গে 'মেয়েরা রাতের দখল নাও'-এর ডাক অভূতপূর্ব সাড়া ফেললেও সার্বিকভাবে নারী সুরক্ষার চিত্রটা কতটা উজ্জ্বল সেই প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে।

কয়েকবছর আগে দিল্লিতে চলন্ত বাসে তরুণীকে গণধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় উত্তাল হয়েছিল গোটা দেশ। এবার সেই নির্ভয়া কাণ্ডের ছায়া দেখা গেল দেরাদুনে। খালি বাসের মধ্যে এক তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। ধর্ষিতা পঞ্জাবের বাসিন্দা। উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ থেকে দেরাদুনের আইএসবিটি বাসস্টপে এসেছিলেন তিনি। অন্য যাত্রীরা নেমে যাওয়ার পর ওই তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটলেও সেই খবর পুলিশের কাছে আসে শনিবার। তরুণীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ৬ জন সন্দেহভাজনকে

দেরাদুনে বাসে যৌন নিগ্রহ, অসমে ছাত্রীর উপর অত্যাচার

গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

কলকাতার পর রাতে মুম্বইয়ের এক হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে রোগী ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। ঘটনার নিন্দা করে মহারাষ্ট্র অ্যাসোসিয়েশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টর্স জানিয়েছে, হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তাহীনতার প্রমাণ এই ঘটনা।

অসমের এক স্কুল ছাত্রীকে জোর করে পর্নোগ্রাফি দেখানোর অভিযোগ উঠেছে স্কুলেরই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর স্কুল ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে। ছাত্রীর বাবা-মার দাবি, তাঁদের মেয়েকে প্রধান শিক্ষক শুধু যে পর্নোগ্রাফি দেখতে বাধ্য করেছেন তাই নয়, নাবালিকাকে যৌন হেনস্তাও করা হয়েছে। বিহারের মুজফফরপুরেও এক দলিত কিশোরীকে অপহরণের পর ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে সঞ্জয় রায় নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। সঞ্জয় গা ঢাকা দিয়েছে। বুলডোজার দিয়ে সঞ্জয়ের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন। বাড়ির চৌকাঠ, দরজা, আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বেঙ্গালুরুতে ২১ বছর বয়সি এক তরুণীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। কলেজ ছাত্রী ওই তরুণী একটি গেট-টুগেদার সেরে বাড়ি ফেরার পথে তিনি বাইক চালকের কাছে লিফ্ট চেয়েছিলেন। একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে বাইকচালক তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

আরজি কর কাণ্ড

স্বতঃপ্রণোদিত মামলা শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৮ অগাস্ট : কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার অভিযোগে প্রতিবাদে সরব হয়েছে গোটা দেশ। পথে নেমেছে জনতা। বিভিন্ন সরকারি- বেসরকারি হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে রবিবার স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের তরফে জানানো

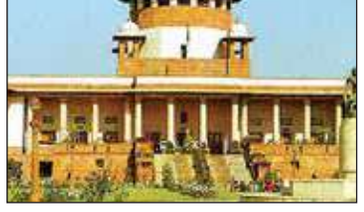

হয়েছে, প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন ৩ বিচারপতির বেঞ্চে আরজি কর-মামলার শুনানি হবে। বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি ছাড়া রয়েছেন বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্র।

খবর, চলতি সপ্তাহেই মামলাটির শুনানি হতে পারে। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট বন্ধ থাকবে। সেক্ষেত্রে মঙ্গলবার আরজি কর মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিনই চিকিৎসা পরিষেবা চালু রাখার ব্যাপারে রাজ্যগুলিকে সতর্ক করেছে কেন্দ্র। প্রতিটি রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে চিকিৎসক-আন্দোলনজনিত পরিস্থিতি নিয়ে প্রতি ২ ঘণ্টার রিপোর্ট পাঠাতে বলেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কেন্দ্রের পরামর্শ, বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে সব রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা উচিত। এখন থেকে, এই বিষয়ে প্রতি ২ ঘণ্টার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত রিপোর্ট ফ্যাক্স, ই-মেল, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কন্ট্রোল রুমে পাঠানো যেতে পারে।

আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি যে ক্রমশ জটিল হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্ট ও কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপে তা স্পষ্ট বলে মনে করা হচ্ছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, আরজি কর কাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহের ওপর নজর রাখতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলার শুনানি শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বর্তমানে চিকিৎসক খুনের ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। সেই তদন্তের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকাও খতিয়ে দেখতে পারে শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি, কর্মস্থলে মহিলাদের সুরক্ষার বিষয়টিও উঠে আসতে পারে শুনানিতে।

৯ অগাস্ট আরজি কর হাসপাতালে এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণের পর খুন করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় একজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে ঘটনার তদন্তভার নিয়েছে সিবিআই। চিকিৎসক হত্যার প্রতিবাদে বহু সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতি শুরু করেছেন চিকিৎসকদের বড় অংশ। অনেক হাসপাতালে সিনিয়ার চিকিৎসকরা কাজে যোগ দিলেও জুনিয়ার চিকিৎসকরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন। আরজি করের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করার পাশাপাশি তাঁরা হাসপাতালগুলির সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করার পক্ষে সওয়াল করছেন।

আরজি কর কাণ্ডের সুবিচারের দাবিতে দেশজুড়ে বিক্ষোভ। রবিবার বেঙ্গালুরুর ফ্রিডম পার্কে সেরকমই এক ছবি অরিন্দম ঠোকদারের ক্যামেরায়।

বিস্কুট খেয়ে শতাধিক পড়ুয়া হাসপাতালে

মুম্বই, ১৮ অগাস্ট : পড়ুয়াদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্কুলে বিস্কুট খেতে দেওয়া হয়েছিল। তাই খেয়ে সমস্যা দেখা দেয়। বহু শিক্ষার্থী বমি করতে শুরু করে। অনেকের মধ্যেই বমি বমি ভাব দেখা দেয়। মহারাষ্ট্রের কেকেত জলগাঁও গ্রামের ঘটনায় শতাধিক পড়ুয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মেডিকেল অফিসার ডাঃ বাবাসাহেব ঘুগে জানিয়েছেন, বিস্কুট খাওয়ার পর ২৫৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। ১৫৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েকজনকে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সাতজনের অবস্থা গুরুতর। তাদের ছত্রপতি শম্ভাজিনগর সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্কুলে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বহু হাসপাতালে বোমাতঙ্ক

জয়পুর, ১৮ অগাস্ট : রাজস্থানের জয়পুরে বহু হাসপাতালে রবিবার ই-মেলে বোমাতঙ্কের খবর আসায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মানুষজন, চিকিৎসাকর্মীরা। বলা হয়েছে, রোগীদের বেডে, শৌচালয়ে বোমা রাখা আছে। ফাটলে আর রক্ষা থাকবে না। খবর পেয়েই পুলিশের সঙ্গে আসে বম্ব স্কোয়াড। তল্লাশি অভিযান চালিয়ে কোনও বোমা পাওয়া যায়নি। তদন্তকারীরা বুঝতে পারেন হুমকি ই-মেল ভুয়ো। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। রোগীদের সরিয়ে আনতে হয়। সমস্যা দেখা দেয় গুরুতর অসুস্থদের নিয়ে।

বিকল্প পথের খোঁজে দিল্লিতে চম্পাই

নয়াদিল্লি, ১৮ অগাস্ট : বিধানসভা ভোটের আগে দলবদলের জল্পনাকে চরমে তুলে রবিবার দিল্লি এসেছেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন। তাঁর দাবি, 'ব্যক্তিগত কাজে আমি এখানে এসেছি।' যদিও তাতে জল্পনা থামছে না। খবর, শনিবার কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন চম্পাই। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেএমএমের আরও চার বিধায়ক। পাঁচজনই দিল্লি এসেছেন এদিন। চম্পাই বলেছেন, 'আমার মেয়ে এখানে থাকে। আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি দিল্লিতে প্রায়ই আসতাম।' শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টিও মানতে অস্বীকার করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

তবে উত্তর না দিলেও চম্পাই এক্স হ্যান্ডেলে যা লিখেছেন তাতে তাঁর দলবদলের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না কেউই। এদিন সামাজিকমাধ্যমে লিখেছেন, 'আমার কাছে তিনটি বিকল্প খোলা রয়েছে। এক, রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়া। দুই, নিজের পৃথক সংগঠন তৈরি করা এবং তিন, যদি এই যাত্রাপথে কোনও সঙ্গী খুঁজে পাই তাহলে তার সঙ্গে আরও পথ হাঁটব।'

চম্পাইয়ের তৃতীয় বিকল্পটি নিয়েই আপাতত চর্চায় রাজনৈতিক মহল। ঝাড়খণ্ডের বিজেপি নেতৃত্ব তো বটেই, সর্বভারতীয় নেতারাও চম্পাইকে দলে নিতে আগ্রহী। তার কারণ, চম্পাই সোরেন ঝাড়খণ্ডের অন্যতম প্রধান আদিবাসী নেতা। জেএমএম সুপ্রিমো শিবু সোরেনের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিনি সংগঠন তৈরি করেছিলেন, ঝাড়খণ্ডের দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন। কাজেই তাঁকে দলে নিলে আদিবাসীদের মধ্যে বিজেপির প্রভাব বিস্তার করতে সুবিধা হবে। মাত্র চারমাস মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করলেও চম্পাইয়ের কার্যকালে ঝাড়খণ্ডের প্রকৃত বিকাশ হয়েছে বলে ইতিমধ্যে প্রচার শুরু করেছেন রাজ্য নেতৃত্ব। চম্পাই অবশ্য এখনও ঝেড়ে কাশেননি।

আমার কাছে তিনটি বিকল্প খোলা রয়েছে। এক, রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়া। দুই, নিজের পৃথক সংগঠন তৈরি করা এবং তিন, যদি এই যাত্রাপথে কোনও সঙ্গী খুঁজে পাই তাহলে তার সঙ্গে আরও পথ হাঁটব।

চম্পাই সোরেন

কিন্তু এক্সে যা লিখেছেন তাতে সোরেন পরিবারের বিশেষ করে হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আভাস স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন, '৩১ জানুয়ারি নজিরবিহীনভাবে ইন্ডিয়া জোট আমাকে ঝাড়খণ্ডের দ্বাদশ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেয়। দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিন থেকে শেষ দিন (৩ জুলাই) পর্যন্ত আমি রাজ্যের প্রতি কর্তব্যে অবিচল থেকেছি। ওই কার্যকালের ভিতর জনস্বার্থে আমরা বহু সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' ৬৭ বছরের প্রবীণ নেতা বলেন, '৩০ জুন হুল দিবসের অনুষ্ঠানের পর জেএমএম নেতৃত্বের তরফে আমার সমস্ত কর্মসূচি স্থগিত করে দেওয়া হয়। তার মধ্যে একটি ছিল দুমকায় অপরটি ছিল শিক্ষকদের নিয়োগপত্র বিতরণ কর্মসূচি। জানতে চাওয়া হলে আমাকে বলা হয়, ৩ জুলাই জোটের তরফে পরিষদীয় দলের একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। ততদিন পর্যন্ত আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কোনও কাজ করতে পারব না।'

চম্পাই বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠান অন্য একজন বাতিল করে দিচ্ছেন গণতন্ত্রে এর থেকে অপমানের আর কিছু হতে পারে। এই অপমানের পরও আমি বলেছিলাম, পরিষদীয় দলের বৈঠক দুপুরে। তাহলে সকালে নিয়োগপত্র দেওয়ার কাজটি সেরে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু আমাকে সরাসরি না বলে দেওয়া হয়।' প্রবীণ নেতার কথায়, 'আমার চার দশকের দাগহীন রাজনৈতিক জীবনে এই প্রথমবার আমি ভিতর থেকে ভেঙে পড়ি। কী করা উচিত সেটা আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। দু-দিন ধরে আমি খালি ভেবেছি কোথায় আমার ভুল হয়েছে। আমি ক্ষমতার জন্য একটুও লালায়িত নই। কিন্তু আমার আত্মসম্মানে যে ধাক্কা লেগেছে সেটা আমি কাকে দেখাব। আমার নিজের লোকেরা যে যন্ত্রণা দিয়েছে সেটা কোথায় প্রকাশ করব। আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। তবে পত্রপাঠ পদত্যাগ করেছিলাম।' চম্পাইয়ের সাফ কথা, 'যে দলের জন্য আমার গোটা জীবন দিয়েছি সেখানে আমার কোনও অস্তিত্বই নেই। এর মধ্যে আরও অনেকগুলি অপমানজনক ঘটনা ঘটেছে। এত অপমান এবং অবমাননার পর আমি বাধ্য হয়েছি বিকল্প পথ খুঁজতে।'

নেতাজির চিতাভস্ম ফেরানোর দাবি অনীতার

নয়াদিল্লি, ১৮ অগাস্ট : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর চিতাভস্ম ভারতে ফিরিয়ে আনার দাবি ফের তুললেন তাঁর কন্যা অনীতা বসু পাফ। ইতিহাসবিদ এবং নেতাজি গবেষকদের একাংশের মতে, ১৯৪৫ সালের ১৮ অগাস্ট তাইহোকু বিমানবন্দরে এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন সুভাষ। জাপানের রেনকোজি মন্দিরে তাঁর চিতাভস্ম রাখা রয়েছে। এক বিবৃতিতে অনিতা বলেছেন, দীর্ঘ ৭৯ বছর ধরে টোকিওর রেনকোজি মন্দিরের পুরোহিতরা তিন প্রজন্ম ধরে নেতাজির চিতাভস্ম সসম্মানে রেখে দিয়েছেন। অথচ এত বছর পরেও ভারতের মানুষ নেতাজিকে মনে রেখেছেন। তাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মহান নায়কের চিতাভস্ম এবার যেন ফিরিয়ে আনা হয়। এর আগে নেতাজি পরিবারের সদস্য চন্দ্রকুমার বসুও ওই চিতাভস্ম কলকাতায় ফিরিয়ে আনার দাবিতে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছিলেন। যদিও নেতাজির হাতে গড়া দল ফরোয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক জি দেবরাজন এর বিরোধিতা করেছেন। বিচারপতি মনোজ মুখোপাধ্যায় কমিশন জানিয়েছিল, নেতাজি কোনও বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি। সেই প্রসঙ্গ তুলে দেবরাজন এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, অসৎ উদ্দেশ্যেই ওই চিতাভস্ম ফিরিয়ে আনার দাবি তোলা হচ্ছে।

আর কয়েকদিন পর গণেশ চতুর্থী। গণপতিকে নিয়ে চলেছেন সাধারণ মানুষ। রবিবার মুম্বইয়ে।

চাকরিতে বেসরকারিকরণ হচ্ছে, তোপ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৮ অগাস্ট : ল্যাটারাল এন্ট্রি স্কিমের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রবিবার সামাজিকমাধ্যমে তিনি তোপ দেগে বলেছেন, আইএএসদের বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। রাহুলের কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রশাসনের শীর্ষ পদগুলিতে ইউপিএসসির বদলে আরএসএসের মাধ্যমে লোক নিয়োগ করে সংবিধানকে আঘাত করছেন। কেন্দ্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের শীর্ষ পদে ল্যাটারাল এন্ট্রির মাধ্যমে এসসি, এসটি, ওবিসিদের সংরক্ষণ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

সেবি-আদানি আঁতাতের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর কটাক্ষ, কর্পোরেটের প্রতিনিধিরা একটি দায়িত্বশীল সরকারি পদে থেকে কী করতে পারেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল সেবি। যেখানে প্রথমবার বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে একজনকে নিয়ে এসে চেয়ারপার্সন করা হয়েছিল। এই দেশবিরোধী পদক্ষেপ যা প্রশাসনিক কাঠামো এবং সামাজিক ন্যায় দুটোরই ক্ষতি করে ইন্ডিয়া জোট তার কঠোরভাবে বিরোধিতা করবে। আইএএসদের বেসরকারিকরণ সংরক্ষণ বন্ধে মোদির গ্যারান্টি ছাড়া আর কিছুই নয়।

কেন্দ্রের পদক্ষেপের সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'আইএএস অফিসারদের বাদ দিয়ে বেসরকারি সংস্থার পদস্থ আধিকারিকদের বসিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকার প্রশাসনের অন্দরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রভাব বাড়াচ্ছে। আমি বারবার বলেছি, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে দলিত, আদিবাসী, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নামমাত্র রয়েছে। এই ফারাক পূরণ না করে বেসরকারি সংস্থার এগজিকিউটিভদের চুক্তিতে নিয়োগ করা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ পদে।' রাহুল বলেন, 'যে দক্ষ তরুণরা ইউপিএসসির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁদের অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত হানা হয়েছে। সামাজিক ন্যায় এবং বঞ্চিতদের সংরক্ষণের ধারণাতেও ধাক্কা দেওয়া হয়েছে।' ল্যাটারাল এন্ট্রি স্কিমকে দক্ষ তরুণদের অধিকারের ডাকাতি বলেও আখ্যা দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

হাসিনার আমলে সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস, মত প্রধান উপদেষ্টার

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১৮ অগাস্ট : ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশে অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। এজন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন চেয়েছেন তিনি। রবিবার ঢাকার একটি হোটেলে বিদেশি কূটনীতিকদের সামনে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন ইউনূস। তিনি জানান, শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসন দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। রাজনৈতিক মদতে ব্যাংকের অর্থ তছরুপ করা হয়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় কোষাগার লুট করা হয়েছে।

তাঁর কথায়, 'আমি একটা কঠিন সময়ে দেশের দায়িত্ব নিয়েছি। ক্ষমতা ধরে রাখতে শেখ হাসিনার স্বৈরতন্ত্র দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বিচার বিভাগ ধসে গিয়েছে। দেড়দশক ধরে ভয়াবহ দমন-পীড়নের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকারকে দমন করা হয়েছে। নির্লজ্জভাবে নির্বাচনে কারচুপি করা হয়েছে।'

ইউনূস বলেন, 'নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, বিচার বিভাগ, নিরাপত্তা বাহিনী ও মিডিয়ায় সংস্কারের পর অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। আইন-শৃঙ্খলা দ্রুত স্বাভাবিক হবে। অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতিও সরকারের গুরুত্ব থাকবে।'

এদিকে নতুন সরকারের আমলে ভারতে আশ্রয় নেওয়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে একের পর এক মামলা দায়ের হচ্ছে। রবিবার আওয়ামি লিগ নেত্রীর বিরুদ্ধে আরও ৩টি মামলা দায়ের হওয়ায়

আরও ৩ মামলা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে

সেই সংখ্যাটা বেড়ে ১০ হয়েছে। ২০১৫-তে খালেদা জিয়ার কনভয়ে হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বিএনপি নেতা বেল্লাল হোসেন হাসিনা সহ ১১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরে হেপাজতে ইসলামের সমাবেশে গুলি চালানোর ঘটনায় হাসিনা সহ ৩৩ জনকে অভিযুক্ত করে ঢাকা মহানগর আদালতে মামলা দায়ের হয়েছে। ৪ অগাস্ট জয়পুরহাটে পড়ুয়াদের বিক্ষোভে পুলিশ গুলি চালালে ১৮ বছর বয়সি কলেজ ছাত্র নজিবুল সরকারের মৃত্যু হয়। ওই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন মৃত ছাত্রের বাবা মজিদুল সরকার।

ইউনূসের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের স্বাভাবিক বন্ধু ভারত

নয়াদিল্লি, ১৮ অগাস্ট : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান পরামর্শদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁর হাত ধরে শুরু হয়েছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজ। ইউনূস দায়িত্ব নেওয়ার পর বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁর একাধিক অনুগামী দেশে ফিরেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিদেশি বিশেষজ্ঞরাও। বাংলাদেশ গ্রামীণ ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন সিইও

মত গ্রামীণ ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন সিইও'র

অ্যালেক্স কাউন্টস অবশ্য ইউনূসের প্রত্যাবর্তনের আগেই বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেছিলেন।

শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠেছে , সেই সময় (৩০ জুলাই) ঢাকায় পা রেখেছিলেন কাউন্টস। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গণ আন্দোলনকে খুব কাছ থেকে দেখা অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞের ইউনূসের সঙ্গে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন তিনি।

কাউন্টসের মতে, বাংলাদেশে সরকার বদলে গেলেও দিল্লি-ঢাকা সম্পর্ক প্রভাবিত হবে না। বরং ইউনূসের আমলে তা নতুন উচ্চতায় পৌঁছোতে পারে। তাঁর কথায়, 'অধ্যাপক ইউনূস সব সময় ভারতকে স্বাভাবিক বন্ধু হিসাবে দেখেছেন।' কাউন্টস জানান, দক্ষিণ এশিয়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণের কারণ মহাত্মা গান্ধি। ভারতের জাতির জনকের আকর্ষণে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর শুরু করেন। ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া হিসাবে ইউনূসের উদ্যোগে গঠিত বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প এবং গ্রামীণ ব্যাংকের ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৮৭-তে ইউনূসকে চিঠি লিখে তাঁর সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কাউন্টসের ইচ্ছাপূরণ করেন ইউনূস। সেই শুরু। তারপর দীর্ঘদিন বাংলাদেশের মাঠ-ময়দানে কাজ করেছেন কাউন্টস। শিখেছেন বাংলা ভাষা। প্রিয় খাদ্যের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ইলিশ।

পরবর্তীকালে ইউনূসের পরামর্শে ১৯৯৭-এ গ্রামীণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন কাউন্টস। দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানের সিইও ছিলেন। শেখ হাসিনা সরকারের সঙ্গে ইউনূসের টানাপোড়েন শুরু হওয়ার পরেও তাঁর সঙ্গ ছাড়েননি কাউন্টস। বাংলাদেশের বাইরে থেকে নানাভাবে ইউনূসকে সাহায্যের চেষ্টা করেন। ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নের রাস্তায় ফিরবে বলে আশাবাদী তিনি।

মাঙ্কিপক্স মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৮ অগাস্ট : আফ্রিকার গণ্ডি টপকে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে মাঙ্কিপক্স। সম্প্রতি পাকিস্তানে মাঙ্কিপক্স সংক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে। মাঙ্কিপক্সকে বিশ্বের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা (গ্লোবাল হেল্থ ইমার্জেন্সি) বলে ঘোষণা করেছে হু। এখনও পর্যন্ত এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচশো জনের মৃত্যু হয়েছে। শুধু আফ্রিকা মহাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা ১৭ হাজার ছাড়িয়েছে। ভারতে সংক্রমণের কোনও ঘটনা সামনে না এলেও কেরলে জারি হয়েছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা। এদিকে কেন্দ্রীয় স্তরেও জরুরি ভিত্তিতে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

শনিবার মাঙ্কিপক্সের সম্ভাব্য সংক্রমণ মোকাবিলায় স্বাস্থ্যকর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয়

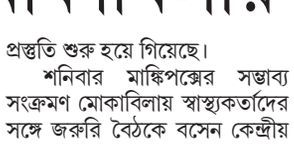

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। সেখানে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দরগুলিতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি দেশজুড়ে ৩২টি পরীক্ষাকেন্দ্রে নমুনা পরীক্ষার জন্য তৈরি রাখা হচ্ছে। কেউ আক্রান্ত হলে তাঁকে যাতে কোয়ারানটাইনে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এক বিবৃতিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহে বিদেশ থেকে ভারতে সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে এদেশে মাঙ্কিপক্সের সংক্রমণ বড় আকার নেবে না বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।

২০২২-এ মাঙ্কিপক্সের ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল হু। এবারও সেই পদক্ষেপ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ১৯৮০-র দশকে আফ্রিকায় প্রথম মাঙ্কিপক্স ভাইরাসের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। যদিও এতদিন মূলত পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার দেশগুলিতে এই ভাইরাস আক্রান্তের খোঁজ মিলত। এবার আফ্রিকার প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে মাঙ্কিপক্স। সেখান থেকে তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পৌঁছে গিয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে দীর্ঘ হচ্ছে মৃতের তালিকা। এই পরিস্থিতিতে করোনা সংক্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে মাঙ্কিপক্স মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি সেরে রাখতে চাইছে কেন্দ্র।

নিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ মাখনা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। এতে থাকা ক্যালসিয়াম হাড়ের জন্য খুব ভালো। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম যা রক্তপ্রবাহ ও অক্সিজেনের মাত্রাকে উন্নীত করে।

৪০ বছর বয়সে যা খাবেন তার প্রভাব ৭০ বছর বয়সে গিয়ে টের পাবেন। নতুন একটি গবেষণার এমনটাই দাবি। অর্থাৎ ৪০ বছর বয়সে পুষ্টিকর খাবার খেলে বয়স বাড়ার সঙ্গে আরও ভালো মানের জীবন উপভোগের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে।

রোদ-বৃষ্টিতে জ্বরের প্রকোপ

এখন প্রচণ্ড গরম আর মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে অনেকেরই জ্বর হচ্ছে। বেশিরভাগ জ্বরই কিন্তু তিন থেকে পাঁচদিনের মধ্যে সেরে যাচ্ছে। সঙ্গে থাকছে সর্দিকাশি আর শরীর ব্যথা। সাধারণত পরিবেশের তাপমাত্রার তারতম্যের জন্য বিভিন্ন ভাইরাস আর ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ হচ্ছে। প্যারাসিটামল, সর্দি আর কাশির ওষুধ আর প্রচুর জল ও সুষম খাবার খেলেই এগুলির নিরাময় সম্ভব। কিন্তু কিছু জ্বরের লক্ষণ দেখে আগে থেকে ডাক্তারের কাছে যাওয়া জরুরি। লিখেছেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞ **ডাঃ অভেদ বিশ্বাস**

আবহাওয়ার পরিবর্তন, নগরায়ণ আর উন্নত যোগাযোগের কারণে বেশ কিছু রোগ এই সময়ে বেশি হচ্ছে। যেগুলির প্রাথমিক উপসর্গ জ্বর, শরীর ও মাথাব্যথা। এখন যেসব রোগের জন্য জ্বর হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে-

ডেঙ্গি

বছরের এই সময়টায় ডেঙ্গির প্রার্দুভাব বেশি হয়। এটি এডিস মশার মাধ্যমে মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণ হয়। ম্যালেরিয়া এবং সর্দিকাশির পরে এটিই সারা পৃথিবীর সবচেয়ে অন্যতম রোগ যার ফলে জ্বর হয়। জলবায়ুর পরিবর্তন, নগরায়ণ আর উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সারা পৃথিবীতেই এই রোগের বিস্তার হয়েছে।

তবে বেশিরভাগ সংক্রমণ উপসর্গহীন। মাত্র ২০ শতাংশ রোগীর উপসর্গ দেখা দেয়। হু ডেঙ্গিকে সাধারণ ডেঙ্গি, ডেঙ্গি হেমারেজিক ফিভার এবং ডেঙ্গি শক সিনড্রোম - এই তিন ভাগে ভাগ করেছে। সাধারণ ডেঙ্গিতে প্রচণ্ড জ্বর, শরীর ব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা, সারা শরীরে র‍্যাশ, গলাব্যথা, চোখ লাল ইত্যাদি হয়ে থাকে। সবার সব লক্ষণ থাকে না। সবাই প্রায় ৮ দিনের মাথায় ভালো হয়ে যান।

অল্প কিছু রোগী চলে যান পরবর্তী স্টেজে যেখানে রক্তক্ষরণ, পেটে ব্যথা, বমি ইত্যাদি শুরু হয়। চোখে রক্ত জমে যায়। এছাড়া দাঁত, নাক, মলদ্বার দিয়ে বা প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তক্ষরণ হতে পারে। হেপাটাইটিস বা এনসেফ্যালাইটিস হতে পারে, যাতে রোগীর জন্ডিস হওয়ার পাশাপাশি রোগী অজ্ঞান হয়ে যান।

ডেঙ্গি শক সিনড্রোম হলে রোগীর শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। দেহের বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ হয়, অজ্ঞান হয়ে যায়, প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায় বা কমে যায় এবং রোগীর শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করে।

প্রাথমিক অবস্থায় রোগীর রোগনির্ণয় আর চিকিৎসা শুরু করা খুবই জরুরি। প্যারাসিটামল আর প্রচুর জল খাওয়া উচিত। প্লেটলেট ১০০০০-এর নীচে নেমে গেলে অথবা যে কোনও প্লেটলেট থাকা সত্ত্বেও যদি রক্তক্ষরণ হয় তাহলে প্লেটলেট দিতে হয়।

ডেঙ্গি ভ্যাকসিন হু সমর্থিত ভ্যাকসিন, যা ৯-৪৫ বছর বয়সিদের দেওয়া যেতে পারে। যাদের ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে সাধারণভাবে ডেঙ্গি হয়েছে তাঁরাই ভ্যাকসিন নেবেন। এই ভ্যাকসিন আমাদের দেশে খুব প্রচলিত নয়। ডেঙ্গি রোগের মশা এডিস পরিষ্কার জলে জন্মায়। তাই নাগরিক সচেতনতা বাড়ানো জরুরি যাতে আমরা আশপাশে জল জমতে না দিই।

ম্যালেরিয়া

খুব বেশি না হলেও এখনও ভাইভাক্স বা ফেলসিপেরাম ম্যালেরিয়া রোগী পাওয়া যায়। তাই জ্বর হলে অবশ্যই এই রোগ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। স্ত্রী অ্যানফিলিস মশার মাধ্যমে ছড়ানো পরজীবীঘটিত এই রোগ সঠিক সময়ে ধরা পড়লে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে যায়। শুধু ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ সম্পূর্ণ কোর্স করতে হবে।

টাইফয়েড

এখন মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টাইফয়েড দেখা যাচ্ছে। তাই এই সম্পর্কে সাবধানতা জরুরি। জ্বর হলেই দোকান থেকে অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খেলে এর সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

অ্যাকিউট এনসেফ্যালাইটিস সিনড্রোম

এটি আমাদের বেশ চেনা রোগ। বেশ কিছু দিন হল এর উপস্থিতি এই অঞ্চলে রয়েছে। বেশ কিছু ভাইরাস এর জন্য দায়ী। যেমন – হারপিস ভাইরাস, জাপানিজ এনসেফ্যালাইটিস ভাইরাস ইত্যাদি। এক্ষেত্রে রোগীর জ্বর, মাথাব্যথা, বমি, খিঁচুনি হয় এবং সবশেষে অজ্ঞান হয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় ডাক্তারের কাছে না এলে এই রোগে মৃত্যুহার বেশি। চিকিৎসায় সুস্থ হলেও দীর্ঘকাল মানসিক বা শারীরিক বিকলঙ্গতা থাকতে পারে।

সচেতনতা

- সাধারণ ভাইরাল জ্বর তিন থেকে পাঁচদিনে সেরে যায়
- প্যারাসিটামল এবং প্রচুর জল খেলে জ্বর পরবর্তী দুর্বলতা এড়ানো যায়
- তিনদিনের বেশি জ্বর থাকলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শে টেস্ট করিয়ে রোগ নির্ণয় জরুরি
- বেশিরভাগ ডেঙ্গি ঘরেই সেরে যায়
- পেটব্যথা, অতিরিক্ত বমি, র‍্যাশ, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া, অতিরিক্ত মাথাব্যথা, রক্তক্ষরণ হলে রোগীকে ডাক্তারের পরামর্শ মেনে হাসপাতালে ভর্তি করানো জরুরি
- দোকান থেকে অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খেলে ক্ষতি হতে পারে
- জ্বরের সঙ্গে খিঁচুনি হলে বা রোগী অসংলগ্ন কথাবার্তা বললে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে

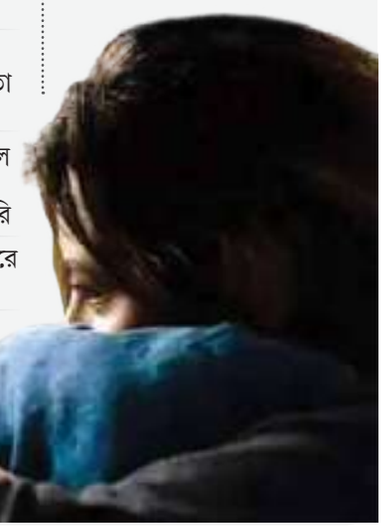

স্ক্রাব টাইফাস

এই রোগ এই অঞ্চলে বেশ পাওয়া যায়। জঙ্গলে বসবাসকারীদের বেশি হলেও এখন শহরাঞ্চলেও এই রোগ দেখা যাচ্ছে। এক ধরনের রডেন্টের পরজীবী এই রোগের জন্য দায়ী। পায়ে বা শরীরের কোনও অংশে কামড়ানোর মাধ্যমে জীবাণু শরীরে ঢোকে। যেখানে পোকা কামড়ায় (বেশিরভাগ সময়েই যা বোঝা যায় না) সেখানে লাল হয়ে যায় এবং ওই অংশের গ্ল্যান্ড ফুলে যায়। জ্বর, মাথাব্যথা, র‍্যাশ, বমি, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। হেপাটাইটিস, এনসেফ্যালাইটিস ইত্যাদি হতে পারে। খুব সাধারণ ওষুধ খেলেই এই ভয়ংকর অসুখ যা প্রাণঘাতী হতে পারে সম্পূর্ণ সেরে যায়।

ভাসকুলার রোগ কাদের হতে পারে

ধমনী এবং শিরা (রক্তনালি) হল আমাদের শরীরের প্রাকৃতিক রাস্তা যা বাহু, পা ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন করে। ভাসকুলার রোগ তখনই হয় যখন একটি অস্বাভাবিক অবস্থা রক্তনালিকে প্রভাবিত করে। এটি গুরুতর অক্ষমতা ও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ভাসকুলার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় জানালেন বেঙ্গালুরুর নারায়ণা হেলথের ভাসকুলার ও এন্ডোভাসকুলার সার্জন **ডাঃ প্রসেনজিৎ সূত্রধর**

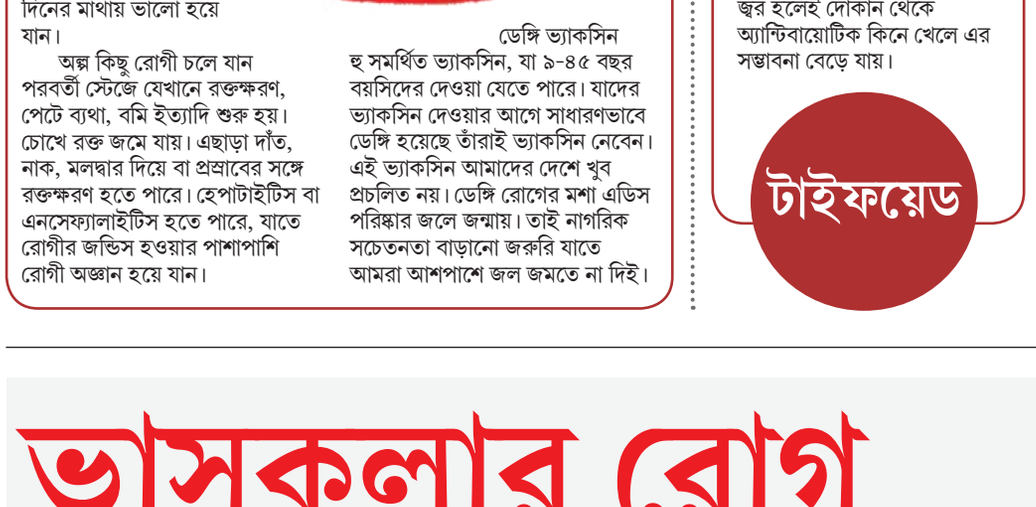

ভাসকুলার এবং এন্ডোভাসকুলার সার্জারি কী

▶ মানুষের শরীরে ছড়িয়ে রয়েছে বিশাল রক্তের শিরার অন্তর্জাল। এই শিরার মাধ্যমে রক্ত আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে কর্মশক্তি বহাল রাখে। এই রক্তের চলন বাধা পেলে শরীরে বিভিন্ন ধরনের অসুখ হয়। এই রোগের অনুসন্ধান এবং চিকিৎসাই ভাসকুলার সাজারি নামে পরিচিত।

ভাসকুলার রোগের লক্ষণ

▶ ব্রেন স্ট্রোক, কাজ করতে গেলে হাতে ব্যথা, গ্যাংগ্রিন, হাঁটতে গেলে পায়ে ব্যথা, খাবার পর পেটে ব্যথা, পা ফোলা, পায়ের শিরা ফোলা, ডায়াবিটিক রোগীর পায়ের ঘা না সারা প্রভৃতি।

কাদের বেশি হয়

▶ এই রোগ ৪০-৫০ বছর বয়সের পরে বেশি দেখা যায়। যাঁরা ধূমপান বা তামাক খান তাঁদের এই রোগ ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে শুরু হয়ে থাকে। ডায়াবিটিস, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, হৃদরোগ এবং কিডনির রোগীদের এই সমস্যা বেশি হয়ে থাকে।

কোন ভাসকুলার সমস্যা বেশি দেখা যায়

▶ পায়ের শিরা ফোলা, পায়ের আলসার বা ঘা না শুকোনো, ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস, ব্রেন স্ট্রোক, অ্যানিউরিজম ইত্যাদি বেশি প্রচলিত।

রোগ প্রতিরোধের উপায়

▶ জীবনযাত্রায় পরিবর্তন করলে এই রোগ থেকে দূরে থাকা যায়। যেমন ধূমপান না করা, মদ্যপান এড়িয়ে চলা, নিয়মিত ব্যায়াম ও হাঁটার পাশাপাশি ডায়াবিটিস, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, হৃদরোগ এবং কিডনি সমস্যা থাকলে নিয়ম করে ওষুধ নেওয়া জরুরি।

চিকিৎসার মাধ্যম কী

▶ এই রোগের চিকিৎসা ওষুধ, ওপেন সার্জারি এবং লেজার সার্জারি বা সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির মাধ্যমে করা হয়। এতে বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত চলাচলের বাধা কমানো যেতে পারে।

পিঠে ব্যথা? ভুল ব্যায়াম করছেন না তো?

ব্যাকপেইন বা পিঠে ব্যথা সাধারণ একটি সমস্যা। ঘাড় থেকে কোমর অর্থাৎ মেরুদণ্ডের একেবারে শেষ অংশ পর্যন্ত যে ব্যথা তাই পিঠে ব্যথা নামে পরিচিত। অনেকেই পিঠের ব্যথায় ভোগেন। পিঠে ব্যথার বিভিন্ন কারণের মধ্যে রয়েছে -

- **ব্যায়াম না করা :** আপনি যদি ওয়ার্কআউট না করেন বা কোনও কাজ না করেন তাহলে পিঠে ব্যথা হতে পারে।
- **হাই হিল :** অধিকাংশ মেয়ে হাই হিল জুতো পরতে পছন্দ করেন। এতে দেখতে স্টাইলিশ লাগলেও মেরুদণ্ডের ওপর চাপ পড়ে। ফলে পিঠে ব্যথা হয়ে থাকে।
- **দীর্ঘসময় এক জায়গায় বসে থাকা :** অনেক সময় ধরে এক জায়গায় বসে থাকলে আপনার মেরুদণ্ডের ওপর চাপ পড়ে। এজন্য সবসময় সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে উঠে মাঝেমধ্যে হাঁটাহাঁটির চেষ্টা করুন।
- **ব্যায়ামে ভুল :** শরীর না বুঝে ভুল ব্যায়াম করলেও পিঠে ব্যথা হতে পারে।
- **ধূমপান :** ধূমপান ক্যালসিয়ামের শোষণ কমায় এবং হাড়ের নতুন বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে। তাছাড়া ধূমপানের কারণে ঘনঘন কাশি হয়, যা থেকে পিঠে ব্যথা হতে পারে।
- **অতিরিক্ত ওজন :** অতিরিক্ত ওজনের কারণে পিঠে ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ এতে আপনার পেছনের পেশি এবং হাড়ে অতিরিক্ত স্ট্রেস পড়তে পারে।
- **কম ঘুম :** ভালো ঘুম না হলে শরীরে অবসাদ থেকে পিঠে ব্যথা হতে পারে।
- **ভারী ওজন তোলা :** ভারী ওজন তোলার সময় সঠিকভাবে তুলুন। নয়তো পিঠ সহ শরীরের কোনও অংশে আঘাত লেগে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা হতে পারে।
- **পুষ্টির অভাব :** পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-ডি এবং মিনারেল না নিলে পিঠে ব্যথা হতে পারে।
- **অস্বস্তিদায়ক ম্যাট্রেসে ঘুমোনো :** দশ বছরের বেশি কখনোই একটি ম্যাট্রেস ব্যবহার করা উচিত নয়। আপনি যদি টানা ২০ বছর একটি ম্যাট্রেসে ঘুমোন তাতে করে সমস্যা হতে পারে। মেরুদণ্ডের উপর চাপ তৈরি হবে। ফলে পিঠে ব্যথা হবে।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা- health.uttarbanga@gmail.com

গত বুধবার সারা বাংলার মতো মেয়েদের 'রাত দখলের' সাক্ষী ছিল শহর শিলিগুড়িও। তবে সেইদিনই যে সবটা শেষ হয়ে যাবে না, তা হয়তো আন্দাজ করা যাচ্ছিল। রবিবার ফের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মতো শিলিগুড়ির রাজপথের 'দখল' নিলেন মহিলারা। বাঘা যতীন পার্ক থেকে মেয়েদের মিছিল যত এগিয়েছে, তত বেড়েছে লোকসংখ্যা। প্রত্যেকের মুখেই প্রায় একই হুঁশিয়ারি, যতদিন পর্যন্ত না আরজি কর কাণ্ডে দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি পাচ্ছে, ততদিন তাঁদের এই আন্দোলন চলবে। রবিবারের দ্বিতীয় পর্যায়ের 'রাত দখল' কর্মসূচি নিয়ে ঠিক কী অভিমত অংশগ্রহণকারীদের? সেই কথাই শুনল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ময়দান ছাড়ছেন না মেয়েরা

অরাজনৈতিক

মধুশ্রী চক্রবর্তী : আমাদের মিছিল পুরোপুরি অরাজনৈতিক। এখানে রাজনীতির কোনও রং নেই। আমাদের রং কালো। আমাদের শুধু দাবি, যে মেয়েরা দিনের পর দিন ধর্ষিতা হচ্ছেন, তাঁদের জন্য পূর্ণ বিচার চাই। যাতে আমাদের কারও জন্য এই ধরনের মিছিল করতে না হয়। কোথাও যেন ধর্ষণের ঘটনার খবর আমরা না পাই।

১১টাও সেফ হোক

দেবাদ্রিতা সাহা : আমরা প্রথম থেকেই এই নৃশংস হত্যার প্রতিবাদ করেছি। আমরা চেয়েছিলাম, এরকম একটা জোরালো প্রতিবাদ হোক। যারা ওই নোংরা মানুষদের এই জঘন্য কাজ করতে সাহায্য করে, তাদের বিরুদ্ধেও আমাদের প্রতিবাদ। আমরা মেয়েরা চাই, সকাল ১১টা আমাদের কাছে যতটা সেফ, রাত ১১টাও যেন ততটাই সেফ হয়।

চরম শাস্তি পাক

দেবপ্রিয়া রাহা : ১৪ তারিখ দেশজুড়ে প্রতিবাদ হয়েছে। তারপরেও ১৫ তারিখ শিলিগুড়িতে একটি ছোট শিশুকে ধর্ষণের শিকার হতে হয়। আমরা চাই, ধর্ষকরা চরম থেকে চরমতর শাস্তি পাক। যেখানে বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ চলছে, তারপরেও কী করে এইসব ঘটনা ঘটছে!

ফের আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে 'রাত দখলে' নামলেন মেয়েরা। রবিবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

ভরসা রাখছি

পূজা সাহা সরকার : আমরা প্রশাসনের উপর ভরসা রাখছি। সিবিআই বিষয়টি দেখছে। আমাদের মূল কথা, দোষীরা যেন শাস্তি পায়। আরজি করে দুর্নীতি চলছিল, সেটাই ওই তরুণী চিকিৎসক জেনে গিয়েছিলেন। তারজন্যই তাঁকে এভাবে চলে যেতে হল।

হেনস্তা

সুগন্ধা বিশ্বাস : আমাদের এই কর্মসূচি আটকানোর জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে আমাদের নম্বর নিয়ে হেনস্তা করা হয়েছে। তবে যতদিন না প্রতিটি ধর্ষণের বিচার হচ্ছে, ততদিন আন্দোলন চালিয়ে যাব। পাঁচজন থাকলে তারা মিলেই লড়ব।

শুধু বিচার পাওয়ার লড়াই

অনামিকা কর : আমাদের আওয়াজ ওপর মহল পর্যন্ত পৌঁছাতে চেয়েছি। আমাদের এই লড়াই কোনও সরকারের বিরুদ্ধে নয়, আবার কোনও সরকারের পক্ষেও নয়। আমাদের লড়াই শুধু বিচার পাওয়ার লড়াই।

তথ্য সহায়তা : ভাস্কর বাগচী, সানি সরকার

এখন শহরকে দেখলে স্বজনের জন্য ভয় হয়

শহর শিলিগুড়ি দ্রুত বাড়ছে। আমাদের নাগরিকদের সচেতন সহযোগ করতে প্রস্তুত হতে হবে। যেন সুরক্ষিত নাগরিক জীবন সবার হয়। সংকীর্ণ স্বার্থপরতার বাড়বাড়ন্ত হলে পরিণামে দুষ্কৃতীদের দুঃসাহস বাড়ে। তাই উচিত কথা বলতেই হবে, লিখেছেন ভাস্বতী চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি এমন ছিল না অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে (যখন থেকে দেখছি)। তখন একটাই বড় রাস্তা ছিল, হিলকার্ট রোড। আর সব গলি, বাড়ি ছিল কাঠের দোতলা। পাকাবাড়ি করতে তখন বাইরে থেকে আসা ব্যবসায়ী, নানা বর্ধিষ্ণু বাঙালি তৎপর ছিল। কারণ নানাবিধি। কখনও বাস্তুহারা হয়ে আসায় নিরাপত্তাহীনতার আতঙ্ক, কখনও সম্পদ-স্বাচ্ছন্দ্যের সৌভাগ্য। গঞ্জের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসবার প্রচেষ্টা একদল মানুষ সব সময় করেন, এই শহরেও তাঁরা ছিলেন, আছেন, থাকবেনও। আজকালকার শহরটাকে দেখলে বড় ভয় হয়। এ ভয় নিজের জন্য নয়। হয়তো কোনও স্বজন, আবার হয়তো বা আমার সন্তানসম ছাত্রীদের জন্য।

মাঝে মাঝে প্রাণের এই শহরটাকে নিয়ে খুব বিচলিত হয়ে উঠি। তখন খুব জানতে ইচ্ছে করে, 'কেমন আছ শহর শিলিগুড়ি তুমি?' তোমার জন্মলগ্ন থেকে এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত তোমার ভাবনায় ছিল না যে রাতের শহরের দখল নেবে মহিলারা। একদিন প্রতিবাদ জানাবে তাদের নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে। তুমি প্রতিবাদ কম দেখোনি, দেশের, রাজ্যের, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদ থেকে গা বাঁচিয়ে তুমি যেতে পারো কি! পারো না, তাই অনেক কিছুই তুমি দেখেছ।

হাঁসখালি থেকে কামদুনি। মাটিগাড়া থেকে মালদা। কম তো নির্যাতিত হতে দেখলাম না বা শুনলাম না। খবরের কাগজ খুললেই মন বিষিয়ে দেওয়া একরাশ খবর। তার নবতম সংযোজন আরজি কর। যেদিন এত বড় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পথে নামল এই শহর, ঠিক তার পরদিনই নাকি গণধর্ষিত হতে হল এক স্কুল ছাত্রীকে। ছি।

প্রশ্ন হল, আর কবে দুষ্কর্মকারীদের চিহ্নিত করা যাবে আর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যাবে? কবে ন্যায়বিচার হবে? কবে পক্ষপাতহীনভাবে নিয়ম পালন করা সম্ভব হবে?

প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি প্রভাবশালী পক্ষের চাপের কাছে নতজানু হওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, তখন সাধারণ মানুষকে জঞ্জাল পরিষ্কার করতে বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ করতে হয়, প্রতিরোধ করতে হয়।

আমাদের সমস্ত সাংগঠনিক সংস্থা যথা স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, পোস্ট অফিস, ব্যাংক, নগরপালিকা, পুরনিগম ইত্যাদির যাঁরা প্রধান, তাঁরা নিজেদের সামাজিক কর্তব্যবোধের প্রতি যদি সচেতন হন, তবে সমাজচিত্র বদলে যেতে বাধ্য।

এই শহরে শুধু নয়, মানবসমাজেই দেখা যায়, অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে তার ফল ভোগ করতে হয়। অভিভাবক যদি ভাবেন, 'বয়সের দোষ' সময়ে সেরে যাবে, তবে জেনে রাখা দরকার, বদলে যাওয়া সময়কে চিনতে সজাগ থাকতেই হবে। সময়ে সচেতন না হলে 'লোকদেখানো' বিরোধ-অবরোধ-অবস্থানের কোনও মানে থাকে না।

সমাজের মূল্যবান পেশার মানুষের অপমান, নৃশংস হত্যার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ সারা দেশজুড়ে দফায় দফায় হয়ে চলেছে। আজ বাংলার কলঙ্ক নিয়ে 'অশ্রুপাত' না করে আগামীদিনে যেন দুষ্কর্ম করতে মৃত্যুভয় হয়, এমন ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হতে হবে। অবহেলা করা যাবে না।

প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি প্রভাবশালী পক্ষের চাপের কাছে নতজানু হওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, তখন সাধারণ মানুষকে জঞ্জাল পরিষ্কার করতে বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ করতে হয়, প্রতিরোধ করতে হয়।

শহর শিলিগুড়ি দ্রুত বাড়ছে, আমাদের নাগরিকদের সচেতন সহযোগ করতে প্রস্তুত হতে হবে, যেন সুরক্ষিত নাগরিক জীবন সবার হয়। সংকীর্ণ স্বার্থপরতার বাড়বাড়ন্তর পরিণামে দুষ্কৃতীদের দুঃসাহস বাড়ে। তাই উচিত কথা বলতেই হবে। আর চুপ থাকলে এ কথা সত্য হয়ে যাবে যে-

'যারা এই পাগলামোতে শামিল হবে না,
মেরে ফেলা হবে তাদের
বিরোধে বললে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে
যারা সব সত্যি বলবে, মেরে ফেলা হবে তাদের
তাদের জামার চেয়ে সাদা হলে তোমার জামা বরদাস্ত হবে না
জামায় যাদের দাগ নেই, মেরে ফেলা হবে তাদের
কৃষ্টির দুনিয়ার বাইরে ঠেলে দেবে, যারা চারণ নয়
যারা গুণ গাইবে না, মেরে ফেলা হবে
ধর্মের ধ্বজা নিয়ে না হাঁটলে মিছিলে
তাদের অবাধ্য বলে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে
এই সময়ের সবচেয়ে বড় অপরাধ নিরপরাধ
আর নিরস্ত্র হওয়া; যারা অপরাধী নয়
তাদের মেরে ফেলা হবে।'

শহর শিলিগুড়িতে মহিলারা নিরাপদ থাকবেন কি না সেটা প্রশ্ন হলেও এটা ভাববার সময় কি এখনও আসেনি যখন আমরা অত্যাচারীর অন্যায়ের এমন প্রতিবাদ, এমন প্রতিরোধ করতে পারব যে মানবতার মূল্য পাবে? আগামী শিক্ষক দিবসে, দুর্গাপুজোয় এ কলঙ্ক ধোয়া যাবে তো?

**কবিতা : রাজেশ জোশী, অনুবাদ : ভাস্বতী চক্রবর্তী*

ইস্ট-মোহন একসুরে 'আমরা করব জয়...'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : কলকাতায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সামনে যখন বাংলার তিন প্রধানের সমর্থকরা প্রতিবাদ জানাতে হাজির, তখন শহর শিলিগুড়িও শামিল সেই প্রতিবাদ যজ্ঞে। কখনও আওয়াজ উঠল 'লোটা-মাচা একটাই স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর।' কখনও আবার কলকাতায় লাঠিচার্জের ঘটনার প্রতিবাদে 'জবাব চাই, জবাব দাও।'

ডার্বি বাতিল হওয়ার পর থেকে শিলিগুড়ির ইস্ট-মোহন সমর্থকরা একসঙ্গে পথে নামার 'মিশন' নিয়েছিলেন আগেই। কলকাতায় ধুন্ধুমার ঘটনার পর সেই মিশন যেন আরও গতি পেয়ে যায়। বাঘা যতীন পার্ক থেকে শুরু হল লাল-হলুদ এবং সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে মিছিল। মিছিল যত এগোল, ততই বাড়ল তার আয়তন এবং ঝাঁঝ। মিছিল থেকেই ভেসে এল মোহনবাগান সমর্থক প্রভাস বাগচী, সৈকত রায়, ইস্টবেঙ্গল সমর্থক রণজিৎ দে, গৌরব সেনগুপ্তদের কোরাস- উই শ্যাল ওভারকাম... (আমরা করব জয়)।

আরজি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার বিচার চেয়ে একসঙ্গে পথে নামলেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থক সাবিত্রী মুখোপাধ্যায়, মোহনবাগান সমর্থক মাধবী রায়। নিজের নিজের ক্লাবের পতাকা হাতে সমর্থকরা যখন একসঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন, তখন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা অনিকেত রায়, বিশ্বজিৎ দাসরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন, 'সত্যি অভাবনীয় প্রতিবাদ।'

মোহন-ইস্ট সমর্থকদের ঐতিহাসিক মিছিলের সাক্ষী থাকতে পা মিলিয়েছিলেন চিকিৎসকরাও। গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে হাঁটলেন প্রিয়াংকা চৌধুরী। বললেন, 'আমি খেলা অত বুঝি না। কিন্তু এখন আমরা সবাই এক। আমাদের দাবি একটাই, দোষীদের কড়া শাস্তি।' মিছিলে এসেছিলেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) শিলিগুড়ির সভাপতি একে গুপ্ত ও সচিব শঙ্খ সেন। একসুরে বলে গেলেন, 'যে ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।'

মিছিল হাসমি চকে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড় করানো হয়। সেখানে স্লোগানের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। সেখানেই ছিলেন বছর বাহাত্তরের মোহনবাগান সমর্থক মনোতোষ তালুকদার। বললেন, 'এই মিছিল স্মরণীয় হয়ে থাকল।'

বাঘা যতীন পার্কে ইস্ট-মোহন সমর্থকদের প্রতিবাদ। ছবি : সূত্রধর

সমিতির সভা

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : রবিবার হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতির ৩৬তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করা পড়ুয়াদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিন ব্যবসায়ী সমিতির উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সভায় ছিলেন সমিতির সভাপতি সনৎ ভৌমিক প্রমুখ।

বিচার চেয়ে

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার বিচার চেয়ে পথে নামলেন ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। রবিবার নিউ জলপাইগুড়ির নেতাজি মোড়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে নির্যাতিতার আত্মার শান্তিকামনা করেন তাঁরা। উপস্থিত ছিলেন দীপঙ্কর মৈত্র।

আত্মঘাতী তরুণ

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : রবিবার সকালে পরিবারের সদস্যদের কাছে মেসেজ আসে- 'ম্যায় দুনিয়া ছোড়কে জা রাহা হু (আমি এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি)'। বছর চল্লিশের জিলাপ শেরপা (৪০)-র নম্বর থেকে মেসেজটি পেয়ে প্রথমে খানিকটা অবাক হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু তারপর যা ঘটল, তার জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না পরিবারের সদস্যরা। এদিনই জিলাপের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা পরিবার।

জিলাপ যে মেসেজটি পাঠিয়েছিলেন তাতে উল্লেখ করা ছিল তিনি জংশন এলাকার একটি হোটেলে রয়েছেন। মেসেজটি পেয়েই পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি খবর দেন শিলিগুড়ির আত্মীয়দের। এরপর আত্মীয়েরা দ্রুত হোটেলে এসে ম্যানেজারের কাছ থেকে রুম নম্বর জেনে সেখানে পৌঁছে দরজা ঠেলতে শুরু করেন। কিন্তু ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে প্রধাননগর থানায় খবর দেন। এরপর পুলিশ এসে দরজা ভাঙতেই জিলাপকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। তারপর দেহ উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জলঢাকার বাসিন্দা জিলাপ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসে কর্মরত ছিলেন।

আজ শহরে

■ নাট্যমেলা কমিটির উদ্যোগে ছোটদের নাটকের উৎসবের উদ্বোধন সন্ধে ৬.৩০ মিনিটে। দীনবন্ধু মঞ্চে 'শিরোনাম সংবাদ' এবং 'এখন প্লাবন' নাটক দুটি পরিবেশিত হবে।

প্রতিবাদ মিছিল

ইসলামপুর, ১৮ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবিতে রবিবার ইসলামপুরে মহিলারা পথে নামেন। বাস টার্মিনাস থেকে মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলে ৫০০-রও বেশি মহিলা শামিল হয়েছিলেন।

শহরে সরকারি জলসা জমজমাট

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : শনিবার জলপাইগুড়িতে জোরদার প্রতিবাদ হলেও শিলিগুড়িতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছিল তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান। রবিবার জলসার দ্বিতীয় দিনেও সেই রেশ বজায় থাকল শহরের দীনবন্ধু মঞ্চে। অনুষ্ঠান শুরুর ঘণ্টাখানেক আগে থেকেই ভিড় জমতে দেখা যায় এদিন। অনুষ্ঠান চলাকালীন উপচে পড়ল ভিড়।

এদিকে জলপাইগুড়িতে জলসা শুরুর আগে শনিবারের ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে ভিড় করেন ডাক্তার, শিল্পী, সাহিত্যিক সহ বিভিন্ন অংশের মানুষ। জেলা হাসপাতালের সামনে থেকে মিছিলে শামিল হন তাঁরা। আর্ট গ্যালারির সামনে যেতেই মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। সেদিনের ঘটনার প্রভাব পড়ে দর্শকাসনে। প্রায় ফাঁকা ছিল জলপাইগুড়ির জলসা। এর ঠিক উলটো ছবিটাই দেখা গিয়েছে এদিন শিলিগুড়িতে।

সময় যত গড়ায়, ততই বাড়তে থাকে শ্রোতার সংখ্যা। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কিশোরকুমার ও মান্না দে'র প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন শিবাজি চট্টোপাধ্যায়, অমিত গঙ্গোপাধ্যায়, তথাগত সেনগুপ্তর মতো শিল্পীরা। এদিন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান শেষ হওয়ায় খুশি দপ্তরের কর্তারাও।

শিলিগুড়িতে প্রতিবাদের মধ্যেই দীনবন্ধু মঞ্চে সরকারি অনুষ্ঠানে গান গাইছেন সুরজিৎ। রবিবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

এখনও ভাড়া পাননি মৃৎশিল্পীর মা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : ঘর ভাড়া দিয়েছিলেন প্রায় দেড় বছর আগে। প্রথম মাসের ভাড়াও পেয়ে যান সময় মতোই। কিন্তু তারপর থেকে গাঁইগুঁই শুরু। সেই থেকে প্রায় দেড় বছর কেটে গিয়েছে, ভাড়া মেটানোর নামগন্ধ নেই। ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে দিনের পর দিন ভাড়া না দিয়ে ঘর দখল করে রাখার অভিযোগ তোলেন এক বৃদ্ধা। বারবার টাকার জন্য তদ্বির করেও লাভ হয়নি। উলটে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন ঘরের মালিক ৭৬ বছরের বীণা পাল।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বীণা সপ্তাহ খানেক আগে পানিট্যাঙ্কি পুলিশ ফাঁড়িতে ভাড়াটিয়া অর্জুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান। সেখান থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে জানান তিনি। একপ্রকার বাধ্য হয়েই তিনদিন আগে সরাসরি পুলিশ কমিশনারের দ্বারস্থ হন বীণা। কিন্তু তারপরেও পুলিশের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ বৃদ্ধার। শেষমেশ রবিবার সমস্ত ঘটনা জানিয়ে শিলিগুড়ি মৃৎশিল্পী উন্নয়ন সমিতির কাছে চিঠি দিলেন প্রখ্যাত ভাস্কর্যশিল্পী প্রয়াত দেবেন পালের স্ত্রী বীণা।

এদিকে শহরের প্রথিতযশা পরিবারের এক সদস্যের এমন হয়রানির কথা জানাজানি হতেই বিভিন্ন মহল থেকে নিন্দা প্রকাশ করা হচ্ছে। শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, ডিসিপি জোন-১ দীপক সরকার কেউ এদিন ফোন ধরেননি। ফলে এই ঘটনায় পুলিশের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

> দেবেন ও তাঁর ছেলে জয়ন্ত পালের এই শহরের জন্য প্রচুর অবদান রয়েছে। এমন একজন শিল্পীর স্ত্রী এমনভাবে নির্যাতনের শিকার হবেন, তা সকলের জন্যই লজ্জার। প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এরপর আমাদেরই পথে নামতে হবে।
>
> **নান্টু পাল** *চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ কুম্ভকার উন্নয়ন সমিতি*

কয়েকদিন আগে অর্জুন বলেছিলেন, 'ওই বাড়ি বীণার কি না আমি জানি না। বাড়িটি আমার দখলে রয়েছে।' এরপর প্রশ্নের মুখে পড়ে তিনি সংবাদমাধ্যমের কোনও প্রশ্নের উত্তর দেবেন না বলে জানিয়ে দেন। এদিন অবশ্য তাঁর ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়টি শুনে পশ্চিমবঙ্গ কুম্ভকার উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান নান্টু পাল হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'দেবেন ও তাঁর ছেলে জয়ন্ত পালের এই শহরের জন্য প্রচুর অবদান রয়েছে। এমন একজন শিল্পীর স্ত্রী এমনভাবে নির্যাতনের শিকার হবেন, তা সকলের জন্যই লজ্জার। প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এরপর আমাদেরই পথে নামতে হবে।'

হাসমি চক এলাকায় একটি কারখানায় একসময় মূর্তি বানাতেন বীণার ছেলে জয়ন্ত। মাল্লাগুড়িতে থাকা শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তিটি জয়ন্তের হাতে গড়া। সেই এলাকার বাসিন্দা পলান চন্দ গত কয়েকদিন বীণার বিষয়টি নিয়ে দৌড়ঝাপ করছেন। তিনি বলেন, 'ওই পরিবারের সঙ্গে আমার অনেকদিনের সম্পর্ক। শুধু আমার নয়, গোটা শহরের। সহ নাগরিকের দায়িত্ব পালন করতেই পাশে দাঁড়িয়েছি।'

স্বামী ও ছেলের মৃত্যুর পর থেকে ঘর ভাড়ার টাকায় সংসার চলে বীণার। তাঁর অভিযোগ, 'ভাড়া চেয়ে নিগৃহীত হওয়ার পর পাড়া এবং শহরের বহু মানুষ পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। তবুও জানি না সুবিচার পাব কি না।' এদিকে মৃৎশিল্পী উন্নয়ন সমিতির সভাপতি অধীর পাল বর্তমানে অসুস্থ থাকলেও বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

হয়রানি

■ প্রায় দেড় বছর ভাড়া পাননি, শারীরিক নিগ্রহের শিকার হন প্রয়াত দেবেন পালের স্ত্রী বীণা পাল

■ সপ্তাহ খানেক আগে পানিট্যাঙ্কি পুলিশ ফাঁড়িতে ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন

■ পুলিশ ব্যবস্থা না নেওয়ায় সরাসরি পুলিশ কমিশনারের দ্বারস্থ হন প্রয়াত জয়ন্ত পালের মা

■ তিনদিন কেটে গেলেও ঠুঁটো জগন্নাথ প্রশাসন, রবিবার মৃৎশিল্পী উন্নয়ন সমিতিকে চিঠি বৃদ্ধার

‘খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছে ছ’টি দেহ’

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৮ অগাস্ট : কালিয়াচক আলিপুরের বাসিন্দাদের চোখে শনিবার রাতে ঘুম ছিল না। সকাল থেকে বারবার অনেকের চোখেই ভেসে আসছে মর্মান্তিক ছবি। গৌড় মালদা স্টেশনের কাছে একটি দুর্ঘটনাস্থলে পড়ে রয়েছে ছিন্নভিন্ন দেহ। কারও মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে রাস্তায়। যাঁরা দেখেছেন সেই দৃশ্য, কেউ ভুলতে পারছেন না।

শনিবার রাতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে সেখানকার ছয় তরুণের। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজারের কাটাগড় এলাকায়। বিকট আওয়াজ শুনে গৌড়বঙ্গ স্টেশনের রেক পয়েন্টে কর্মরত শ্রমিকরা দুর্ঘটনাস্থলের দিকে দৌড়ে যান। দেখেন, চার চাকার একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা মেরেছে একটি লরির পিছনে। লরিটি ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের বাম দিকে নেমে যাওয়ার উপক্রম।

দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি।

> সাতজনের মধ্যে আমার এক ভাগ্নেও রয়েছে। বাড়িতে খবর যায়, ওর দুর্ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়েই আমরা ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। তখনও ওখানে তিনটি লাশ পড়ে। মেডিকেলে এসে দেখি, আরও দুটি লাশ আনা হয়েছে। বাকি দুজন আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানি না।
>
> **মহম্মদ এসরাউল শেখ**
> আলিপুর-২ অঞ্চলের তৃণমূল সদস্য

অভিঘাতে ছোট গাড়িটির চালকের মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে বাইরে ছিটকে আসে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেহাংশ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাঁচজনের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দু'জনকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হলে রবিবার সকালে আরও একজন মারা যান। গোটা ঘটনা নিয়ে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

মৃতদের নাম সাকিউল শেখ (১৮), নাইম শেখ (১৬), মাসিদুর শেখ (১৮), নুর ইসলাম (১৯), নুর হাসান (১৯) ও গাড়িচালক শাকিল আখতার (১৮)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা মেডিকেলে ভর্তি রয়েছে পারভেজ শেখ (১৮)। নিহত পাঁচজনের বাড়ি আলিপুর এলাকায়। মৃত গাড়িচালক শাকিল আখতারের বাড়ি নওদা যদুপুর অঞ্চলের ভাগলপুর গ্রামে।

রবিবার রাতে ওই তরুণরা চার চাকা গাড়িতে চেপে মালদার দিকে আসছিলেন। কাটাগড় এলাকায় গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। গাড়িটি তীব্র গতিতে একটি লরির পিছনে ধাক্কা মারে। গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। খবর পেয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুই যুবককে মালদা মেডিকেলে পাঠায়। মৃতদেহগুলিও মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়।

কাটাগড়ে উদ্ধারকার্যে থাকা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি রবিবার জানান, 'এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি। চার চাকা গাড়ির ভিতরে থাকা দেহ টেনে বের করতে গিয়ে অনেকেরই শরীরের অংশ খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছিল।

চালকের মাথা দেহ থেকে ছিঁড়ে বাইরে চলে যায়। যে দু'জন তখনও জীবিত ছিল তাঁদের অবস্থাও খুব খারাপ। শুনলাম, আজ সকালে একজন মারা গিয়েছে।' খবর পেয়ে রাতেই মেডিকেলে চলে আসেন আলিপুর-২ অঞ্চলের তৃণমূল সদস্য মহম্মদ এসরাউল শেখ। তিনি জানান, 'সাতজনের মধ্যে আমার এক ভাগ্নেও রয়েছে। বাড়িতে খবর যায়, ওর দুর্ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়েই আমরা ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। তখনও ওখানে তিনটি লাশ পড়ে ছিল। মেডিকেলে এসে দেখি, আরও দুটি লাশ আনা হয়েছে। বাকি দু'জন আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানি না। তবে এরা কী কারণে মালদা শহরে আসছিল, এখনও জানা যায়নি।'

ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে থেকে হতাহতদের উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে আনা হয়। পাঁচজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রবিবার সকালে মালদা মেডিকেলে আসেন সুজাপুরের বিধায়ক আবদুল গনি। মৃতদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এরপর ট্রমা কেয়ার বিভাগে আহত তরুণকে দেখতে যান তিনি।

প্রশ্ন, বরাদ্দ গেল কোন খাতে

মিড-ডে মিলে গায়েব ২০ হাজার পড়ুয়া

কোচবিহার, ১৮ অগাস্ট : এতদিন হাতেকলমে হিসেবনিকেশ হত। কিন্তু শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে অনুযায়ী চলতি আর্থিক বছর থেকে অনলাইন পোর্টালে পড়ুয়াদের এনরোলমেন্ট আপলোড করার নিয়ম চালু হয়েছে। আর এটা করতে গিয়েই যেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হওয়ার জোগাড়! কোচবিহার জেলা মিড-ডে মিলে সদস্য সংখ্যা গতবছরের তুলনায় এবছর এক ধাক্কায় প্রায় ২০ হাজার কমে গিয়েছে।

এর জেরে এটা পরিষ্কার যে জেলার স্কুলগুলিতে প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখানো হচ্ছিল। তাহলে এতদিন ধরে এই ছাত্রছাত্রীদের মিড-ডে মিলের জন্য যে টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, সেই টাকা কোথায় গেল বলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। রবিবার এ বিষয়ে জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি গোটা বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখার কথা জানিয়েছেন।

কোচবিহার জেলায় ১,৮৫৩টি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। এছাড়া, ৩০০টির মতো সক্রিয় উচ্চপ্রাথমিক, ৪২টি মাধ্যমিক এবং ২০৮টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। এছাড়াও ২৩টি সরকার পোষিত মাদ্রাসা ও ১৬টি মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। পাশাপাশি, ৬৯৭টি এসএসকে এবং ১১৯টি এমএসকে রয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রি-প্রাইমারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ারা মিড-ডে মিল পায়। প্রশাসন সূত্রে খবর, মিড-ডে মিলে প্রাইমারির পড়ুয়াদের জন্য প্রতিদিন মাথাপিছু ৫ টাকা ৪৫ পয়সা ও হাইস্কুলের পড়ুয়াদের জন্য মাথাপিছু ৮ টাকা ১৭ পয়সা করে বরাদ্দ রয়েছে। অর্থাৎ বলা যায় মিড-ডে মিল বাবদ প্রতিদিন মাথাপিছু পড়ুয়াদের জন্য গড়ে ৭ টাকা করে বরাদ্দ হয়েছে। বছরে একজন স্কুল ছাত্রের জন্য ২৪৫ দিন মিড-ডে মিল বরাদ্দ রয়েছে।

কোচবিহার জেলায় গতবছরও মিড-ডে মিলে পড়ুয়ার সংখ্যা তথ্য সদস্য ৪ লাখ ২৩ হাজার ৭০০ জন ছিল। অথচ অনলাইন পোর্টালে এনরোলমেন্ট চালু হওয়ায় এবছর এক ধাক্কায় তা কমে ৪ লাখ ৪ হাজার ৩০২ জন হয়েছে। এই সংখ্যক পড়ুয়ার জন্য বরাদ্দ ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬২০ টাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কোচবিহার জেলায় ৩০০টির মতো সক্রিয় উচ্চপ্রাথমিকের পড়ুয়াদের অনেকেরই নাম পার্শ্ববর্তী হাইস্কুলগুলিতেও রয়েছে। যাতে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্যই এমনটা করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পড়ুয়ার সংখ্যা কম হওয়ার কারণে সবকিছু জেনেশুনেও উভয় স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও বিষয়টি নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করতেন না। কিন্তু অনলাইন পোর্টালে ছাত্রছাত্রীদের এনরোলমেন্ট আপলোড করার নির্দেশ চালু হওয়ায় এখন আর একই ছাত্রছাত্রীকে দুই স্কুলে দেখানো যাচ্ছে না। এর জেরে স্কুল কর্তৃপক্ষগুলি সমস্যায় পড়েছে।

তিস্তা থেকে মাছ ধরে বাড়ির পথে। গজলডোবার কাছে রবিবার অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

সবাই মিলে মধ্যাহ্নভোজ। টাকাগাছের একটি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে।

গুলির পর কুপিয়ে খুন কালিয়াচকে

কালিয়াচক, ১৮ অগাস্ট : ফের উত্তপ্ত কালিয়াচকের মোজমপুর গ্রাম। ব্রাউন সুগার বিক্রির কারবারে এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের গোলাগুলিতে রবিবার গভীর রাতে মৃত্যু হয়েছে একজনের। গুলি করার পর কুপিয়ে খুন করা হয় তাকে। আরও একজন নিখোঁজ বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। নিহতের নাম ওয়াহেদুর শেখ (৪২)। মোজমপুর গ্রামেই তার বাড়ি। সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ঝান্টু শেখ ওরফে জিন ব্রাউন সুগারের কারবারি বলে অভিযোগ।

কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়জাল রাজার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী মোজমপুরে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়। রবিবার দুপুর থেকে মোজমপুর গ্রামের একটি বাগানে পিকনিককে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়েছিল। স্থানীয় তৃণমূল নেতা আসাদুল্লাহ বিশ্বাসের উদ্যোগে ওই পিকনিক হচ্ছিল। যেখানে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা ছাড়াও গ্রামের বহু মানুষ খাওয়াদাওয়া করেন।

ব্রাউন সুগারের দুই কারবারি ঝান্টু শেখ ও ওয়াহেদুর শেখ দলবল নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র হাতে পিকনিকের সময় হামলা চালায় বলে আসাদুল্লাহদের অভিযোগ। দ্বিতীয় দফার ঝামেলায় ওয়াহেদুর শেখকে গুলি করার পরে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায় ঝান্টু। খবর পেয়ে পুলিশবাহিনী যায় মোজমপুরে। উপস্থিত হন কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী।

মোজমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আফরোজা খাতুন বলেন, পিকনিক চলাকালীন ব্রাউন সুগারের কারবারিরা আমার স্বামীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। তারপর গুলি চালায়। তখনই ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রামবাসী ওয়াহেদুরকে বাঁশ ও লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করে। ওই প্রহারে তার মৃত্যু হয়।

শহরে ফের রাত দখল

প্রথম পাতার পর

এমন তাগিদ থেকেই মূলত রাস্তায় পা রাখা হাজার হাজার তরুণীর। তাঁদের সঙ্গে লড়াইয়ের পথে শামিল পুরুষরাও। কেউ গিটারে গান ধরেছেন, কেউ আবার ঘরের মেয়ের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন। তাই শোনা গেল, 'তোমার স্বর, আমার স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর।' এখানেই শেষ নয়, সোমবার রাখি বন্ধন উৎসবও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদে মুখরিত হবে বলেই খবর পাওয়া যাচ্ছে।

আর শুধু কী ইয়াং জেনারেশন? বর্তমান প্রজন্মের লড়াইয়ে শামিল মা-ঠাকুমারাও। ৭০-এ পা দেওয়া শান্তিনগরের জবা রায় বললেন, 'নাতনির সঙ্গে এসেছি। আমাদের পাড়া থেকে অনেকেই এসেছে।'

বিচ্ছিন্নভাবে 'গদি ছাড়ো' স্লোগান শোনা গিয়েছে। চেনা কিছু বামপন্থী এবং গেরুয়া শিবিরের মুখ দেখা গিয়েছে। রাতের দখলের বাইরে ছিলেন না তৃণমূল সমর্থক বা কর্মীরাও। কিন্তু সকলেই সতর্কতার সঙ্গে চেষ্টা করে গিয়েছেন রাজনৈতিক ছোঁয়াচ থেকে কর্মসূচিকে বাইরে রাখতে।

তৃণমূল শিক্ষা সেলের সদস্যা এক শিক্ষিকা বললেন, 'বিবেকের তাড়নায় এসেছি।' একই কথা শোনা গেল মেয়েকে নিয়ে শামিল হওয়া ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার মঞ্জুশ্রী পালের কাছ থেকে। মিছিলে ছিলেন বিজেপির দুই নেতা নান্টু পাল এবং আশিস দে সরকার। কিন্তু এরসঙ্গে দল বা রাজনীতির কোনও যোগ নেই, দাবি করলেন তাঁরা। ডিওয়াইএফআই কর্মী চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় বললেন, 'এটা সাংগঠনিক কর্মসূচি নয়। মেয়েদের কর্মসূচি, নিজেদের জন্য।'

হাসমি চকে থাকা এক পুলিশকর্মী দাবি করলেন, 'আর এক-দু'দিন পর সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। কত আর এনার্জি থাকবে?' বাঘা যতীন পার্কে যখন দ্বিতীয় দফার রাত দখল শেষ হল, তখনও বাড়ির পথ ধরতে চাইছিলেন না অনেকে। তাঁদের স্বর একটাই, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস। বিচার না পাওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে।'

লক্ষ্যে স্থির মোহনারা

প্রথম পাতার পর

'জাস্টিস ফর আরজি কর'-এর দাবিতে। ১৪ অগাস্টের সেই রাতের ঘটনার পর রবিবার রাতে ফের একজোট হওয়ার জন্য শুক্রবার থেকেই 'লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার' নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করে একজোট হওয়ার চেষ্টা শুরু করেন দেবাদ্রিতারা। হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপের লিংক-ও ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যাতে সকলেই গ্রুপে যুক্ত হতে পারেন। নিজেদের মতপ্রকাশ করতে পারেন। এরমধ্যেই হঠাৎ করে হাজার সদস্যের ওই গ্রুপের মধ্যে কিছু তরুণ ঢুকে পড়েন। তাঁরা গ্রুপের মধ্যেই শুরু করেন গালাগাল। এরপর তাঁদের বের করে দেন এডমিনরা।

এরপর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর বের করে শুরু হয় সমানে হোয়াটসঅ্যাপ কল। এ ঘটনায় হতবাক সুগন্ধা বিশ্বাস। তিনি বলছিলেন, 'যা নিয়ে এত প্রতিবাদ হচ্ছে, তারমধ্যেই যদি কিছু মানুষ ঢুকে এমন করে, তাহলে সত্যি কথা বলতে কিছু করার নেই। এধরনের বেশ কিছু হোয়াটসঅ্যাপ কল আমি ব্লক করতে বাধ্য হয়েছি।' যদিও এ ধরনের মানসিকতার কিছু মানুষকে দূরে সরিয়েই এগিয়ে যেতে হবে বলে জানালেন দেবাদ্রিতা সাহা। তিনি বলেন, 'সবার মানসিকতাকে পরিবর্তন করা যাবে না। এদেরকে সরিয়ে দিয়েই আমাদের চলতে হবে।' সুগন্ধা বলেন, 'আমাদের কাছে যাবতীয় তথ্য ও নম্বর রয়েছে। ওদের বিরুদ্ধে আইনত যা ব্যবস্থা নেওয়ার সেদিকে আমরা যাব।' মার্টিনার কথায়, 'বিচারের দাবিতে আমাদের এই লড়াই চলবে।' একই সুর প্রোমোশ্রী, মোহনাদের।

এখনও নিখোঁজ ২

কিশনগঞ্জ, ১৮ অগাস্ট : রবিবার দুপুরে বিহারের পূর্ণিয়ার মুফসিল থানা এলাকার বেলউরির সৌরা নদীতে চারজন পড়ুয়া স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যায়। তাদের মধ্যে দুজনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করেন। কিন্তু আরও দুজন নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া নবম শ্রেণির আমন আলম ও মিটু আলম জানিয়েছে, বন্ধু আফতাব আলম ও মহম্মদ সাহিল মিলে তারা টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে নদীতে স্নান করতে নামে। আফতাব ও সাহিল এখনও নিখোঁজ। স্থানীয়রা নদীতে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন।

দুর্ঘটনায় হত

কিশনগঞ্জ, ১৮ অগাস্ট : কিশনগঞ্জ স্টেশনগামী পথে বাসস্ট্যান্ডের সামনে টোটো উলটে শনিবার রাতে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা রামসুন্দরী দেবীর ঘটনাস্থলে মৃত্যু হল। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর থেকে কিশনগঞ্জের অদূরে জুলজুলি গ্রামে বোনের বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন। ওই রাতে বাড়ি ফেরার জন্য ট্রেন ধরতে স্বামী রামগতি সিংয়ের সঙ্গে টোটোয় স্টেশনে যাচ্ছিলেন। এ সময় সেটি কোনওভাবে উলটে যায়। সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

জেলার খেলা

দাবা অ্যাকাডেমির উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রবিবার পুরনিগমের দাবা অ্যাকাডেমির উদ্বোধন হল। গ্র্যান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়ার বিরুদ্ধে দাবার বোর্ডে চাল দিয়ে মেয়র গৌতম দেব অ্যাকাডেমির উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার থেকে অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ শুরু হবে। দুই মাসে অন্তত একবার গ্র্যান্ড মাস্টার অথবা ইন্টার ন্যাশনাল মাস্টার অ্যাকাডেমিতে এনে স্পেশাল কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে বলে মেয়র ও দিব্যেন্দু আশ্বাস দিয়েছেন। অ্যাকাডেমিতে শিলিগুড়ির সিনিয়ার খেলোয়াড়রা নিয়মিত অনুশীলন চালিয়ে যেতে পারবে বলে গৌতমবাবু জানিয়েছেন। পুরনিগমের তরফে অ্যাকাডেমি চালনার দায়িত্ব দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে। সংস্থার সচিব বাবলু তালুকদার বলেছেন, 'শনি ও রবিবার সহ সপ্তাহে চারদিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আমরা মেয়রের কাছে আবেদন রেখেছি দার্জিলিং জেলায় অনূর্ধ্ব-১৩ জাতীয় দাবা আয়োজনে সহযোগিতার জন্য।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত পুরনিগমের স্পোর্টস কমিটির সদস্য মদন ভট্টাচার্য, মনোজ ভার্মা, অনুপ বসুরা শিলিগুড়িতে দাবা অ্যাকাডেমি উপহার দেওয়ার জন্য মেয়রকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জয়ী উইনার্স, দাদাভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : পুরনিগমের শিলিগুড়ি মেয়র কাপ আন্তঃকোচিং ক্যাম্প ফুটবলে রবিবার উইনার্স কোচিং ক্যাম্প টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে ও শালুগাড়া নেত্রবিন্দুকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা নেত্রবিন্দুর সিয়ম গুরুং।

অন্য ম্যাচে দাদাভাই কোচিং ক্যাম্প ১-০ গোলে শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করে সক্ষম খাওয়াস। ম্যাচের সেরা দাদাভাইয়ের মধুমঙ্গল বর্মন। সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে উইনার্স ও শিলিগুড়ি সিটি এফসি। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভিএনসি মর্নিং সকারের বিরুদ্ধে নামবে দাদাভাই।

পাওয়ার লিফটিং ট্রায়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ অগাস্ট : রাঁচিতে অনুষ্ঠেয় ইকুইপমেন্ট পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য রাজ্য দল গঠনে বৃহস্পতিবার ট্রায়াল নেওয়া হবে। বাংলার পাওয়ার লিফটিং ক্রীড়া সংস্থার সচিব অশোক চক্রবর্তী জানিয়েছেন, হায়দারপাড়ায় এশিয়ান গোল্ডেন জিমে ট্রায়াল নেওয়া হবে। রাঁচিতে প্রতিযোগিতাটি ২০ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর হবে।

সেরা বিবেকানন্দ

খড়িবাড়ি, ১৮ অগাস্ট : খড়িবাড়ি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব। রবিবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে শচীন্দ্রচন্দ্র চা বাগান ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। খড়িবাড়ি হাইস্কুলের স্টেডিয়ামে গোল করেন রাজু হাঁসদা।

প্রতিবাদ মিছিলেও ইভটিজিং

হেমতাবাদ, ১৮ অগাস্ট : রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি। শনিবার তা প্রমাণিত। আরজি করের চিকিৎসক পড়ুয়াকে খুন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে শনিবার তৃণমূলের মিছিল বেরিয়েছিল হেমতাবাদে। পদযাত্রার সঙ্গে মিছিলে শামিল ছিল বাইক সহ ছোট গাড়িও। সেই মিছিল থেকেই দুই মহিলাকে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি ও শাড়ি ধরে টানার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। অবশ্য এই ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে হেমতাবাদ থানার পুলিশ। ধৃতদের একজন শ্রীদাস মণ্ডল (২৩) ইটাহার থানার কাকরসিং গ্রামের বাসিন্দা। আরেক ধৃত মাসুম আলির (২৩) বাড়ি কালিয়াগঞ্জ থানার তিলগাঁওয়ে। দু'জনের বিরুদ্ধেই নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ হেমতাবাদে তৃণমূলের তরফে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে একটি মিছিল বের করা হয়। সেই মিছিলে নিজেদের গাড়ি নিয়ে অংশ নেয় একদল তরুণ। অভিযোগ, গাড়ির ভিতর থেকে তারা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলা ও তরুণীদের উত্ত্যক্ত করতে থাকে। পাশাপাশি গাড়ি থেকে নেমে শাড়ি ধরে টানাহ্যাঁচড়াও করে।

সেই দৃশ্য দেখে স্থানীয় দোকানদার সহ এলাকার বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এনিয়ে উত্তেজনা ছড়ালে পুলিশ হেমতাবাদের শালবাগানে আটজনকে আটক করে। চারচাকার গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। রবিবার রাতে নির্যাতিতা মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও বাকি তৃণমূল কর্মীদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ধৃতদের মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া।

নির্যাতিতার বক্তব্য, 'মিছিল থেকে আমাকে ও আমার পাশে থাকা মহিলাদের উত্ত্যক্ত করছিল ওই তরুণরা। কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করছিল। প্রতিবাদ করলে ওরা গাড়ি থেকে নেমে আমার শাড়ি টেনে ছিঁড়ে দেয়। তা দেখে সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশ আটজনকে ধরে নিয়ে যায়।'

হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামার বক্তব্য, 'মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

বাদ শাহজাহান

কলকাতা, ১৮ অগাস্ট : জেলবন্দি শাহজাহানকে সরানো হল পদ থেকে। সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি ছিলেন শাহজাহান। এবার তাঁকে দলীয় পদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরানো হল। তাঁর জায়গায় সন্দেশখালির ১ নম্বর ব্লকের নতুন সভাপতি হলেন মিজানুর রহমান। একইরকমভাবে সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের নতুন সভাপতি পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দিলীপ মল্লিককে।

লোকসভা নির্বাচনের আগে জমি কেলেঙ্কারি ও মহিলাদের ওপর অত্যাচার সহ বিভিন্ন ঘটনায় সংবাদের শিরোনামে আসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সন্দেশখালি। তার আগে র‍্যাশন দুর্নীতি কাণ্ডে শাহজাহানকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিলেন সিবিআই কর্তারা।

লালবাজারে ডাক

প্রথম পাতার পর

তবে জানা গিয়েছে, সোমবার একদল ডাক্তার কলকাতা মেডিকেল থেকে মিছিল করে কুণাল ও সুবর্ণকে লালবাজারে পৌঁছে দেবেন। জিজ্ঞাসাবাদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সেখানেই থাকবেন। লকেট অবশ্য পুলিশের নোটিশই পাননি জানিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশের অভিযোগ, নিহত চিকিৎসকের নাম ও ছবি প্রকাশ এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টকে বিকৃত করা।

বিজেপির পালটা দাবি, প্রতিহিংসাবশত পুলিশ এই তলব করছে। প্রয়োজনে পুলিশের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে। আরজি করের ঘটনায় সিবিআই এই নিয়ে পরপর তিনদিন প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। রবিবার বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি সিবিআইয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন কি না? তাঁকে কেন বারবার তলব করা হচ্ছে? সেমিনার হল সংলগ্ন জায়গা সংস্কারের প্রয়োজন কেন হল? প্রশ্ন শুনে মেজাজ হারিয়ে তিনি দ্রুত গাড়িতে উঠে যান।

তবে সবকিছু ছাপিয়ে রবিবার চর্চায় ছিল সুখেন্দুশেখরকে লালবাজারে তলব। আরজি করের অধ্যক্ষ ও পুলিশ কমিশনারকে রাজ্য সরকার আড়াল করছে বলে বিরোধীদের অভিযোগই মান্যতা পেয়েছে তাঁর পোস্টে। পুলিশের বক্তব্য, ঘটনার তিনদিন পর আরজি করে ডগ স্কোয়াড নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে তাঁর বক্তব্য সঠিক নয়। তিনি এই তথ্য কোথা থেকে পেলেন জানতে ডেকে পাঠানো হয়েছে। আরজি করের ঘটনায় প্রথম থেকেই তিনি দলের লাইনের বাইরে চলেছেন। ১৪ অগাস্ট মহিলাদের 'রাত দখল' কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

নবান্নের নির্দেশে কলকাতা পুলিশের অধীনে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের তথ্য জানতে চেয়ে সমস্ত থানাকে নির্দেশিকা দিয়েছে লালবাজার। সিভিক ভলান্টিয়ার ও হোমগার্ডদের চারিত্রিক দোষের অভিযোগ রয়েছে কি না ও অতীতে কারও বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কোনও কাজের অভিযোগ রয়েছে কি না, তা যাচাই করতে বলা হয়েছে।

ময়দানের গর্জন

প্রথম পাতার পর

'আমাদের আটক করেছ করো। কিন্তু আমাদের ভাইবোনেরা এই প্রতিবাদ এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা থামব না।' যদিও তাঁদের থানায় নিয়ে যাওয়া যায়নি। কারণ ভ্যান ঘেরাও করে প্রতিবাদ দেখান আন্দোলনকারীরা। তাঁদের চাপে পড়ে আটক করা আন্দোলনকারীদের ছেড়ে দেওয়া হয়। দেখা যায় সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতি কল্যাণ চৌবে তাঁদের ভ্যান থেকে নামিয়ে আনছেন।

এরই মধ্যে জমায়েতে শামিল হতে স্টেডিয়াম চত্বরে সস্ত্রীক উপস্থিত হন জাতীয় দলের ফুটবলার তথা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অধিনায়ক শুভাশিস বসু। শুধু খেলাপ্রেমীরাই নন, চিকিৎসক থেকে শিক্ষক, ব্যবসায়ী থেকে অভিনেতারাও প্রতিবাদে শামিল হন। আগ্রাসনেও আন্দোলনকারীদের দমানো যাচ্ছে না দেখে পুলিশ লাঠিচার্জ বন্ধ করে। সেই সুযোগে শপিং মল থেকে বেরিয়ে ফের রাস্তায় নামেন আন্দোলনকারীরা। এবার বাইপাস ধরে বিল্ডিং মোড় পর্যন্ত চলে মিছিল। সেখানে সকলে গলা মেলান 'আমরা করব জয়, নিশ্চয়' গানে।

ডার্বির দিন দুই পক্ষের সমর্থকদের হাতাহাতি, ঝামেলার দৃশ্যই পরিচিত। কিন্তু এবার তাঁদের একজোট হয়ে একই সুরে সুর মেলানোর মতো নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী রইল তিলোত্তমা। আরজি কর কাণ্ড মিলিয়ে দিল বাংলার তিন প্রধানকে।

আন্দোলনে দায়িত্বজ্ঞান না থাকলে মুশকিল

প্রথম পাতার পর

সতর্কবার্তাটি রাজধর্ম পালনের। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে যে আপাদমস্তক দুর্নীতিবাজ ঘুঘুরা বাসা বেঁধেছে, দলীয় রাজনীতির

ঊর্ধ্বে উঠে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে একটি স্বচ্ছ প্রশাসন রাজ্যবাসীকে উপহার দেওয়ার বার্তা। এই বার্তাটি যদি শাসক এখন পড়তে না পারে, যদি এখনও মনে করে তারা বালিতেই মুখ গুঁজে থাকবে, তাহলে বলতেই হচ্ছে ভবিষ্যৎটি তাদের জন্য খুব সুখপ্রদ হবে না।

আরজি কর হাসপাতালের ন্যক্কারজনক ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তা শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে শেষ হবে, এই ঘটনার মূল অপরাধীরা কবে ধরা পড়বে- তা অজানা। এই আন্দোলন যেমন প্রশাসনকে একটি সতর্কবার্তা দিচ্ছে, তেমনই আরেকটি প্রশ্নও কিন্তু তুলে দিচ্ছে। প্রশ্নটি হচ্ছে, আরজি করের ঘটনা নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন কি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেবে?

জুনিয়ার ডাক্তাররা যে যে দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন সেই প্রত্যেকটি দাবিই ন্যায্য। তা নিয়ে কারও কোনও দ্বিমত নেই। এমনকি প্রশাসনও এই দাবিগুলির প্রতি সহমর্মিতা দেখাচ্ছে। একজন সহকর্মীর এমন নৃশংস মৃত্যুতে তাদের ভিতরে ক্ষোভের অগ্ন্যুৎপাত হবে- এটাও স্বাভাবিক। এইসব স্বাভাবিকতা মেনে নিয়েও বলতে হচ্ছে, এই আন্দোলনে কোথাও কি দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়েও প্রশ্ন তোলার অবকাশ তাঁরা দিয়ে যাচ্ছেন না? অপ্রিয় হলেও, এই প্রশ্নটি কিন্তু উঠছে এখন।

তাঁদের সহকর্মীর হত্যাকাণ্ডের অপরাধীরা গ্রেপ্তার না হওয়া এবং তাঁদের অন্যান্য দাবিসমূহ পুরোপুরি না মেটা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। এই আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ কর্মবিরতি। জুনিয়ার ডাক্তারদের এই কর্মবিরতির ফলে রাজ্যের গরিষ্ঠাংশ সরকারি হাসপাতালে একটি অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকটি হাসপাতালকে বাদ দিলে কলকাতা এবং জেলার অধিকাংশ সরকারি হাসপাতালেই আউটডোর বিভাগ বন্ধ। দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীরা জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবাটি পাচ্ছেন না।

আরজি করে চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার এখন সিবিআইয়ের হাতে। যে কোনও তদন্তে সিবিআইয়ের দীর্ঘসূত্রিতা সকলেরই জানা। তদুপরি এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন মামলায় সিবিআইয়ের সাফল্য প্রায় শূন্য। ফলে এই ঘটনাটিরও তদন্ত করে দোষীদের ধরতে সিবিআই কত সময় লাগাবে তা ঈশ্বরেরও অজানা। এই ঘটনাতেও সিবিআই শেষপর্যন্ত সাফল্য পাবে কি না তা নিয়েও সংশয় থেকেই যায়।

এখন জুনিয়ার ডাক্তাররা যদি অপরাধী ধরা না পড়া পর্যন্ত কর্মবিরতির আন্দোলনে অটল থাকেন, তাহলে সরকারি হাসপাতালগুলির আউটডোরও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। জুনিয়ার ডাক্তাররা নিশ্চয়ই জানেন এই সরকারি হাসপাতালগুলির আউটডোরে যাঁরা চিকিৎসার জন্য আসেন তাঁরা শহর এবং গ্রাম-মফসসলের সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং প্রান্তিক শ্রেণির মানুষজন। বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমের দামি চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়ার ক্ষমতা এঁদের নেই। এই শ্রেণির মানুষজনের কাছে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরাই ভরসা।

আজ প্রায় আট-ন'দিন ধরে প্রতিদিনই দূরদূরান্ত থেকে রোগীরা হাসপাতালে এসে ফিরে যাচ্ছেন সে চিত্র আমরা দেখছি। এইসব রোগীর মধ্যে ক্যানসার রোগীর মতো গুরুতর অসুস্থরাও রয়েছেন। জুনিয়ার ডাক্তারদের এই কর্মবিরতির ধাক্কা গিয়ে পড়েছে হাসপাতালের অন্যান্য বিভাগেও। হাসপাতালে যে রোগীরা ভর্তি রয়েছেন তাঁরাও ঠিকমতো পরিষেবা পাচ্ছেন না। অনেক রোগীকেই তাঁদের আত্মীয়পরিজন বাধ্য হয়েই সরকারি হাসপাতাল থেকে অন্যত্র নিয়ে গিয়েছেন। ইতিমধ্যেই হাসপাতালে প্রয়োজনীয় আউটডোর পরিষেবা না পাওয়ার ফলে তিনজন গুরুতর অসুস্থ রোগী মারা গিয়েছেন- এই অভিযোগও উঠেছে।

এই বিশৃঙ্খল অবস্থা নিয়ে ইতিমধ্যেই সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীর পরিজনেরা প্রশ্ন তুলছেন। জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েও তাঁরা বলছেন, তাঁদের মতো অসহায় মানুষরা কি চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকবেন?

জুনিয়ার ডাক্তারদের ভাবতে হবে। দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসা অসহায় সাধারণ মানুষের চিকিৎসার একটি গুরুদায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত। সেই দায়িত্বকে অস্বীকার করে আন্দোলন চালানো দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচয়।

এক্ষেত্রে আটের দশকের জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনকে স্মরণ করা যেতে পারে। ওই সময়ও দু-দু'বার জুনিয়ার ডাক্তাররা বড় আন্দোলনে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে কোনও প্রশ্ন তখন ওঠেনি। কারণ, ওই সময়ের আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তাররা হাসপাতালে বিকল্প আউটডোর চালু করেছিলেন। কোনও রোগীকে চিকিৎসা করাতে এসে হাসপাতাল থেকে আন্দোলনের কারণে ফিরে যেতে হয়নি।

জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষ সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু যদি দীর্ঘদিন হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা এভাবে ব্যাহত হতে থাকে, তাহলে এক সময় জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের পিছন থেকেও মানুষের সমর্থন সরে যেতে বাধ্য। এমনিতেই এই আন্দোলনে রাজনীতির কারবারিরা রাজনীতির রং লাগিয়ে দেওয়ায় অনেকেই ক্ষুব্ধ। এরপর যদি জুনিয়ার ডাক্তারদের লাগাতার কর্মবিরতি সাধারণ মানুষের বিরক্তি উৎপাদন করে তাহলে, শুনতে খারাপ লাগলেও বলছি, এই আন্দোলনও অতীতের অনেক আন্দোলনের মতোই নিষ্ফলা হয়ে পড়বে।

আরজি কর কাণ্ডে সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি হরভজনের

আমিও লজ্জিত, বলছেন বিরাট

নয়াদিল্লি, ১৮ অগাস্ট : বাতিল ডুরান্ড কাপের ডার্বি।

বিচারের দাবিতে প্রতিবাদ অবশ্য থেমে নেই। বইছে নিন্দার ঝড়। এদিন আরজি করের নারকীয় ঘটনায় মুখ খুললেন বিরাট কোহলিও। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়ায় নাগরিক সমাজের জন্য এই ঘটনা একরাশ লজ্জা বলে অভিহিত করেছেন কিং কোহলি।

প্রতিবাদে শামিল হতে আবেদন রেখেছেন দেশবাসীর কাছেও। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অভিষেকের ১৬ বছর পূর্তির দিন সবার কাছে বিরাটের ছোট্ট প্রশ্ন-'এইরকম ঘটনার পরও চুপ থাকা অন্যায়। ঘটনাটি যদি নিজের পরিবারের কারও সঙ্গে হত, তাহলে কি করতেন? দর্শক হয়ে থাকতেন নাকি প্রতিবাদে মুখর হতেন, পাশে দাঁড়াতেন?'

বিরাটের কথায়, এই ঘটনায় তিনি গভীরভাবে মর্মাহত। তিনি লজ্জিত। ২৯ সেকেন্ডের ভিডিও বার্তায় বলেছেন, 'আমি মর্মাহত। লজ্জিত এরকম সমাজের অংশ হওয়াই। আমাদের চিন্তাভাবনায় বদল আনতে হবে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার সমতা এবং সম্মান প্রাপ্য।'

'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' নিয়ে সরব হরভজন সিংও। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন প্রাক্তন অফস্পিনার। শুধু মৌখিক দাবিতেই থেমে থাকেননি আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ হরভজন।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের মতো গর্জে উঠলেন বিরাট-হরভজনও।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রীর কাছেও চিঠি লিখেছেন, কড়া শাস্তি ও আইন আনার।

বিচারে বিলম্বে বিরক্ত হরভজন চিঠিতে লিখেছেন, 'এই ঘটনা সবাইকে নড়িয়ে দিয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তা, সম্মানের সঙ্গে কোনও আপস চলে না। দোষীদের অবিলম্বে কঠোর এবং সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হবে, যা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। একইসঙ্গে এমন সমাজ তৈরি করতে হবে, যেখানে নারীরা নিরাপদ থাকবে।'

পরবর্তী এক ভিডিও বার্তায় নিজের দাবিপত্র নিয়ে হরভজন বলেছেন, 'কলকাতায় আমার দেশের এক মেয়ের সঙ্গে জঘন্যতম ঘটনা ঘটেছে। সবাইকে এক হয়ে এর বিচারের দাবি তোলা উচিত। আমি মমতাদি, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাষ্ট্রপতির কাছে অনুরোধ করেছি, সকলে মিলে এমন আইন তৈরি করা হোক, যাতে এমন নির্মম কাজ করার আগে দুষ্কৃতীরা নিজের ভয়ংকর পরিণতির কথা মাথায় রাখে।'

> এই ঘটনা সবাইকে নড়িয়ে দিয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তা, সম্মানের সঙ্গে কোনও আপস চলে না। দোষীদের অবিলম্বে কঠোর এবং সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হবে, যা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। একইসঙ্গে এমন সমাজ তৈরি করতে হবে, যেখানে নারীরা নিরাপদ থাকবে।
>
> **হরভজন সিং**

প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার টি২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন তিনি। যার প্রথম লাইনে লেখা, 'মেয়েকে রক্ষা করুন।' যদিও সেই লাইনটি কেটে নিচে লেখা, 'আপনার ছেলেকে শিক্ষিত করুন। এবং আপনার ভাই, বাবা, স্বামী, বন্ধুদেরও।'

কোহলিকে কুর্নিশ কোচ গম্ভীরের

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৬ বছর পূর্ণ

নয়াদিল্লি, ১৮ অগাস্ট : ১৮ অগাস্ট ২০০৮ শ্রীলঙ্কা। ১৮ অগাস্ট ২০২৪ নয়াদিল্লি।

মাঝে দীর্ঘসময় পার। অঙ্কের বিচারে সংখ্যাটা ১৬। আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙিনায় ১৬ বছর পার করে ফেললেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। আর সেই দিনেই বিরাটকে নিয়ে আবেগের সাগরে ডুব দিলেন টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীর।

অতীতে তাঁদের সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। বেশিরভাগ সময়ই গম্ভীর-কোহলির মধ্যে থাকা তিক্ততা দুনিয়ার সামনে এসেছে। যা নিয়ে নানা সময়ে কম বিতর্ক হয়নি। ছবিটা আচমকা বদলাতে থাকে এপ্রিল-মে মাসে আইপিএলের সময় থেকে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর হিসেবে মাঠে হাজির হয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অন্যতম সেরা ক্রিকেটার কোহলির সঙ্গে খোশমেজাজে আড্ডা দিতে দেখা যায় গম্ভীরকে। একবার নয়, বেশ কয়েকবার এমন দৃশ্য আইপিএলে সামনে এসেছিল।

কলকাতা নাইট রাইডার্স আইপিএল খেতাব জয়ের পর থেকেই মেন্টর গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার কোচ হওয়ার দৌড়ে। সেই সময়ও কোহলি-গম্ভীর কীভাবে এক সাজঘরে থাকবেন, তা নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। বাস্তবে দুইজনের সম্পর্কের ছবিটা বদলেছে। তৈরি হয়েছে পারস্পরিক সম্মানও। যার প্রমাণ কোচ গম্ভীরের প্রথম সফর শ্রীলঙ্কায়

কেরিয়ারে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে ১২ রানে আউট হয়ে ফেরার সময় বিরাট কোহলি।

যেমন দেখা গিয়েছে, তেমনই আজও দেখল দুনিয়া। কোহলির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৬ বসন্ত পার হওয়ার দিনই বিরাটকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ। জানিয়ে দিলেন, ১৬ বছর আগে ২০০৮ সালে শ্রীলঙ্কার মাটিতে যখন কোহলির আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল, সেই ম্যাচের সতীর্থ হিসেবে গম্ভীরের মনে হয়েছিল বিরাট লম্বা রেসের ঘোড়া। বাস্তবে সেটাই হয়েছে। গম্ভীর আজ কোহলিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, 'শ্রীলঙ্কার মাটিতে কোহলির যখন একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক হয়, আমিও ছিলাম সাজঘরে। প্রথম ম্যাচে বড় রান পায়নি ও। কিন্তু সেদিন ওকে দেখার পরই আমি বুঝে গিয়েছিলাম, বিরাট আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে থাকতেই এসেছে। পরে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।'

ঠিক কোন জাদুবলে গম্ভীর-কোহলির দূরত্ব ঘুচে গিয়েছে, তা নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার কোচ কোনও মন্তব্য করেননি। বরং বিরাটকে নিয়ে অতীতে তাঁর মধ্যে থাকা যাবতীয় আগ্রাসন আরব সাগরের জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন গম্ভীর। টিম ইন্ডিয়ার কোচের কথায়, 'বিরাট চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশে ঘরোয়া ক্রিকেট ও আইপিএলে ব্যাট হাতে ওর সাফল্যই প্রমাণ করে দিচ্ছে কোহলি কত বড় ক্রিকেটার। ওর ফিটনেসের যা মান, আমি নিশ্চিত আগামী কয়েক বছর জাতীয় দলের হয়ে চুটিয়ে খেলবে ও।'

খেলায় আজ

১৯৯৫ : ৩ বছর জেলে কাটানোর পর বক্সিং রিংয়ে ফিরলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন মাইক টাইসন। প্রত্যাবর্তন ম্যাচে ৮৯ সেকেন্ডে প্রতিপক্ষ পিটার ম্যাকনিলি ৮৯ সেকেন্ডে ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যান।

সেরা অফবিট খবর

বাস্কেটবল কোর্টে ফুটবল সঞ্জুর

শ্রীলঙ্কা সিরিজ শেষে দেশে ফিরে অনুশীলন থেকে ছুটি নেননি সঞ্জু স্যামসন। প্রস্তুতির মাঝেই বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল নিয়ে তিনি হাজির হয়েছিলেন বাস্কেটবল কোর্টে। কিন্তু ফুটবল বা বাস্কেটবল কোনও খেলার নিয়মই তাঁরা অনুসরণ করেননি। কেউ পা দিয়ে, আবার কেউ মাথা দিয়ে আঘাত করে কোর্টের এক প্রান্ত থেকে আরও এক প্রান্তে বল পাঠিয়েছেন।

উত্তরের মুখ

শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র কাপ আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে দাদাভাই কোচিং ক্যাম্প ক্লিনশিট রেখে শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে। যার প্রধান কারিগর হিসেবে চিহ্নিত করে দাদাভাইয়ের ডিফেন্ডার মধুমঙ্গল বর্মনকে (বাঁ দিকে) ম্যান অফ দ্য ম্যাচ দেওয়া হয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. সবাধিক টানা ২৩ মরশুম ক্লাব ফুটবলে গোল করার নজির কার দখলে রয়েছে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. রোহিত শর্মা, ২. ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, সুজন মহন্ত, বীণাপানি সরকার হালদার, তপোব্রত দেব, সায়ন বিশ্বাস, কাজল রায়, অসীম হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, অমৃত হালদার, সুখেন স্বর্ণকার, টুইঙ্কেল পাল, অভিনব ভৌমিক, দেবব্রত সাহা রায়, আবেশ কর্মকার, কৌশোভ দে, তোয়ন পাল।

ভারতের জন্যই লম্বা ছুটি কামিন্সের

যশস্বীকে থামাতে টমের শরণাপন্ন লায়োন

সিডনি, ১৮ অগাস্ট : ২০১৪-'১৫, শেষবার বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি জয়।

মাঝে দশক পার। ঘরে-বাইরে গোটা চারেক সিরিজে মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। কিন্তু ভারত-বধের লক্ষ্য পূরণের বদলে যন্ত্রণার তালিকা দীর্ঘ হয়েছে। কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিঁটে, ঘরের মাঠে শেষ দুই সিরিজেও টিম ইন্ডিয়ার কাছে হার!

প্রতীক্ষার যন্ত্রণাটা এবার মুছে ফেলতে মরিয়া অস্ট্রেলিয়া। লক্ষ্যপূরণে দলের অন্যতম অস্ত্র নাথান লায়োনের মুখে একটাই সুর-'ডু ইট নাউ'। আত্মবিশ্বাসী গলায় জানিয়েও দিলেন, আগামী নভেম্বরে ঘরের মাঠে ভারত-বধে লক্ষ্যভেদে ভুলচুক করতে নারাজ।

লায়োন বলেছেন, 'প্রায় দশ বছর হতে চলল। এবার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে চাই। অনেকদিন হয়ে গেল। খিদেটা নিয়ে এবার নামব। ভারতীয় দল তারকাখচিত। কঠিন প্রতিপক্ষও। কিন্তু আমরা মরিয়া সিরিজ জয়ের জন্য। গত সিরিজের দলগুলির চেয়ে আমাদের এই দলের পার্থক্য রয়েছে। অনেক ভালো ক্রিকেটও খেলছি আমরা।'

প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁকফোকরও রাখতে নারাজ। বাঁহাতি তরুণ ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়ে থাকছে বিশেষ পরিকল্পনা। কাউন্টি সতীর্থ ইংল্যান্ডের বাঁহাতি স্পিনার টম হার্টলের থেকে যশস্বী সম্পর্কে টিপসও নিয়ে এসেছেন লায়োন। গত ভারত সফরে হার্টলে মুখোমুখি হয়েছিলেন যশস্বীর। হার্টলের যে অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চান লায়োন।

রাখঢাক না করেই বলেন, 'যশস্বীর বিরুদ্ধে খেলিনি আমি। কিন্তু ও আমাদের বোলারদের জন্য চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যেভাবে খেলেছিল (আগ্রাসী ব্যাটিং), রোমাঞ্চকর লেগেছিল। হার্টলের সঙ্গে যা নিয়ে কথা বলেছি। টেস্ট ফরম্যাট নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসি। কারণ, কথা বললে অনেক অজানা কিছু জানা যায়, যা কাজে লাগে।'

সতীর্থের সুরে সুর মিলিয়ে প্যাট কামিন্স জানান, বর্ডার-গাভাসকার সিরিজের ট্রফি এখনও তাঁর ক্যাবিনেটে নেই। সেই আক্ষেপ এবার মেটাতে চান। অজি টেস্ট অধিনায়ক বলেছেন, 'ভারত সত্যিই ভালো দল। ওদের সঙ্গে নিয়মিত খেলার ফলে, ওদের শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আমরা। আর গত কয়েক বছরে অনেক সাফল্যের মধ্যে এই ট্রফিটা (বর্ডার-গাভাসকার সিরিজ) জিততে পারিনি এখনও। আক্ষেপ মেটাতে চাই।'

ভারত সিরিজের জন্য নিজেকে তরতাজা রাখতেই মূলত লম্বা ছুটি। জুলাইয়ে মার্কিন মেজর লিগে যোগ দিলেও মাঝপথেই সরে দাঁড়ান। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পরবর্তী সীমিত ওভারের সিরিজেও খেলবেন না। যে প্রসঙ্গে কামিন্স বলেছেন, 'বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পর টানা ১৮ মাস বল করছি। তাই ছুটি। ৭-৮ সপ্তাহ বিশ্রামে শরীরকে তাজা রেখে আগামী গ্রীষ্মের প্রস্তুতি শুরু করব।'

দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে লেগস্পিন বোলিংয়ে ঋষভ পন্থ।

ঋষভ এবার 'ওয়ার্ন'

নয়াদিল্লি, ১৮ অগাস্ট : দলের সবাইকে বল করতে হবে!

টপ অর্ডার ব্যাটারদের শুধু ব্যাটিং করলেই চলবে না। গৌতম গম্ভীর জমানায় অদৃশ্য নির্দেশিকা। সূর্যকুমার যাদব, রিঙ্কু সিং, শুভমান গিলের পর স্বয়ং বল হাতে তুলে নিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। এবার ঋষভ পন্থও সেই পথে!

ব্যাটিং, উইকেটকিপিংয়ের সঙ্গে বোলিংয়েও হাত পাকানো। তাও একেবারে শেন ওয়ার্নের মতো লেগস্পিন! দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে প্রথম ম্যাচেই নিজের দলের হয়ে সবাইকে চমকে দিয়ে লেগস্পিন করতে দেখা যায় ঋষভকে। ১৭ অগাস্ট শুরু হওয়া লিগে, প্রথম ম্যাচে নিজের দল 'ওল্ড দিল্লি সিক্স'-এর হয়ে বোলিং করেন। ম্যাচের শেষ ওভারে বল করতে আসেন ঋষভ। ১ বলের বেশি করতে না পারলেও ভাইরাল ঋষভের সেই বোলিংয়ের ভিডিও। প্রশ্ন একটাই, উইকেটকিপারের পাশাপাশি এবার কি দেশের জার্সিতেও বোলিং করতে দেখা যাবে?

নীরজ উপহার পান ঘি, লাড্ডু

ম্যাগলিনজেন, ১৮ অগাস্ট : প্যারিস অলিম্পিকে জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনা জেতায় পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমকে তাঁর শ্বশুর মহিষ উপহার দিয়েছেন। যে ঘটনা গত কয়েকদিন ধরেই ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে। এই রকম 'অদ্ভুত' উপহার নিয়ে মজার স্মৃতি সামনে আনলেন ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া।

প্যারিসে আর্শাদের কাছে হেরেই নীরজের সোনা হাতছাড়া হয়েছে। পাকিস্তানে ফিরেই আর্শাদ মহিষ উপহার পাওয়ার পর নীরজ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমিও দেশি ঘি উপহার পেয়েছিলাম। হরিয়ানায় এই ধরনের উপহার খুব সাধারণ বিষয়। ওখানে কোনও প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলে ৫-১০ কেজি দেশি ঘি, লাড্ডু উপহার দেওয়া হয়।' নীরজ জানিয়েছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের উপহারের প্রতিশ্রুতি আগে থেকেই দেওয়া হয়। নীরজের কথায়, 'যেমন ধরুন, কোনও প্রতিযোগিতার আগেই গ্রামের কেউ বলে দিল, নীরজ যদি চ্যাম্পিয়ন হয় আমি ওকে ৫০ কেজি ঘি উপহার দেব। ছোটবেলা থেকেই আমি এসবের সঙ্গে অভ্যস্ত। যেসব জায়গায় কুস্তি, কাবাডি জনপ্রিয় সেখানে

এরকম উপহারের সংখ্যা বেশি হয়। ঘি শক্তি বাড়ায়। যা জ্যাভলিন থ্রোয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অঞ্চলে প্রতিযোগিতা জিতলে দামি মোটরবাইক, ট্র্যাক্টর এমনকি মহিষও উপহার পাওয়া যায়।'

নির্বাচন নীতিকে কটাক্ষ যশপালের

নয়াদিল্লি, ১৮ অগাস্ট : ভারতের জাতীয় রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের খেলোয়াড় বাছাই নীতির কঠোর সমালোচনা করলেন কোচ যশপাল রানা। সদ্যসমাপ্ত প্যারিস অলিম্পিকে

> ছয় মাস পরপরই খেলোয়াড় নির্বাচন নীতির পরিবর্তন হয়। আমি ক্রীড়ামন্ত্রীকে বলেছিলাম ফেডারেশনকে একটা নিয়মনীতি তৈরি করতে দিন। তারপর পার্থক্যটা দেখতে পাবেন।
>
> **যশপাল রানা**

জোড়া পদকজয়ী মনু ভাকের এই যশপালের কাছেই প্রশিক্ষণ নেন। এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী কিংবদন্তি শুটার রানা বলেছেন, 'ছয় মাস পরপরই খেলোয়াড় নির্বাচন নীতির পরিবর্তন হয়। আমি ক্রীড়ামন্ত্রীকে বলেছিলাম ফেডারেশনকে একটা নিয়মনীতি তৈরি করতে দিন। তারপর পার্থক্যটা দেখতে পাবেন।' সাকাকে নিয়ে একই মত সতীর্থ কাই হাভার্জের। বলেছেন, 'সাকা অনবদ্য খেলেছে। এই গ্রহে ওর মতো খেলোয়াড় কম রয়েছে। ও আরও ভালো খেলতে পারে। তরুণদের নিয়মিত পারফরমেন্স করতে খুব কম দেখা যায়।'

বার্সার জয়ে নায়ক লেওয়ানডস্কি

মাদ্রিদ, ১৮ অগাস্ট : জয় দিয়ে নতুন মরশুম শুরু করল বার্সেলোনা। লা লিগার প্রথম ম্যাচে তারা ২-১ গোলে হারাল ভ্যালেন্সিয়াকে। নতুন কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের অধীনে এটাই ছিল বার্সেলোনার প্রথম ম্যাচ। এই ম্যাচে তাদের জয়ের নায়ক রবার্ট লেওয়ানডস্কি। তিনি জোড়া গোল করেন। এদিন ভ্যালেন্সিয়ার বিরুদ্ধে ফ্র্যাঙ্কি ডি জং, ইকায় গুন্দোগান, রোনাল্ড আরাহৌদের ছাড়াই মাঠে নেমেছিল ফ্লিকের দল। ৪৪ মিনিটে হুগো ডুরোর গোলে এগিয়ে যায় ভ্যালেন্সিয়া। তবে সংযোজিত সময়ে বার্সাকে সমতায় ফেরান পোলিশ গোলমেশিন লেওয়ানডস্কি। লামিনে ইয়ামালের পাস থেকে গোল করেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে রাফিনহাকে বক্সের মধ্যে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় বার্সেলোনা। স্পটকিক থেকে গোল করতে কোনও ভুল করেননি পোলিশ তারকা লেওয়ানডস্কি।

জোড়া গোল করে উল্লাস রবার্ট লেওয়ানডস্কির।

ম্যাচের পর লেওয়ানডস্কি বলেছেন, 'আমরা প্রথম ২০-২৫ মিনিট স্বাভাবিক ছন্দে খেলতে পারিনি। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল প্রথমার্ধের শেষলগ্নে আমরা গোল করেছিলাম। একঝাঁক তরুণ ফুটবলার নিয়ে আমরা এখানে খেলতে এসেছিলাম। ম্যাচ শেষে ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছি।' এদিকে জার্মান মিডিও গুন্দোগান দল ছাড়তে পারেন বলে জল্পনা চলছে। আপাতত চোটের কারণে মাঠের বাইরে রয়েছেন তিনি। তবে গুন্দোগান বার্সায় থাকবেন বলেই আশাবাদী ফ্লিক। বলেছেন, 'আমি গুন্দোগানের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। আমার মনে হয়, গুন্দোগান বার্সাতেই থাকবে।'

করাচি থেকে সরল টেস্ট

রাওয়ালপিন্ডি, ১৮ অগাস্ট : সমালোচনার মুখে অবশেষে সিদ্ধান্ত বদল। বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্টের কেন্দ্র বদল। করাচির বদলে রাওয়ালপিন্ডিতে ম্যাচ সরানো হচ্ছে। ২১ অগাস্ট রাওয়ালপিন্ডিতেই প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্ট (৩০ অগাস্ট শুরু) হওয়ার কথা ছিল করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে।

২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য করাচি স্টেডিয়ামে সংস্কারের কাজ চলছে। যে কারণে গ্যালারি দর্শকশূন্য রেখে দ্বিতীয় টেস্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যা নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়ে পাক ক্রিকেট বোর্ড। প্রাক্তন ক্রিকেটার কামরান আকমল যাকে ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা 'তামাশা' আখ্যা দেন। তোপ দাগেন, এটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, তামাশার জায়গা নয়।

অভিনব উদ্যোগ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার

মেলবোর্ন, ১৮ অগাস্ট : উদ্যোগ, ভাবনা ও পরিকল্পনা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার। আর সেই উদ্যোগে প্রবলভাবে শামিল ইসিবি-ও।

সব ঠিক মতো চললে আগামী ২০২৭ সালের মার্চ মাসে মেলবোর্নের এমসিজি-র মাঠে অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ডের এক ম্যাচের অভিনব টেস্টের আসর বসতে চলেছে। উপলক্ষ্য টেস্ট ক্রিকেটের সার্ধশতবর্ষ। ইতিহাস বলছে, ১৮৭৭ সালের মার্চ মাসে এমসিজি-তে প্রথম টেস্টে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। সেই ম্যাচের রেশ ধরে ১৯৭৭ সালেও একইভাবে মেলবোর্নে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার এক ম্যাচের অভিনব সিরিজ হয়েছিল। ২০২৭ সালে দুনিয়ার প্রথম টেস্টের ১৫০ বছর পূর্তি। সেই কারণেই অভিনব উদ্যোগ গিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। অজি ক্রিকেট বোর্ডের সিইও নিক হকলে আজ জানিয়েছেন, ২০২৭ সালের মার্চ মাসে মেলবোর্নের এমসিজি-র মাঠে অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ডের এক ম্যাচের টেস্ট সিরিজ হবে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার এমন প্রস্তাবে ইতিমধ্যেই ইসিবি-ও সায় দিয়েছে বলে খবর। ফলে বড় অঘটন না হলে ২০২৭ সালে এমসিজি মেতে উঠতে চলেছে টেস্ট ক্রিকেটে সার্ধশতবর্ষে।

নতুন অধ্যায়ের সূচনা : আর্তেতা

গোল পেয়ে উচ্ছ্বাস আর্সেনালের কাই হাভার্জের।

লন্ডন, ১৮ অগাস্ট : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেতাব রক্ষার অভিযান জয় দিয়ে শুরু করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। রবিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে তারা ২-০ গোলে চেলসিকে হারিয়েছে। ১৮ মিনিটে বার্নার্ডো সিলভার পাস থেকে সিটিকে এগিয়ে দেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। ম্যান সিটির জার্সিতে হাল্যান্ডের এটি শততম ম্যাচ ছিল। ৮৪ মিনিটে সিটির জয় নিশ্চিত করেন মাতেও কোভাসিচ।

জিতে শুরু সিটির

এদিকে, গত দুইটি মরশুম শিরোপার কাছে গিয়েও ফিরে আসতে হয়েছে আর্সেনালকে। তবে নতুন মরশুমে সেই আক্ষেপ মেটাতে বদ্ধপরিকর মিকেল আর্তেতার ছেলেরা। লিগের প্রথম ম্যাচেই উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে ২-০ গোলে হারিয়েছে তারা। জয়ের পর আর্সেনাল কোচ আর্তেতা বলেছেন, 'নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। আশা করছি, গোটা মরশুমে এই পারফরমেন্স বজায় রাখব।' উলভসকে হারানোর অন্যতম নায়ক বুকায়ো সাকা। তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর্তেতা বলেছেন, 'সাকা দুর্দান্ত খেলেছে। ভালো খেলোয়াড়রা সাধারণত এই পারফরমেন্স করে। লিওনেল মেসিও এইভাবে খেলত। ওঁকে আটকানো যেত না।' সাকাকে নিয়ে একই মত সতীর্থ কাই হাভার্জের। বলেছেন, 'সাকা অনবদ্য খেলেছে। এই গ্রহে ওর মতো খেলোয়াড় কম রয়েছে। ও আরও ভালো খেলতে পারে। তরুণদের নিয়মিত পারফরমেন্স করতে খুব কম দেখা যায়।'

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **অগ্নিভ (ডোডো) :** তোমার ৮ বছরের জন্মদিনের অনেক আদর আর ভালোবাসা। - **বাবা, মা, ঠাকুরদা, দাদু, দিদা ও পরিবারের অন্যান্যরা।**

☺ **স্নেহাংশু নাহা :** তোমার জন্মদিনে রইল অনেক অনেক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। - **মা, বাবা, ঠাম্মি ও পরিবারের সকলে।**

আমিও লজ্জিত, বলছেন বিরাট

খবর এগারোর পাতায়

প্রতিবাদীদের পাশে বাগান অধিনায়ক শুভাশিস

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৮ অগাস্ট : 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'-গত কয়েকদিন এটাই যেন গোটা বাংলা তথা ভারতের গলার স্বর। আরজি কর কাণ্ড নিয়ে উত্তাল গোটা দেশ। বাদ যায়নি ক্রীড়ামহল। এই ঘটনার রেশ পড়েছে কলকাতা ময়দানেও। যার আবহে বাতিল করে দিতে হয়েছে ডার্বির মতো ভারতীয় ফুটবলের হাইভোল্টেজ ম্যাচ। এমনকি এই প্রতিযোগিতা সরিয়ে জামশেদপুরে নিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু তারপরেও থামানো গেল না তিন প্রধানের সমর্থকদের প্রতিবাদ মিছিলকে। শনিবার এক নজির বিহীন ঘটনার সাক্ষী রইল সারা দেশ। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এই তিন প্রধানের সমর্থকদের সঙ্গে পা মেলালেন সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতি কল্যাণ চৌবে। তিনি রীতিমতো সামনে থেকে এই মিছিলের নেতৃত্ব দিলেন। পরে প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেছেন, 'প্রশাসন চায় না এখানে ফুটবল হোক। ফুটবল খেলা শিলং বা জামশেদপুরে যাওয়া উচিত নয়। ফুটবল খেলা কলকাতায় থাকা উচিত। এদিন মিছিল আটকাতে যা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল, তার অর্ধেক পুলিশ থাকলেই ম্যাচটা আয়োজন করা যেত।'

প্রতিবাদী সমর্থকদের পাশে দাঁড়ালেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট অধিনায়ক শুভাশিস বসু। তিনি সস্ত্রীক এদিন মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে বাগান অধিনায়ক বলেছেন, 'আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে এসেছি। সমর্থকদের অসংখ্য ধন্যবাদ এভাবে প্রতিবাদ জানানোর জন্য। এটা শুধু বাংলা নয়, গোটা দেশের লড়াই। আরজি কর কাণ্ডের দোষীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না পাওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে।' শুধু শুভাশিস নয়, আরজি কর কাণ্ড নিয়ে সরব প্রাক্তন ও বর্তমান ফুটবলাররা। দেশের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার প্রীতম কোটাল বলেছেন, 'এই ঘটনা সমাজের জন্য মোটেও সঠিক উদাহরণ নয়। এর ন্যায় বিচার চাই।' আরেক ফুটবলার প্রবীর দাস সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'বাঙাল-ঘটির একটাই স্বর। জাস্টিস ফর আরজি কর।' শনিবার লাল-হলুদ মিডফিল্ডার সৌভিক চক্রবর্তী সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, 'ন্যায় বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আমরা থামব না।' তবে এই পোস্ট করার কিছুক্ষণ পরেই তার ফেসবুক প্রোফাইল ডিলিট করেন তিনি। এদিকে ইস্টবেঙ্গলের অন্যতম কোচিং স্টাফ সেনেন আলভারেজও আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন।

> প্রশাসন চায় না এখানে ফুটবল হোক। ফুটবল খেলা শিলং বা জামশেদপুরে যাওয়া উচিত নয়। ফুটবল খেলা কলকাতায় থাকা উচিত। এদিন মিছিল আটকাতে যা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল, তার অর্ধেক পুলিশ থাকলেই ম্যাচটা আয়োজন করা যেত।
>
> **কল্যাণ চৌবে** সভাপতি, সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা

রবিবারের বিক্ষোভ মিছিলে সমর্থকরা শামিল হলেও আশ্চর্যজনকভাবে তিন প্রধানের কোনও প্রাক্তন ফুটবলারকে দেখা যায়নি। তাঁরা ফোনে বা সামাজিক মাধ্যমে বিবৃতি দিয়েই দায় সেরেছেন। প্রাক্তন তারকা মিডফিল্ডার মেহতাব হোসেন আরজি কর কাণ্ডের নিন্দা করে বলেছেন, 'দোষীদের এমন শাস্তি হওয়া দরকার যাতে ভবিষ্যতে কেউ এই ধরনের অপরাধ করার কথা না ভাবে। আমি খুব খুশি তিন প্রধানের সমর্থক একজোট হয়ে আজ প্রতিবাদ জানিয়েছে। এমন আন্দোলন আগে কখনও হয়নি।' আরেক প্রাক্তনী অসীম বিশ্বাস বলেছেন, 'দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবী জানাচ্ছি। সমর্থকদের এই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন।' অনুপম সরকার বলেছেন, 'ডার্বি বাতিল করা ঠিক হয়নি। সময় এর উত্তর দেবে। বাতিল ম্যাচেও একটাই স্বর। জাস্টিস ফর আরজি কর।'

১) পোস্টার হাতে প্রতিবাদে শামিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট অধিনায়ক শুভাশিস বসু। ২) এক প্রতিবাদীকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। ৩) একসুরে প্রতিবাদ মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের। ৪) জনস্রোতে কোণঠাসা পুলিশকর্মীরা। ২ থেকে ৪ নম্বর ছবি ডি মণ্ডলের তোলা।

'পুলিশের অভাব কোথায়?'

বিক্ষোভ সামাল দিতে বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনের সামনে পুলিশের পাহারা। রবিবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

সায়ন গুপ্ত

কলকাতা, ১৮ অগাস্ট : বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের গর্জনের সাক্ষী গোটা দেশ। ডার্বি নাহলেও প্রতিবাদ হল। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান-মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, তিনপ্রধানের সমর্থকরা একই সুরে, একই স্লোগানে গলা মেলালেন। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিলে হল পুলিশি লাঠিচার্জ। নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা। প্রশাসনের ডার্বি বাতিলের সিদ্ধান্ত থেকে প্রতিবাদে পুলিশি প্রতিরোধ, সবমিলিয়ে কী বলছেন মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা?

সুমনা দাস (চিকিৎসক)

এত পুলিশ দিয়ে যদি মিছিল প্রতিহত করা যায়, তাহলে ডার্বি করা যাবে না কেন? আমরা স্টেডিয়ামে এই আন্দোলনের সুর তুলতে চেয়েছিলাম বলেই কি ম্যাচটি বাতিল করা হল? নিজে আরজি করের প্রাক্তন চিকিৎসক হওয়ায় ঘটনাটি আমায় ভীষণভাবে নাড়িয়ে তুলেছে। বিচার না পাওয়া পর্যন্ত খেলার মাঠ হোক, কিংবা রাস্তা প্রতিবাদ চলবেই।

সঞ্জয় বিশ্বাস (অভিনেতা)

আমি জাত মোহনবাগান। কিন্তু বাঙালদের সঙ্গে নিয়ে এই প্রতিবাদে আওয়াজ তুলতে বিন্দুমাত্র সংকোচ করিনি। ম্যাচে আমরা প্রতিবাদ জানাতাম। কিন্তু ডার্বিটাই হল না। শুনলাম পুলিশি নিরাপত্তাজনিত সমস্যা থাকায় ম্যাচ বাতিল হয়েছে। তাহলে এত পুলিশ এখানে কি করছে? (হেসে)

পীযূষ বর্মন (পড়ুয়া)

মোহনবাগান সমর্থক হিসাবে, সাধারণ মানুষ হিসাবে প্রশাসনের কাছে আমার প্রশ্ন, ম্যাচটি কি সত্যিই পুলিশি নিরাপত্তার অভাবে আয়োজন করা গেল না? তাহলে এত পুলিশ কোথা থেকে এল? আর যে বাংলায় ফুটবল ম্যাচ হবে না এমনটা নয়। এরপর যেদিনই ম্যাচ হবে, সেদিনই আমরা ফের প্রতিবাদ করব।

সুমনা সাহা (গৃহবধূ)

আমার মেয়ের সুরক্ষার দাবিতে সন্তানকে নিয়ে মিছিলে এসেছিলাম। আরজি করের ঘটনাটি আমার মেয়ের সঙ্গেও ঘটতে পারত। আর কত এমন ঘটনা ঘটলে প্রশাসনের টনক নড়বে? আমি আজ জানতে চাইছি।

আজ শিলং রওনা হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ অগাস্ট : ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে সোমবার শিলং রওনা দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। শেষ আটে তাদের প্রতিপক্ষ শিলং লাজং এফসি। এই পাহাড়ি দলটি কিন্তু অতীতে ভালোই ভুগিয়েছে লাল-হলুদ শিবিরকে। তবে কার্লোস কোয়াদ্রাতের ছেলেরা লাজংকে হারিয়ে শেষ চারে যেতে মরিয়া। অন্যদিকে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ২১ তারিখ জামশেদপুরের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছে। রবিবার অবশ্য দুই দলের অনুশীলন হয়নি।

এদিকে, এরিয়ানকে হারিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরতে চায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সোমবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে ৩ পয়েন্টের লক্ষ্যে খেলতে নামছে হাকিম সেগুন্ডোর দল। গত দুটি ম্যাচে ড্র করে আপাতত ৯ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার চতুর্থ স্থানে রয়েছে সাদা-কালো শিবির। কোচ হাকিম বলেছেন, 'এরিয়ানের বিরুদ্ধে ৩ পয়েন্ট পাওয়াই আমার লক্ষ্য। মাঠের অবস্থা খারাপ হলেও ছেলেরা নিজেদের সেরাটা দেবে। এই ম্যাচটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' দলে আপাতত কোনও চোট-আঘাতের সমস্যা নেই। ৮ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট পাওয়া এরিয়ানকে হারাতে মরিয়া ইসরাফিল দেওয়ানরা।

NORTH BENGAL: SILIGURI: Lexican Motors: 7506017275. **Rangeet Auto:** 7506017249. **NOUKAGHAT: Rangeet Auto:** 9619187814. **COOCH BEHAR: Rangeet Auto:** 7506015383. **BIRPARA: Rangeet Auto:** 7506015383. **MALDA: Lexican Motors:** 7506017220. **BALURGHAT: Lexican Motors:** 9167528535. **GANGTOK: Rangeet Auto:** 9167986441. **ISLAMPUR: Rangeet Auto:** 8291093108. **JAIGAON: Rangeet Auto:** 9152101462. **JALPAIGURI: Rangeet Auto:** 9152101467. **RAIGANJ: Rangeet Auto:** 8291094961. **DARJEELING: Rangeet Auto:** 7045208391. **JORTHANG: Rangeet Auto:** 9167528366. **ALIPURDUAR: Rangeet Auto:** 8879518024. **MALBAZAR: Rangeet Auto:** 9619185907.